কেজরিকে নিয়ে আশঙ্কায় আপ

৬-এর পৃষ্ঠায়

রবিবারের দৈনিক স্টেটসম্যান

মহম্মদ শামিকে দরকার ভারতীয় দলে

১০-এর পৃষ্ঠায়

www.dainikstatesmannews.com ১০ পৃষ্ঠা কলকাতা শিলিগুড়ি ২৯ আষাঢ় ১৪৩১ রবিবার ১৪ জুলাই ২০২৪ https://m.facebook.com/DainikStatesman https://mobile.twitter.com/statesmandainik ৪ টাকা

বিজেপির তিন আসন ছিনিয়ে
৪-এ চার তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি– গত মাসেই শেষ হয়েছে লোকসভা ভোট। সেই নির্বাচনে তৃণমূলের কাছে গোহারা হেরেছে বিজেপি। এক মাস যেতে না যেতেই এবার বিধানসভার চার আসনের উপনির্বাচনেও ধরাশায়ী হল গেরুয়া শিবির। মানিকতলায় ফের তৃণমূল জয়ী হওয়ার পাশাপাশি, বিজেপির পকেটে থাকা আরও তিনটি আসন কেড়ে নিল ঘাসফুল শিবির। বাগদা, রানাঘাট দক্ষিণ ও রায়গঞ্জে বিপুল ভোটে কার্যত ধরাশায়ী হল গেরুয়া শিবির।

গত ১০ জুলাই রাজ্যের এই চার আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভোট শেষে চার আসনেই জয়ের ব্যাপারে তৃণমূল আত্মবিশ্বাসী থাকলেও রাজনৈতিক মহলে সেটা নিয়ে কিছুটা সংশয় তৈরি হয়। যদিও বিজেপি দাবি করে, তারা ফের তাদের জেতা আসন পুনরুদ্ধার করবে। এমনকি মানিকতলা আসনে জেতার ব্যাপারে আশা প্রকাশ করেছিল গেরুয়া শিবির। অথচ শনিবার ভোট গণনার শুরুতেই আভাস পাওয়া যায়, উপনির্বাচনের ফল তৃণমূলের অনুকূলে যাচ্ছে। মানিকতলাতে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে তৃণমূল। ওই আসনে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সাধন পান্ডের স্ত্রী সুপ্তি পাণ্ডেকে প্রার্থী করে চমক দিয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। আর সেই সিদ্ধান্তেই আস্থা রেখেছেন মানিকতলার মানুষ। ৬২ হাজার ৩১২ ভোটে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী।

যথারীতি রানাঘাট দক্ষিণে ৩৯ হাজার ৪৮ ভোটে জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারী। যিনি আগে এই আসনে বিজেপির হয়ে জয় লাভ করেছিলেন। এবং পরে তৃণমূলে যোগদান করেন। লোকসভা ভোটে প্রার্থী হওয়ার জন্য তিনি এই আসনে বিজেপির বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি ফের তৃণমূলে যোগদান করে প্রমাণ করে দিলেন, রানাঘাট দক্ষিণের মানুষ গেরুয়া পদ্ম প্রতীকের চেয়ে তাঁর এবং তৃণমূলের ওপরই বেশি ভরসা করেন।

একইভাবে ২০২১ সালে বাগদা কেন্দ্রে বিজেপির প্রতীকে জয়লাভ করেন বিশ্বজিৎ দাস। তিনি পরে তৃণমূলে যোগদান করেন এবং দলের জেলা সভাপতি হন। গত লোকসভা ভোটে বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে তাঁকেই লোকসভার প্রার্থী করে তৃণমূলের হাই কম্যান্ড। সেসময় তিনি নিয়ম মেনে বিজেপি-র বিধায়ক পদে পদত্যাগ করেই তৃণমূলের প্রার্থী হন। কিন্তু লোকসভা ভোটে শান্তনু ঠাকুর ফের জয়লাভ করেন। বিশ্বজিৎ দাস পরাজিত হলেও তিনি কিন্তু উপনির্বাচনে ফের তৃণমূলের প্রতীকে প্রার্থী না হয়ে ঠাকুর পরিবারের কনিষ্ঠ এক সদস্য মধুপর্ণা ঠাকুরকে প্রার্থী করে ভোটে লড়েন। সেই নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয় ঘাসফুল শিবির। ৩৩,৪৫৫ ভোটে জয়ী হন রাজ্যসভার সদস্য মমতাবালা ঠাকুরের মেয়ে মধুপর্ণা ঠাকুর। গত ১৩ বছরে এই প্রথম বাগদা জয় করল তৃণমূল। পাশাপাশি, বর্তমানে রাজ্য বিধানসভায় তিনিই হতে চলেছেন সবচেয়ে কনিষ্ঠ বিধায়ক। শুধু তাই নয়, মধুপর্ণার এই জয়ের মাধ্যমে বাগদা তথা বনগাঁতে বিজেপি শিবিরে ধসের ইঙ্গিত স্পষ্ট। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, বাগদাতে বিপুল ভোটে তৃণমূলের জয় প্রমাণ করে দিয়েছে, গত একমাসে মতুয়া ভোট ব্যাংকে বিজেপি শিবিরে ব্যাপকভাবে ধস নেমেছে।

এদিকে একই অবস্থা হল রায়গঞ্জ বিধানসভা আসনেও। এই কেন্দ্রের প্রার্থী কৃষ্ণকল্যাণী ৫০ হাজার ৭৭ ভোটে জয়ী হয়েছেন। তিনিও একসময় বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগদান করেন। ২০২১ সালে তিনি বিজেপির টিকিটে বিধায়ক পদে জয়লাভ করেন। এরপর ফের তিনি তৃণমূলে ফিরে যান। গত লোকসভা ভোটে এই কেন্দ্রে তিনি তৃণমূলের প্রার্থী হলেও বিজেপি প্রার্থী কার্তিক পালের কাছে পরাজিত হন। লোকসভা ভোটে প্রার্থী হওয়ার সময় তিনিও বিজেপি-র বিধায়ক পদে পদত্যাগ করেন। এবার সেই আসনের উপনির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটে ফের জয়ী হলেন কৃষ্ণকল্যাণী। তবে তাঁর এই জয়ের মধ্যে বিজেপি শিবিরে বড় কোনও বিপর্যয়ের ইঙ্গিত পাচ্ছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল। এতদিন যে উত্তরবঙ্গকে গেরুয়া শিবিরের ঘাঁটি বলে ধরা হয়েছিল, সেই উত্তরবঙ্গেও এবার বিজেপি-র ভোট ব্যাংকে ভাঙনের ইঙ্গিত খুবই স্পষ্ট। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই নির্বাচন বুঝিয়ে দিচ্ছে, উত্তরবঙ্গে ক্রমশ আলগা হচ্ছে বিজেপি-র পায়ের তলার মাটি। তবে শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, দেশেও বড় ধাক্কা খেয়েছে গেরুয়া শিবির। বাংলা বাদে বাকি ছয় রাজ্যে ৯টি বিধানসভা আসনের মধ্যে মাত্র দুটিতে জয়ী হয়েছে বিজেপি। বাকি আসনগুলিতে জয়ের নিরিখে এগিয়ে রয়েছে ইন্ডিয়া জোট।

সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী, ২০২৬ সালের প্রথম দিকেই সমাপ্ত হবে আগামী বিধানসভা নির্বাচন। সেই ২০২৪ ও ২০২৬-এর মাঝখানে রয়েছে আর মাত্র একটি বছর ২০২৫ সাল। তার আগেই অশনি সংকেত বিজেপি শিবিরের কাছে। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, এই উপনির্বাচনের ফলাফল বলে দিচ্ছে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে গেরুয়া শিবিরের ফিরে আসা তো দূরের কথা, ২০২১ সালে জেতা আসনগুলি ধরে রাখাও যথেষ্ট কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

বিপুল জয় তৃণমূলের
উচ্ছ্বসিত মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি– লোকসভা নির্বাচনের পর চারটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনে সবুজ ঝড়ে হোয়াইটওয়াশ হয়ে গেল গেরুয়া শিবির। আর এই কৃতিত্ব পুরোপুরি রাজ্যের আমজনতাকে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার বিকেলে মুম্বাই সফর সেরে কলকাতায় ফিরে বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সামাজিক দায়বদ্ধতা আরো বেড়ে গেল। বিজেপির চক্রান্ত এবং এজেন্সির ভয় সবকিছু রুখে দিয়েছেন আমজনতা। সমস্ত চক্রান্ত মানুষ রুখে দিয়েছেন। তাই আরো বেশি করে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন এই জয় একুশে জুলাই এর শহীদদের উৎসর্গ করা হবে। রায়গঞ্জ, রানাঘাট দক্ষিণ, মানিকতলা এবং বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল তুঙ্গে। ২০২১ সালে এই তিনটি বিধানসভা কেন্দ্র ছিল বিজেপির দখলে। শুধু তাই নয় ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে এই তিনটি কেন্দ্র থেকে বিজেপি এগিয়েছিল। তাই স্বাভাবিকভাবে উপনির্বাচনে কিভাবে এই তিনটি কেন্দ্রে বিজেপিকে রুখে দেওয়া যায় তা নিয়ে রণ কৌশল কম করেনি শাসক দল। উপনির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই এই তিনটি কেন্দ্রে বাড়তি নজরদারি ছিল তৃণমূলের। পাশাপাশি দেড় বছরেরও বেশি সময় মানিকতলা আসনে নির্বাচন হয়নি। তবে মানিকতলা কেন্দ্র নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের আস্থা থাকলেও বাকি তিনটি কেন্দ্রে জয় ছিনিয়ে আনতে যথেষ্ট কষ্ট করতে হয়েছে। আর তার ফলও হাতেনাতে পেয়েছে শাসক শিবির। মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, আগে একটা ছিল এখন তিনটে যুক্ত হল। চারটি আসনের একমাত্র মানিকতলা আমাদের ছিল, গত ২ বছর কোর্টে কেস করে এখানে ভোট করতে দেয়নি, জেতাটা খুব ভালো জেতা। কৃষ্ণ কল্যাণী এবার রায়গঞ্জে তৃণমূলের টিকিটে জয়লাভ করেন। সে প্রসঙ্গে মমতা বলেন, আমরা জানতাম জিতবে, কিন্তু বিজেপি কংগ্রেসকে টাকা দিয়ে ভোট ভাগাভাগি করে সিটটা হারিয়েছিল। আমি বলি তুমি দাঁড়াও, তুমি এখানে এমএলএ ছিলে, তোমায় জিততে হবে। এ চ্যালেঞ্জ নিয়েছিল। মানুষ তাঁকে জিতিয়েছেন, তাই আমি কৃতজ্ঞ। লোকসভায় রাণাঘাটে বিজেপির জগন্নাথ সরকারের কাছে হারেন মুকুটমণি অধিকারী। এদিন মুকুটমণির জয়ের প্রসঙ্গে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, "বিজেপির এমএলএ ছিল। ও তৃণমূলে জয়েন করার পর টিকিট দেওয়া হয়। বাগদা তাই, ওখানে বিশ্বজিৎ হেরে গেছিল তবে ও এবার দাঁড়ায়নি, তাই মমতাবালার মেয়ে মধুপর্ণাকে দাঁড় করানো হয়। ও খুব ভালো ফাইট দিয়েছে।

এনডিএ-র বিদায়ঘণ্টা!
মোদিকে ১১ গোল 'ইন্ডিয়া'র

দিল্লি, ১৩ জুলাই-- লোকসভা ভোট থেকে শুরু হওয়া মোদি সরকারের বিদায়ের ঘণ্টা বিধানসভা ভোটে জোরদার হয়ে বাঁচতে শুরু করল। তার আওয়াজ শোনা গেল পশ্চিমবঙ্গ-সহ সাতটি রাজ্যের ১৩টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে। যেখানে দুর্দান্ত ফল করছে ইন্ডিয়া জোট। বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে শনিবার যে ফল বেরিয়েছে তাতে বিরোধী পক্ষ ইন্ডিয়ার কাছে ভরাডুবি ঘটেছে এনডিএর। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে একাধিক রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। তার আগে এনডিএ জোটের বড় ধাক্কা নিঃসন্দেহে গেরুয়া শিবিরে আতঙ্কের সঞ্চার করবে। এখনও পর্যন্ত পাওয়া হিসেব বলছে ১১টি আসনেই জয়লাভ করছে বিরোধীরা। সেখানে বিজেপির জয়ী হয়েছে হিমাচল প্রদেশের হামিরপুর এবং মধ্যপ্রদেশের চিঞ্চওয়াড়া। নীতীশ কুমারের জেডিইউ জিতেছে একটিতে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে এনডিএ ২, ইন্ডিয়া জোট ১১।

উল্লেখ্য মাত্র দুটি আসনে বিজেপি প্রার্থী জিতেছে তা হল মধ্য প্রদেশের চিঞ্চওয়াড়া আসনে বিজেপির প্রার্থী কমলেশ প্রতাপ শাহ ১ হাজার ৭৪৭ আসনে এগিয়ে রয়েছেন। আর হামিরপুর আসনে আশীষ শর্মা মাত্র ১ হাজার ৫৭১ ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন।

সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলই বলছে, দিল্লি ও বাংলা দু'জায়গাতেই বিজেপির কোমর ভেঙে গেছে। এ রাজ্যে ১৮ থেকে কমে তারা এখন ১২-তে এসে ঠেকেছে। আর দিল্লিতেও মোদি সরকার আর নেই। পশ্চিমবঙ্গের চারটি সহ দেশের বাকি ৯টি কেন্দ্রের বেশিরভাগেই কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি, ডিএমকে প্রার্থীরা জিতে গিয়েছেন। দু-একটি বিধানসভায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চললেও শেষ পর্যন্ত চওড়া হাসি হেসেছে বিরোধীরাই।

লোকসভা নির্বাচনে যেখানে বিজেপির টার্গেট ছিল ৩৫০ আসন সংখ্যা পার, সেখানেই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার মার্জিনও পার করতে পারেনি গেরুয়া শিবির। ২৪২টি আসনে থেমেছিল বিজয়রথ। এনডিএ-র জোট শরিকদের নিয়ে সরকার গঠন করেছে তৃতীয়বার। তবে যে ধাক্কা এবার বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপি পেল তাই যে ভবিষ্যতে বিজেপির পথ আরও পিচ্ছিল করে দিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যদিও এই ভরাডুবির কোনও প্রতিক্রিয়া লেখা পর্যন্ত বিজেপির তরফে পাওয়া যায় নি। অন্যদিকে গোটা দেশ জুড়ে বিজয় উৎসব শুরু হয়েছে ইন্ডিয়া শিবির জুড়ে।

নির্বাচন কমিশনের হিসাব বলছে, ইন্ডিয়া জোটের কংগ্রেস ৪টি, ৪টিতে তৃণমূল, ডিএমকে এবং আপ একটি করে আসনে জিতেছে। অন্যদিকে, হিমাচল প্রদেশের হামিরপুরে বিজেপির এবং মধ্যপ্রদেশের অমরওয়ারায় সামান্য ভোটে জিতেছে বিজেপি।

শুধু অযোধ্যা নয় বিজেপির মুখ পুড়েছে বদ্রীনাথেও। হারতে হয়েছে ম্যাঙ্গালোরেও। যদিও দ্বিতীয় কেন্দ্রটি বিজেপির হাতে কখনওই ছিল না। কিন্তু বদ্রীনাথের আসনটি গেরুয়া শিবিরের হাতে ছিল। সেখানেও হারতে হল গেরুয়া শিবিরকে। উত্তরাখণ্ডের দুই বিধানসভা কেন্দ্রেই উপনির্বাচনে বিজেপির এই হারকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

অযোধ্যা এবং ম্যাঙ্গালোরে হারের পেছনে দুটি কারণকে দায়ি করছে বিশেষজ্ঞরা। এক, কংগ্রেসের দুই প্রার্থীই দীর্ঘদিন ধরে দলীয় সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। ম্যাঙ্গালোরে হাত শিবিরের প্রার্থী ছিলেন কাজি নিজামুদ্দিন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে দলের সঙ্গে যুক্ত। যদিও একদা বিএসপির সদস্য ছিলেন তিনি। আবার বদ্রীনাথে ৪৯ বছরের লখপত সিং বুটোলার উপরে ভরসা রেখেছিল কংগ্রেস। তাঁরও দলীয় সংগঠনের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। আর এখানেই ভুল করেছে বিজেপি। তাদের ম্যাঙ্গালোর প্রার্থী কর্তার সিং কিংবা বিজেপির রাজেন্দ্র ভাণ্ডারির কেউই সেই অর্থে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তির অংশ নয়। এই দুই মুখের উপরে বাজি রেখেই তাই ভুল করল গেরুয়া শিবির, মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

উপনির্বাচনের ফলাফল বলে দিচ্ছে, ইন্ডিয়া-এনডিএ জোটের শক্তির লড়াইয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে গোহারা হয়েছে মোদি-শাহ জুটি। ১১-২ ফলাফলে হারছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট। বাংলার রায়গঞ্জ, রানাঘাট দক্ষিণ, বাগদা ও কলকাতার মানিকতলায় প্রত্যাশা বজায় রেখে জিতেছে তৃণমূল কংগ্রেস। অন্যদিকে, পাঞ্জাবের জলন্ধর পশ্চিম কেন্দ্রে জিতেছেন আম আদমি পার্টির প্রার্থী মহিন্দর ভগৎ। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের সুরিন্দর কৌরকে হারিয়েছেন। উল্লেখ্য, পাঞ্জাবে কংগ্রেস-আপের আসন সমঝোতা হয়নি। বিজেপি এখানে তৃতীয় স্থানে।

হিমাচল প্রদেশের তিনটি কেন্দ্রেই এগিয়ে ছিলেন কংগ্রেস প্রার্থীরা। মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখুর স্ত্রী কমলেশ ঠাকুর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির হোশিয়ার সিংকে হারিয়ে দিয়েছেন। নালাগড় কেন্দ্রেও কংগ্রেস প্রার্থী হরদীপ সিং বাওয়া বিজেপির কেএল ঠাকুরকে হারিয়েছেন।

উত্তরাখণ্ডের বদ্রীনাথ ও মঙ্গলৌর দুটি কেন্দ্রেই জিতেছে কংগ্রেস। বদ্রীনাথে কংগ্রেসের লাখপত সিং বুটোলা বিজেপির রাজেন্দ্র ভাণ্ডারী হারিয়ে দিয়েছেন। তামিলনাড়ুতে এমকে স্ট্যালিনের ডিএমকে প্রার্থী আন্নিয়ুর শিবা বিক্রাবন্দি কেন্দ্রে ২৫ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশের অমরওয়ারায় বিজেপি প্রার্থী কমলেশপ্রতাপ শাহ কংগ্রেস প্রার্থী ধীরেন শাহের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। শেষপর্যন্ত কমলেশ ১৫৫৬ ভোটে জিতে যান।

বিহারের রুপৌলি কেন্দ্রে এনডিএ জোটের জেডিইউ প্রার্থী কলাধরপ্রসাদ মণ্ডল সাড়ে ৬ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে থাকলেও শেষের দিকে পিছিয়ে পড়েন। এখানে ইন্ডিয়া জোট প্রার্থী রাষ্ট্রীয় জনতা দলের বিমা ভারতী পিছিয়ে পড়েছেন। নির্দলের শঙ্কর সিং দ্বিতীয় স্থানে থেকেও পড়ে মেকআপ দিয়ে কিছু ভোটে এগিয়ে রয়েছেন।

হিমাচল প্রদেশের দেহরা বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হোশিয়ার সিংহের তুলনায় সাত হাজারেরও বেশি ভোটে এগিয়ে সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিংহ সুখুর স্ত্রী কমলেশ ঠাকুর। ২০২২ সালের বিধানসভা ভোটে ওই কেন্দ্রে কংগ্রেস এবং বিজেপি প্রার্থীকে হারিয়ে জিতেছিলেন হোশিয়ার। গত বছর বিধায়ক পদে ইস্তফা দিয়ে তিনি বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় ওই আসনে উপনির্বাচন হচ্ছে।

উত্তরাখণ্ডের বদ্রীনাথের কংগ্রেস বিধায়ক রাজেন্দ্র সিংহ ভান্ডারি ইস্তফা দিয়ে ওই আসনে উপনির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন। ওই রাজ্যের মঙ্গলৌরে বিএসপি বিধায়কের মৃত্যুর কারণে উপনির্বাচন হচ্ছে। তামিলনাড়ুর বিক্রবন্দীতে ডিএমকে বিধায়কের মৃত্যু এবং পঞ্জাবের জালন্ধর পশ্চিমে আপ বিধায়ক শীতল অঙ্গুরল রিঙ্কুর বিজেপিতে যোগদানের ফলে উপনির্বাচন হচ্ছে বুধবার। এ বার ভোটে রিঙ্কু লড়ছেন বিজেপির টিকিটে।

হিমাচল প্রদেশের দেহরা, হামিরপুর এবং নালাগড়ের তিন নির্দল বিধায়ক বিজেপিতে যোগ দেওয়ার আগে জনপ্রতিনিধিত্ব সংশোধনী আইন মেনে ইস্তফা দিয়েছিলেন। তাই সেখানে ভোট হয়েছে। দেহরায় কংগ্রেস প্রার্থী করেছে সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিংহ সুখুর স্ত্রী কমলেশকে। বিহারের রুপৌলীর জেডিইউ বিধায়ক বিমা দেবী আরজেডিতে যোগ দেওয়ায় এবং মধ্যপ্রদেশের অমরওয়াড়ার কংগ্রেস বিধায়ক কমলেশ প্রতাপ শাহ বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় সেখানে আবার ভোট।

বাংলার পাশাপাশি দেশের অন্য ছ'টি রাজ্যেও বিধানসভা উপনির্বাচনে ধাক্কা খেতে চলেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ। এগিয়ে কংগ্রেস-সহ 'ইন্ডিয়া'র শরিকেরা। পশ্চিমবঙ্গের চারটি বিধানসভার পাশাপাশি দেশের আরও ছ'টি রাজ্যের যে ন'টি বিধানসভায় ভোট হয়েছিল, তার মধ্যে বিজেপি একটি এবং তার জোটসঙ্গী জেডি(ইউ) একটি আসনে এগিয়ে রয়েছে। কংগ্রেস পাঁচটি এবং আম আদমি পার্টি একটিতে এগিয়ে। হিমাচলের হামিরপুর এবং রুপৌলিতে এগিয়ে বিজেপি এবং জেডিইউ।

গুজরাটের উপনির্বাচনে জয়ের পর উচ্ছ্বাস কংগ্রেস কর্মীদের শনিবার আহমেদাবাদে।

অ্যাম্বুলেন্স ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ৬, আহত ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৩ জুলাই– পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থেকে রোগী নিয়ে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে আসার সময় শনিবার কেশপুর এর পঞ্চমীর কাছে লরির সাথে অ্যাম্বুলেন্সের দুর্ঘটনা। ওই ঘটনায় ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছে দুই জন। লরিটি মেদিনীপুর এর দিক থেকে কেশপুরের দিকে যাচ্ছিল অন্য দিকে ঘাটাল থেকে একটি এম্বুলেন্স করে রোগী নিয়ে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আসছিল। সেই সময় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুর ব্লকের পঞ্চমীর কাছে বড় পোলের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। সেই ঘটনায় এম্বুলেন্স এ থাকা যাত্রীদের বেশির ভাগ আহত এবং নিহত হয়েছে। পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার বলেন, একটি সিমেন্ট বোঝাই লরি কেশপুর এর দিকে যাচ্ছিল সেই সময় কেশপুর দিক থেকে আসা এম্বুলেন্স টা মেদিনীপুরের দিকে আসার সময় দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতরা চন্দ্রকোনা ক্ষীরপাই এলাকার বাসিন্দা। কয়েকদিন আগেই পেটের যন্ত্রণা নিয়ে অপর্ণা বাগ নামে এক গৃহ বধু ঘাটাল হাসপাতালে ভর্তি হয়। সেখান থেকে তাকে পাঠানো হয় মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ঘটনাস্থলেই মারা যান ৪ জন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় কেশপুর থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ সকলকে উদ্ধার করে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে আনা হলে সেখানে মারা যান আরও ২ জন। মৃতরা হলেন , অপর্ণা বাগের স্বামী শ্যামাপদ বাগ (২৫), মা অনিমা মল্লিক (৪৬), মামা শ্যামল ভুইঁয়া (৩৭), মামিমা চন্দনা ভুইঁয়া (৩১), আত্মীয় সুরজিৎ মাঝি (২৭), আম্বুলেন্সের সহকারী জিৎ দলুই (১৫)। আম্বুলেন্সের চালক অভিষেক মল্লিক চিকিৎসাধীন মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এবং অপর্ণা বাগকে শনিবার স্থানান্তর করা হয়েছে কলকাতার পিজি হাসপাতালে। ওই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে শনিবার সকালে হাসপাতালে আসেন তৃণমূল কংগ্রেসের মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার জেলা সভাপতি সুজয় হাজরা, মেদিনীপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন খান সহ পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা। যার ফলে ওই ঘটনা কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

ফের অগ্নিগর্ভ ত্রিপুরা
ধলাইয়ে হিংসা, পঞ্চায়েত ভোট ঘিরে বিশালগড়ে সংঘর্ষ

ইম্ফল, ১৩ জুলাই-- ফের নতুন আগুনে উত্তপ্ত ত্রিপুরা। গোষ্ঠীহিংসা এবং পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক হানাহানির জেরে ফের জলে উঠল ত্রিপুরা। গত ২৪ ঘণ্টায় উত্তর-পূর্বের ওই রাজ্যে একাধিক হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। গ্রেফতার করা হয়েছে পাঁচ জনকে। শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া অশান্তির রেশ ছিল শনিবারও।

দুষ্কৃতীদের হামলায় গুরুতর আহত এক জনজাতি যুবকের হাসপাতালে মৃত্যু ঘিরে শুক্রবার বিকেল থেকে ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমায় উত্তেজনা ছাড়ায়। ভাঙচুর, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ করা হয় একাধিক বাড়িতে। পরিস্থিতি সামলাতে গিয়ে আক্রান্ত হয় পুলিশ এবং বিএসএফ। হামলায় জখম হয়েছেন বেশ কয়েক জন। বিরোধীদের অভিযোগ, হিংসা ঠেকাতে সক্রিয় হয়নি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার প্রশাসন।

অন্য দিকে, আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায়। আগামী ৮ অগস্ট ওই জেলার পাঁচটি ব্লকে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোট। রাজনগর এবং বিশালগড়ে বিজেপির কর্মীরা বিরোধী বাম-কংগ্রেস জোটের প্রার্থীদের মনোনয়ন পেশ করতে বাধা দেয় বলে অভিযোগ। ওই ঘটনার জেরে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়।

আজকের দিন

সূর্যোদয়— ৫টা ৪ মিনিট

সূর্যাস্ত— ৬ টা ২৩ মিনিট

পূর্বাভাস

আগামী ২৪ ঘণ্টায় সকালের দিকে মেঘলা আকাশ। দিনের তাপমাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে

দিনের তাপমাত্রা

আজকের সম্ভাব্য
সর্বোচ্চ ৩২.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস
সর্বোনিম্ন ২৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস

গতকাল
সর্বোচ্চ ৩২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস
সর্বোনিম্ন ২৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস

আপেক্ষিক আর্দ্রতা

সর্বোচ্চ ৯৭ শতাংশ; সর্বনিম্ন ৭৭ শতাংশ

বৃষ্টিপাত (গত ২৪ ঘণ্টায়) সামান্য।

দৈনিক স্টেটসম্যান

KOLKATA
Statesman House,
4, Chowringhee Square
Kolkata-700 001
Tel : (033) 48018471
Uttarsarathi Guha Mojumder,
M : 9831528760
For Advertisement :
statesmandisplay@gmail.com
thestatesmanclassified@gmail.com
For Editorial :
journo71@gmail.com
DELHI
Statesman House,
148, Barakhamba Road,
New Delhi-110 001
Tel: (011) 2331 5911, 43043793
delhistatesman@gmail.com
Hiten Rathore
hiten.statesman@gmail.com
Mob: 9212192123
BHUBANESWAR
Plot 3A, Zone B, Sector A, Mancheswar Industrial Estate, Bhubaneswar-751010.
M-09438838880
statesmanbbsr@gmail.com
Delhistatesman@gmail.com
SILIGURI
Spencer Plaza
18/19, 1st Floor,
Burdwan Road
Above Vishal Mega Mart
Siliguri-734005, West Bengal
Ph.: 9832082429
Email: sil_statesman@yahoo.co.in
delhistatesman@gmail.com
HYDERABAD
The Statesman Limited
2nd Floor, UNI Building,
A.C. Guards, Hyderabad-500004,
Mob: 9866323009,9212192123
Email: delhistatesman@gmail.com
hyderabad@thestatesmangroup.com
MUMBAI
5, Kasturi Buildings, Jamshedji Tata Road,
Mumbai-400 020
M-8928682231, Tel : (022) 35775450
Email:
pallavi@thestatesman.com
delhistatesman@gmail.com
LUCKNOW
2/2, Butler Palace
Near Jopling Road)
Lucknow-226 001,
M-9212192123
Email: delhistatesman@gmail.com
RANCHI
Mobile : 8016603943
Email: delhistatesman@gmail.com
binodnarayansingh@yahoo.co.in

AIR-SURCHARGE; Kathmandu-Re. 2, Eastern Region-Re. 1
All other stations in India-Re. 1

শিশু পুত্রকে আছড়ে মেরে আত্মঘাতী বাবা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ১৩ জুলাই– স্বামী স্ত্রীর অশান্তির জেরে নয় মাসের শিশু পুত্রকে আছাড় মেরে, সেই শিশু পুত্রের মৃত্যুর খবর পেয়ে আত্মঘাতী হল বাবা। ঘটনাটি ঘটে দুর্গাপুরের কোকোভেন থানার অন্তর্গত ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের সগরভাঙ্গা রুইদাস-পাড়া এলাকায়। ঘটনা কি ঘিরে শোকের ছায়া এলাকায়।

ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায় সুজন রুইদাস নামের এক বছর নয়ের শিশু যখন বিছানায় খেলা করে সে সময়ে চলছিল বছর ৩৫ এর স্বামী আবির রুইদাস ও তার স্ত্রী সরমা রুইদাসের মধ্যে চরম অশান্তি, আর তারই মধ্যে হঠাৎ করেই আবির নিজের সন্তানকে বিছানা থেকে তুলে আছাড় মারে বলেই অভিযোগ। আর এরপরই এলাকা-বাসীরা বিষয়টি জানতেই তারা ছুটে এসে আবীরকে চড় থাপ্পড় মারতেই সে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়।

এদিকে ওই শিশুকে প্রথমে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তার অবস্থা আশঙ্কা-জনক লক্ষ্য করে তাকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে রাস্তাতে নিয়ে যাওয়ার সময় মৃত্যু হয় শিশুটির। আর এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই দুর্গাপুর স্টেশন সংলগ্ন রেললাইনে আত্মঘাতী হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে আবিরের বলেই খবর পায় তার পরিবারের সদস্যরা। স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন দিনমজুরির কাজ করে সংসার চালাত আবির ও তার স্ত্রী আর নিত্যদিন তাদের অশান্তি লেগে রইতো।

শনিবার তাদের এই অশান্তি চরম পর্যায়ে পৌঁছে এমনই ভয়াবহ ঘটনা ঘটায় হতচকিত হয়ে পড়েছেন তারা। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান দুর্গাপুর নগর নিগমের প্রাক্তন কাউন্সিলর অঙ্কিত চৌধুরী ও স্থানীয় প্রশাসকমন্ডলীর সদস্য দীপঙ্কর লাহা সহ স্থানীয় নেতৃত্ব। মুহূর্তের ঘটা এই ভয়াবহ ঘটনায় সকলেই শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছেন। সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শনিবার মোমিনপুর মোড়ে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের বিক্ষোভ

পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৩ জুলাই-- পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের সমস্ত বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দিতে বৈঠক হলো পঞ্চায়েত সমিতিতে। সরবরাহের পাশাপাশি জল অপচয় রোধে ব্লকের সমস্ত ভালভ অপারেটর ও পাম্প অপারেটর-দের নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে ওই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিডিও পার্থ সারথী দে, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান, পিএইচই-র ইঞ্জিনিয়ার সহ অন্যান্যরা। বিডিও পার্থ সারথী দে বলেন রাজ্য সরকারের যে লক্ষ প্রত্যেকের বাড়িতে বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া সেটা ঠিক ভাবে হচ্ছে কিনা বা জল অপচয় যাতে না হয় সেই জন্যই ভালভ অপারেটর ও পাম্প অপারেটরদের নিয়ে বসে আলোচনার মাধ্যমে কর্মসূচি ঠিক করা হলো। মেহেমুদ খান বলেন রাজ্য সরকার প্রত্যেকের বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দিতে বদ্ধ পরিকর। তাই ব্লকের সমস্ত অঞ্চলে সমস্ত বাড়িতে যাতে সঠিক সময়ে পানীয় জল পৌঁছে যায় সেই নিয়েই আজকের এই মিটিং। শুধু তাই নয় পিএইচই দপ্তরের যে পানীয় জল বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর পরিমাণে জল অপচয় হচ্ছে। সেই বিষয়টাও আজকের এই আলোচনায় রেখে সকলকে সচেতন করা হয়।

হরিপালে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ১৩ জুলাই– হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশ ও হরিপাল থানার পক্ষ থেকে হরিপালের নালিকুল সিনেমা তলা থেকে নালিকুল বটতলা পর্যন্ত মানুষকে সচেতন করতে এক বিশাল র‍্যালির মাধ্যমে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালন করা হলো। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিআই তারকেশ্বর প্রশান্ত চ্যাটার্জী এবং হরিপাল থানার ওসি, কৌশিক সরকার সহ পুলিশের বিভিন্ন কর্মীবৃন্দ। এই অনুষ্ঠানে হেলমেট বিহীন বাইক আরোহীদের হেলমেট পড়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করা হয়। পাশাপাশি এই গরমে যারা পুলিশের ডিউটি করছিলেন তাদের হাতে ছাতা এবং জলের বোতল তুলে দেন হরিপাল থানার ওসি কৌশিক সরকার।

মাওবাদী নেতার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবে চিঠি, জানালেন কারামন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৩ জুলাই -- এবার মাওবাদী নেতা অর্নব দাম এর পঠন পাঠনে বাধা দুর করতে এগিয়ে এলেন রাজ্যের কারা মন্ত্রী অখিল গিরি। ইতিহাস গবেষণার জন্য অর্নব দাম এর আগে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করেছেন। কিন্তু ভর্তি হবার আগেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয় ইতিহাস গবেষণায় অনির্দিষ্টকা-লের জন্য কাউন্সিলিং বন্ধ রাখা হলো। ফলে যাবজ্জীবন সাজা প্রাপ্ত ওই মাওবাদী নেতা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেন নি। এ বিষয়ে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে অনশনে বসার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তবে তার আগেই তার ভর্তির বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছেন কারা মন্ত্রী স্বয়ং।

এ মুহূর্তে মাওবাদী নেতা অর্নব দাম হুগলি সংশোধনাগারে আছেন। সেখান থেকেই তিনি পিএইচডি করার আবেদন জানিয়েছিলেন। পরীক্ষা দেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে। প্রথম স্থান অধিকার করে ভর্তির আগেই অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় নোটিশ জারি করে। আটকে যায় পঠন পাঠনের স্বপ্ন। শুক্রবার পর্যন্ত জটিলতা কাটে নি। শনিবার জানা গেছে রাজ্যের কারা মন্ত্রী অখিল গিরি জানিয়েছেন সোমবার জটিলতা কেটে যাবে। এর আগে অবশ্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সুজিত চৌধুরী অর্ণব এর নিরাপত্তা নিয়ে কারা দপ্তরের অনুমতি সংক্রান্ত চিঠি পাঠিয়েছেন। কিন্তু সেই চিঠির কোন উত্তর না আসায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্বন্দ্বে। যদিও কারা মন্ত্রী জানিয়েছেন সোমবারের মধ্যে চিঠি পাঠিয়ে যাবতীয় জটিলতা কাটানো হবে। অর্নব দাম এর ভর্তি নিয়ে একই ভাবে হুগলি সংশোধনা-গার কর্তৃপক্ষের চিঠি না পাবার কথা উল্লেখ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তবর্তীকালিন উপাচার্য গৌতম চন্দ্র। সূত্রের খবর বিষয়টি নিয়ে যাতে আর জটিলতা সৃষ্টি না হয় তার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কারামন্ত্রীর কথা হয়েছে বলে জানা গেছে।

পুজোর আগেই তাঁত শিল্পের আধুনিকীকরণে বরাদ্দ কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৩ জুলাই -- শারদ উৎসবের আগেই পূর্ব বর্ধমানের কালনার তাঁত শিল্পের উন্নয়নে সরকারি টাকা বরাদ্দ করা হলো। পুজোর এখনও প্রায় তিনমাস বাকি। এরই মধ্যে পূর্বস্থলী-১ ব্লকের তাঁতশিল্পী-দের জন্য সুখবর মিলল। ব্লকের বগপুর পঞ্চায়েতের বগপুর হ্যান্ডলুম ডেভেলমেন্ট সোসাইটিকে তাঁতশিল্পের আধুনিকীকরণে ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করলো রাজ্য সরকার। এদিন সরকারের তরফে ওই ঘোষণা করেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

জানা গেছে ওই টাকায় কমন ফেসিলিটি সেন্টার, জ্যাকেট মেশিন, আধুনিক মোটরচালিত চরকা, কম্পিউটারে শাড়ি ডিজাইন ফেসিলিটি সহ আরও সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে। শ্রীরামপুর তাঁত হাটে সোসাইটির ক্লাস্টারের তাঁতশিল্পীদের নিয়ে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বৈঠক করেন। তিনি ছাড়াও কালনা মহকুমা হ্যান্ডলুম অফিসার রণজিৎ মাইতি, পূর্বস্থলী-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। পুজোর আগে সরকারের এই উদ্যোগে খুশি এলাকার তাঁতশিল্পীরা। এই সোসাইটির ক্লাস্টারের অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন ৫১৫ জন তাঁতি। এবার ক্লাস্টারের মাধ্যমে উন্নত পরিষেবা দিতে ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছে রাজ্য এমএসএমই দপ্তর। ৫০ লক্ষ টাকায় কমন ফেসিলিটি সেন্টার ও বাকি টাকায় অন্য কাজ হবে। পুজোর আগে এমন উদ্যোগ এলাকার তাঁতিদের অনেকটাই উজ্জীবিত করবে বলে দপ্তরের আধিকারিকরা মনে করছেন। স্বপনবাবু বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁতশিল্পের আধুনিকীকরণে তাঁতিদের পাশে রয়েছেন। কয়েকবছর ধরে ক্লাস্টারের মাধ্যমে তাঁতিদের আধুনিক প্রশিক্ষণ ও তাঁতের সরঞ্জাম দিয়েছে সরকার। তাদের তাঁতঘরও তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

দিনপঞ্জিকা

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা

২৯ আষাঢ় ১৪৩১, ১৪ জুলাই, রবিবার ২০২৪। তিথি---(আষাঢ় শুক্লপক্ষ) অষ্টমী দং ৩০।৫৮ অপঃ ঘ ৫।২৭। **নক্ষত্র**---চিত্রা দং ৪২।৩৮ রাত্রি ঘ ১০।৭। **অমৃতযোগ**—প্রাতঃ ঘ ৬।৪১ গতে ৯।২১ মধ্যে। রাত্রি ঘ ৭।৩৬ মধ্যে পুনঃ ১০।২৮ গতে ১২।৩৮ মধ্যে। **বারবেলা**— ঘ ৯।৫৪ গতে ১।১৩ মধ্যে।

মদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা

২৯ আষাঢ় ১৪৩১, ১৪ জুলাই, রবিবার ২০২৪। তিথি---(আষাঢ় শুক্লপক্ষ) অষ্টমী দং ৩০।৫৮ অপঃ ঘ ৫।২৭। **নক্ষত্র**---চিত্রা দং ৪২।৩৮ রাত্রি ঘ ১০।৭। **অমৃতযোগ**— দিবা ৬।৪২ গতে ৯।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৪ মধ্যে ও ১০।৩৪ গতে ১২।৪০ মধ্যে। **বারবেলা**— ৯।৫৫ গতে ১।১৪ মধ্যে।

ইসলামি পঞ্জিকা

২৯ আষাঢ় ১৪৩১, ১৪ জুলাই, রবিবার ২০২৪। সূর্যোদয় ৫। ৪, সূর্যাস্ত ৬।২৩। **তিথি**--- অষ্টমী দং ৩০।৫৮ অপঃ ঘ ৫।২৭। **নক্ষত্র**---চিত্রা দং ৪২।৩৮ রাত্রি ঘ ১০।৭। সেহরী শেষ/ফজর শুরু ৩।২৮ ফজর শেষ ৪।৫৯ জোহর ১১।৪১ আসর ৪।১৯ ইফতার/মাগরিব ৬।২৯ এশা ৭।৪৯।

তারকেশ্বরে রেলের উচ্ছেদ অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ১৩ জুলাই– তারকেশ্বর স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ তারকেশ্বর স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে জবরদখল কারীদের উচ্ছেদের জন্য বুলডোজার নিয়ে বস্তি উচ্ছেদে সামিল হয় রেল। জানা গেছে রেলের তরফ থেকে আগেই জবরদখলকারীদের নোটিশ দেয়া হয়। রেলের দেওয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেউ কেউ সরিয়ে নিলেও বাকিদের বস্তি গুলি আজ ভেঙে দেওয়া হয়। এর ফলে তারা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাদের প্রশ্ন উপযুক্ত সময় না দিয়ে আমাদের ঘর ভেঙে দেয়া হলো এখন আমরা বাচ্চা কাচ্ছা নিয়ে এই বর্ষায় কোথায় যাব।

বাজারে হানা মন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৩ জুলাই --- এক দিকে চড়া দাম থেকে রেহাই দিতে অন্যদিকে ন্যায্য মূল্যে আনাজ বিক্রি দুটোই চলছে পূর্ব বর্ধমানে। আর এই কাজে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজে নেমেছেন সরকারি আধিকারিকরা। তাদের সহযোগী হিসাবে বাজারে বাজারে ঘুরছেন মন্ত্রী, সভাধিপতি, জেলাশাসক সহ অন্যান্যরা। পৌরসভা এলাকায় এবং গ্রামীণ এলাকায় সাধারণ মানুষের সুবিধায় নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে সবজি বিক্রি করছেন। তদারকি করছেন যাতে বেশি দাম কেউ নিতে না পারেন। এদিকে গত দু তিন দিনে বর্ধমানের বাজারে অভিযানের জেরে কিছুটা হলেও দর কমতে শুরু করেছে। আবার সরকারি উদ্যোগে কম দামে সবজি কিনতে পেরে অনেকেই স্বস্তিতে। এদিন সরকারি উদ্যোগে কালনা চকবাজারে ২৮ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি করা হয়। ওই বাজারে এসে আলু বিক্রির শিবির পরিদর্শন করেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। উপস্থিত ছিলেন জেলা নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটির আধিকারিক সুশান্ত মোদক, কালনা পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তপন পোড়েল প্রমুখ। এদিন এক কুইন্টাল আলু বিক্রির ব্যবস্থা থাকলেও আগামী দিনে পরিমাণ আরও বাড়বে বলে জেলা কৃষিজ বিপণন দপ্তরের আধিকারিক রাকেশ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন। মন্ত্রী বলেন, দাবদাহ ও বৃষ্টি কম হওয়ায় সবজির চাষ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এক মাস পরও নিখোঁজ প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ব্যারাকপুর, ১৩ জুলাই– এক মাসেরও বেশি রহস্য-জনকভাবে নিখোঁজ হালিশহর জেঠিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সদস্যা নমিতা দাশগুপ্ত। বন্ধ মোবাইল ফোন। একমাসের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও এখনও তাঁর হদিশ পায়নি পুলিশ। নেপথ্যে রাজনীতি নাকি অন্য কিছু? ক্রমশ ঘনাচ্ছে রহস্য।

সূত্রের খবর, উত্তর ২৪ পরগনার হালিশহর থানার বরেন্দ্রগলি মেন রোডের বাসিন্দা নমিতা দাশগুপ্ত। তিনি দীর্ঘদিন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যা ছিলেন। পরবর্তীতে লোকসভা ভোটের আগে দল বদলে যোগ দেন বিজেপিতে। গত ৮ জুন সকালে টোটোয় বাড়ি থেকে বের হন ওই মহিলা। দীর্ঘক্ষণ পেরিয়ে গেলেও বাড়ি ফেরেননি তিনি। এর পর পরিবারের সদস্যরা ফোন করলে

দেখেন ফোন বন্ধ। টোটো চালককে জিজ্ঞেস করলে করা হলে তিনি বলেন, নমিতাদেবীকে কল্যাণী জেএনএম হাসপাতাল সংলগ্ন গোলপার্ক জলের ট্যাঙ্কের সামনে নামিয়ে দিয়েছিলেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার

২ দিন কেটে গেলেও হদিশ মেলেনি মহিলার। এর পর ১০ জুলাই হালিশহর থানায় নমিতাদে-বীর পুত্র সৌভিক দাশগুপ্ত মিসিং ডায়েরি করেন। ২১ জুলাই সৌভিক হালিশহর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়, কল্যাণী এ ব্লকের বাসিন্দা শিবনাথ ঘটকের সঙ্গে তাঁর মা নাকি কথা বলতেন। নমিতা দেবীর কোনও খোঁজ না মেলায় উদ্বিগ্ন তাঁর পরিবার।

নমিতা দেবীর স্বামী রানা দাশগুপ্ত বলেন, পুলিশ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মোবাইলের কল লিস্ট খতিয়ে দেখে তদন্ত করছে। প্রসঙ্গত, নমিতা দেবী ও তাঁর স্বামী রানা দাশগুপ্ত লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। ফলত এর পিছনে রাজনীতি? নাকি যোগ রয়েছে শিবনাথ ঘটকের? তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।

আদিবাসী উন্নয়নে প্রকল্প আধিকারিকের পরিদর্শন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৩ জুলাই -- পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে অনগ্রসর কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের বেশ কিছু কাজ সরজমিনে পরিদর্শনে এলেন অনগ্রসর কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের জেলা প্রকল্প আধিকারিক কৃষ্ণেন্দু কুমার মন্ডল। এদিন তিনি ব্লকের চৌবেরিয়া, গোপালপুর ও ইলসরা এই তিন জায়গা পরিদর্শন করেন। চৌবেরিয়া ও গোপালপুরে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের অধীনে তপশীলি অধ্যুষিত এলাকায় চাষের কাজের সুবিধার জন্য যাতে জলের সমস্যা না হয় তার জন্য তদারকি করেন। এ ছাড়াও আদিবাসী এলাকায় সরকারি ভাবে উন্নয়ন নিয়ে প্রকল্পের খতিয়ে দেখা হয়। ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় যে ৯টি বিদ্যুৎ চালিত সাবমা-র্শিবল পাম্প দেওয়া হয়েছে সেগুলো চাষের কাজে ব্যবহার হচ্ছে কিনা দেখতে তিনি মাঠে পৌঁছে যান এবং স্থানীয় চাষীদের সাথে কথা বলেন। চাষীরা খুশী। এখন তারা সারাবছরই কিছু না কিছু ফসল ফলাতে পারছেন। এরপর তিনি যান ইলসরা এসএন হাইস্কুলে। ব্লকে এখানেই একমাত্র আদিবাসী ছাত্র ছাত্রীদের জন্য হস্টেল আছে। সেখানে আবাসিক ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে যেমন কথা বলেন একইভাবে বিভিন্ন ক্লাসে গিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের সাথে কথা বলেন। মিড ডে মিলও পরিদর্শন করেন তিনি। তার সঙ্গে ছিলেন জামালপুরের বিডিও পার্থ সারথী দে ও ব্লকের বিএইডাব্লিউ অফিসার সুপ্রভাত মুখার্জী। কৃষ্ণেন্দুবাবু বলেন, সারা রাজ্য জুড়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর অনগ্রসর শ্রেণী ও আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য নানা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত মানুষদের স্বনির্ভর করার জন্য। এরকম প্রকল্পের কাজ দেখতে জামালপুরে এসেছিলেন। ছেলে মেয়েরা জেলা প্রকল্প আধিকারিককে পেয়ে খুশী।

সেপটিক ট্যাংক থেকে চোলাই তৈরির কাঁচামাল বের করতে গিয়ে মৃত ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৩ জুলাই– সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে চোলাই মদ তৈরীর কাঁচামাল বের করতে গিয়ে মৃত্যু হল ১৬ বছরের এক নাবালক সহ ৩ জনের মৃত্যু। শনিবার সকালে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের ৪ নম্বর খানামোহন অঞ্চলের চকরাধাবল্লভপুর এলাকায়। মৃতদের নাম সুজন সরেন(১৬), বদ্যিনাথ হেমব্রম (৫৫) ও বাপি বাস্কে (৪৫)। স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, চকরাধাবল্লভপুর এলাকার বাসিন্দা রবি হেমব্রম নামে এক ব্যক্তি তার বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে চোলাই মদের কারবার করতেন। মদ তৈরির কাঁচামাল থেকে সরঞ্জাম সবকিছুই বাড়ির পেছনে সেপটিক ট্যাংকের ভেতরে রেখে মদের বেআইনি কারবার চালাতো।

শৈশব ফেরাতে ঐতিহ্যের জাতীয় পুতুল নাটকের উৎসব বর্ধমানে

আমিনুর রহমান, বর্ধমান, ১৩ জুলাই --- এই যুগে পুতুল বিষয়টা বড্ড সেকেলে। খুব বেশি হলে কোন শিশুর জন্মদিনের উপহার হিসেবে সফট টয় কেনা যেতে পারে। সেটাও 'ডল'। নড়াচড়া করে না, খুব জোর চটকানো যায়। শৈশব কৈশোর আক্রান্ত মোবাইলে। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল এখন শো কেসের সামগ্রী। সব ক্ষেত্রেই ব্যাতিক্রম আছে। পুতুল যদি নড়াচড়া করে, যদি জীবনের কথা মানুষের কথা বলে, তাহলে কেমন হয়। তখন আকর্ষণ বাড়তে বাধ্য। তারই আবার প্রমাণ মিলল শহর বর্ধমানের টাউন হল মঞ্চে। দুই দিনে অন্তত আট থেকে নয় ঘন্টা বড়দের পাশাপাশি ছোটরাও মোবাইল থেকে মুখ ঘুরিয়ে রাখতে বাধ্য হল, পুতুলের মঞ্চ মায়ায় আর পুতুল নাচের কারিগরদের হাতের জাদুতে।

বর্ধমান দি পাপেটিয়ার্স আয়োজিত পঞ্চম জাতীয় পুতুল নাট্য উৎসবের আসর বসেছিল ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহযোগিতায়। পশ্চিমবঙ্গের চারটি

এবং নতুন দিল্লি থেকে আসা একটি অর্থাৎ মোট পাঁচটি দল এই উৎসবে তাদের প্রযোজনা উপস্থাপন করে। ঐতিহ্যবাহী স্ট্রিং পাপেট, রড পাপেট, গ্লাভস পাপেট সহ নানাবিধ পুতুলের ব্যবহার দেখা গেল সবকটি প্রযোজনা মিলিয়ে। গ্রাম বাংলার লোককাহিনী থেকে রাজস্থানের লোকগাথা কিংবা কলকাতার দলের আধুনিক সময়ের গল্প সবই মানুষ চেটেপুটে উপভোগ করল দুদিন ধরে।

গ্রাম বাংলার এই পুতুল নাটকের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য বর্ধমান দ্যা পাপেটিয়ার্স দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিব-ছরের মতো এবারও উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। উৎসবের উদ্বোধন করেন পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রামশংকর মন্ডল। ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যাক্তিত্ব কোশিক চট্টোপাধ্যায়, ডঃ দিলীপ বিশ্বাস, বুদ্ধ প্রসাদ চক্রবর্তী, উদয় শংকর মুখোপাধ্যায়, টেলি শিল্পী অর্নিবান বিশ্বাস, সাংবাদিক শ্যামা প্রসাদ চৌধুরী প্রমুখ। পুতুল নাটক ছাড়াও হংসধ্বনি দলের সমবেত সংগীত সকলকে মুগ্ধ করে। দু দিনের উৎসবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল ছোটদের নিয়ে পুতুল তৈরির কর্মশালা। প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থী এই কর্মশালায় যোগ দেন। বর্ধমান দি পাপেটিয়ার্স এর পরিচালক পার্থপ্রতিম পাল জানান পুতুল নাটকের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন স্কুলে এখন কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও প্রতি রবিবার সংস্থার পক্ষ থেকেও কর্মশালার ক্লাস চলে। এ ভাবেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হচ্ছে বলে দাবি পার্থ বাবুর।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

পাবলিক নোটিশ

NOTICE

My Clients Mr. Rabin Sur, son of Sri Nitya Gopal Sur and Mrs. Sipra Sur, wife of Mr. Rabin Sur intend to purchase one property being Premises No. 93/4c, Beadon Street, P.S.: Burtolla, Kolkata-700006 belonging to the Estate of Sambhu Nath Basak. The original Deed of Conveyance of aforesaid premises is reported to be missing / misplaced by Sabyasachi Basak vide L.R. No. 1922864/2024 dated 11-07-2024. Notice is hereby given to the General Public that if anyone has any claim or objection shall raised their claim or objection within 15 days from publication of this notice, failing which no claim / objection shall be entertained. The certified copy of the above Deed of Conveyance shall be treated as original.

Jaya Saha, Advocate
242A, Vivekananda Road
Uco Bank Building
Kolkata-700006
M: 9433084757

নাম পদবি পরিবর্তন

I, Indraydh Mazumder, S/o. Utpalendu Majumdar, residing at 52/6 Bidyayatan Sarani, 24 Parganas (N), Kolkata-700035 have changed my name and shall henceforth be known as Indrayudh Mazumder as declared before the First Class Judicial Magistrate Barrackpore Court, North 24 Parganas vide Affidavit No. 151 Dated 08th July, 2024. Indraydh Mazumder and Indrayudh Mazumder both are same and identical person.

টেন্ডার নোটিশ

SPL-202407-0027 — Saraswaty Press Ltd. invites offer through e-tender to ascertain the rate per sq.ft. of flex. For more details please visit: www.wbtenders.gov.in & www.saraswatypress.com.

All Advertisements are carried Free of cost on our website https://epaper.thestatesman.com

Are you getting your favourite The Statesman at your house / locality every morning, If not then Please contact :
98308 74087
98313 36404
87775 88916

দৈনিক স্টেটসম্যান

পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে টাকা পাঠানোর আগে, কোনও খরচ করার, চিকিৎসার সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করার বা এই প্রকাশনায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সাথে সম্পর্কিত কোনও প্রতিশ্রুতিতে প্রবেশ করার আগে যথাযথ অনুসন্ধান করতে এবং উপযুক্ত পরামর্শ চাইতে। স্টেটসম্যান গ্রুপ পণ্য এবং পরিষেবার বিজ্ঞাপনদাতাদের দ্বারা করা কোনও দাবির প্রতিশ্রুতি দেয় না। দ্য স্টেটসম্যান গ্রুপ প্রকাশনার প্রিন্টার, প্রকাশক, সম্পাদক এবং মালিকদের কোনও পরিণতির জন্য দায়ী করা হবে না, যদি বিজ্ঞাপনদাতারা এই ধরনের দাবিকে সম্মান না করে। যে কোনও ক্ষতির জন্য, দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞাপনদাতাদের উপর বর্তায় এবং প্রকাশনার উপর নয়।

মানিকতলায় কনভেনর কুণাল

নিজস্ব প্রতিনিধি – উপনির্বাচনে অন্তর্ঘাতের প্রস্তাব দিয়েছেন কল্যাণ চৌবে বলে দাবি করেছিলেন কুণাল ঘোষ। পাল্টা বিজেপিতে যোগ দিতে কল্যাণের বাড়িতে এসেছিল কুণাল এমন দাবিও করেছিলেন বিজেপি প্রার্থী। সুতরাং মানিকতলা উপনির্বাচনে টানটান উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা প্রয়াত সাধন পাণ্ডের স্ত্রী সুপ্তি পাণ্ডে বিপুল ভোটে জয়ী হবেন আগেই বলেছিলেন কুণাল ঘোষ। আর হলও তাই।কুণাল ঘোষ এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, মানিকতলা বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুপ্তি পাণ্ডেকে রেকর্ড জয়ের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মানুষকে অভিনন্দন। দলের প্রচার ও কর্মপদ্ধতিতে সাড়া দিয়েছেন মানুষ। কর্মী, সমর্থকদের পরিশ্রম সার্থক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ। সাধনদাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি। মানিকতলায় তৃণমূল খুব একটা সুবিধাজনক জায়গায় ছিল না জানতেন দলনেত্রী। সেটা বুঝেই মানিকতলায় প্রথমেই একটি 'কোর কমিটি' গড়ে দিয়েছিলেন মমতা। যার আহ্বায়ক করেন কুণাল ঘোষকে। কমিটিতে রাখা হয়েছিল কলকাতার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ, বেলেঘাটার বিধায়ক পরেশ পাল, কলকাতার মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দারকেও। তবে শুধু মানিকতলার ভোটের দায়িত্ব নয়। এর মধ্যে একাধিক সরকারি বিষয়েও মমতার বার্তাবাহক হিসাবে কুণাল বিবৃতি দিয়েছেন। সেটিও তৃণমূল তো বটেই, প্রশাসনেরও অনেকের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। কুণালের অনুগামীদের বক্তব্য, তাঁদের 'দাদা'ও মানিকতলাকে 'মিশন' হিসাবে নিয়েছিলেন। যে মিশনে রেকর্ড ভোটে জিতেছে তৃণমূল। তৃণমূলের অন্দর সূত্রে খবর, সুপ্তির এই জয়ের পিছনে কুণালের পরিশ্রম রয়েছে বলেই মনে করছে ঘাসফুল শিবির। নির্বাচনের এই সাফল্যের পরেও সেই কমিটি কিন্তু কাজ চালিয়ে যাবে।উপনির্বাচনে জয়ের পরেও সেই কমিটি পুনঃবহাল থাকছে মানিকতলায়। সূত্রের খবর মাণিকতলার নবনির্বাচিত বিধায়ক সুপ্তি পাণ্ডেকে কাজে সাহায্য করবে এই কমিটি। আগের মতোই কুণাল ঘোষ কোর কমিটির মাথায় থাকছেন।

রাস্তা খুঁড়তেই মহিলার দেহ, আতঙ্কিত এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি– রাস্তা খুঁড়তেই বেরিয়ে এল পচাগলা দেহ! শনিবার বিকেল পৌনে চারটে নাগাদ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল কাশী বোস লেনে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকায় সম্প্রতি জলের লাইনের কাজ করেছে কলকাতা পুরসভা। তারপর থেকে কিছু হয়নি। তবে শনিবার সকাল থেকে পচা দুর্গন্ধ বের হতে থাকে এলাকায়। রাস্তা খুঁড়তেই বেরিয়ে আসে দেহ। যা দেখে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকাবাসী।

খবর দেওয়া হয় থানায়। পরে পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসে। পুলিশ সূত্রে খবর, দেহটি বেশিদিনের পুরনো নয়। গায়ে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, দেহটি এক মহিলার। প্রাথমিক অনুমান, মৃত মহিলার বয়স ৪০ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে। তবে মাটির তলায় কীভাবে মহিলার দেহ এল তা খতিয়ে পুলিশ। পাশাপাশি মহিলার পরিচয় জানারও চেষ্টা চলছে।

পুলিশের ওপর হামলা, গাড়ি ভাঙচুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ১৩ জুলাই– এবার আসানসোলে পুলিশের ওপর হামলা ও একাধিক গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটলো শুক্রবার রাতে আসানসোল উত্তর থানার অন্তর্গত ব্লু ফ্যাক্টরির কাছে আদিবাসী পাড়ায় ছেলেধরা গুজবে এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। গ্রামবাসীদের হামলায় ২ জন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন বলে জানা যায়। খবর লেখা পর্যন্ত বেশ কয়েকটি পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে বলে খবর।

ঘটনাস্থলে আসানসোল দূর্গাপুর পুলিশের ডিসি সেন্ট্রাল ধ্রুব দাস সহ বিপুল সংখ্যায় পুলিশ আধিকারিকরা এলাকায় পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন খবর পেয়ে পৌছান কাউন্সিলর উৎপল সিংহ। এদিন সন্ধ্যার পরে ছেলেধরাকে কেন্দ্র করে গুজব ছড়ায়। গ্রামবাসীরা কয়েকজন যুবককে ধরে রাখেন। পরে আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ তাদেরকে গ্রামবাসীর হাত থেকে উদ্ধার করতে গেলে উত্তেজিত গ্রামবাসীরা হামলা চালায় বলে খবর। তিনজনকে আপাতত আটক করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

এবার কলকাতা হাইকোর্টে পুলিশ সংক্রান্ত মামলার বিচারপতি বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি– আগামীকাল অর্থাৎ সোমবার থেকে কলকাতা হাইকোর্টে পুলিশের অতিসক্রিয়তা বা পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা সংক্রান্ত মামলাগুলির শুনানির দায়িত্বে থাকছেন বিচারপতি রাজষি ভরদ্বাজ। ঢোলাহাট থানার রহস্য মৃত্যু মামলার শুনানি এবার হবে তাঁর (বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ) বেঞ্চেই।চলতি সপ্তাহে পুলিশের অতি সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা মামলা গুলি থেকে সরানো হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহাকে। তবে পুরাতন মামলা গুলি তিনি (বিচারপতি অমৃতা সিনহা) শুনবেন। জানা গিয়েছে, বিচারপতি অমৃতা সিনহাকে শুধুমাত্র ২০১৮ থেকে ২০২১ সালের মধ্যেকার মামলাগুলি শোনারই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।আর অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে সাম্প্রতিক কালে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে যে সমস্ত মামলা দায়ের হয়েছে সেগুলি থেকে।বাড়তি সংযোজন হিসাবে প্রাথমিক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানির দায়িত্ব গেল বিচারপতি সিনহার এজলাসে। হাইকোর্ট সুত্রে প্রকাশ, সম্প্রতি বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা সিঙ্গল বেঞ্চ থেকে ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতি হিসাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এতদিন প্রাথমিক স্কুল সংক্রান্ত মামলা গুলি তিনিই শুনতেন। এবার সেই মামলা যাবে বিচারপতি সিনহার এজলাসে। মনে করা হচ্ছে টেটের নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলাগুলির শুনানিও বিচারপতি সিনহার এজলাসেই হবে। এক বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে উত্তীর্ণ হওয়ার কারণেই সামান্য পরিবর্তন আনা হয়েছে বলে জানা গেছে । গত ১০ জুন কলকাতা হাইকোর্ট বিচারপতিদের একাংশের রস্টার পরিবর্তন করেছে। গরমের ছুটির পরে হাইকোর্টে নতুন রস্টার মেনেই শুনানি হচ্ছে । বিচারপতিদের রস্টার পরিবর্তন করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। সাম্প্রতিক সময়ে পুলিশের অতিসক্রিয়তা বা পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা সংক্রান্ত মামলাগুলির শুনানির দায়িত্ব পেয়েছেন বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ। ২০২২ সালের পর থেকে পুলিশের অতিসক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা বিষয়ে দায়ের হওয়া মামলাগুলি শুনবেন বিচারপতি ভরদ্বাজ।প্রসঙ্গত, গত জুন মাসে বিচারপতি অমৃতা সিনহার নিরপেক্ষতা

নিয়ে প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। পুলিশ সংক্রান্ত মামলার ক্ষেত্রে বিচারপতি অমৃতা সিনহা নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন মামলাকারী। বিচারপতি নিরপেক্ষ রায় দিতে পারবেন কিনা? সেই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেই মামলাকারী কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন।জনস্বার্থ মামলায় বলা হয়, বিচারপতির সিনহার স্বামীর বিরুদ্ধে একটি মামলায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল। পরবর্তীতে সেই মামলায় বিচারপতির নামও জড়িয়ে যায়। এই আবহে তার এজলাস থেকে পুলিশ সংক্রান্ত বিচারের দায়িত্ব সরিয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়ে আবেদন করা হয়েছিল।যদিও বিচারপতির স্বামীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খারিজ করে দেয় সুপ্রিমকোর্ট। একই সঙ্গে বিচারপতি অমৃতা সিনহার নিরপেক্ষতা নিয়ে মামলা করায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির এজলাস ওই জনস্বার্থ মামলাকারীর কড়া সমালোচনা করেছিল। সেই মামলাও আর শোনেননি প্রধান বিচারপতি। তবে তার পর একমাস ঘুরতে না ঘুরতেই বিচারপতি অমৃতা সিনহাকে সাম্প্রতিক পুলিশের অতিসক্রিয়তা বা পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা সংক্রান্ত মামলাগুলির থেকে সরিয়ে দেওয়া হল।তবে বিচারপতি সিনহার বেঞ্চে আসছে বাড়তি কিছু মামলা। এতদিন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে থাকা প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতির ২টি মামলার শুনানি হত বিচারপতি সিনহার বেঞ্চে। এবার থেকে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চে থাকা মামলাগুলিরও শুনানি হবে বিচারপতি সিনহার এজলাসে। সঙ্গে থাকছে জবরদখল ও বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত মমলাগুলি। বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশেই নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে পেরেছে ইডি। বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত একাধিক মামলায় তাঁর নির্দেশে মুখ পুড়েছে রাজ্য সরকারের।হাইকোর্টে কোন ধরণের মামলার শুনানি কোন বিচারপতির এজলাসে হবে? তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার শুধুমাত্র রয়েছে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির। বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করতে পারে শুধুমাত্র সুপ্রিম কোর্ট।

বিধান রায়ের তন্তুজ ঘুরে দাঁড়িয়েছে মমতার হাত ধরে

নিজস্ব প্রতিনিধি-- ১৯৫৪ সালে বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায়ের হাত ধরে পথ চলা শুরু করেছিল তন্তুজ। সেই বছর ওয়েস্ট বেঙ্গল উইভার্স কো-অপারটিভ মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেডের অধীনে নথিভুক্ত হয় তন্তুজ। সেই সময় তন্তুজের কার্যালয় তৈরি হয়েছিল ২১ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ এবং নির্মলচন্দ্র স্ট্রিটের সংযোগস্থলে একটি বাড়িতে। তার পর ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করে তন্তুজের প্রসার। অবশেষে ১৯৯১ সালে তৎকালীন বাম সরকারের হাত ধরে তন্তুজ ভবন স্থায়ী ঠিকানা পাই। সল্টলেক সেক্টর-১ এর ডিডি ব্লকে আজও মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে তন্তুজ ভবন। তবে আশির দশকে দেশব্যাপী খ্যাতি পেলেও নব্বইয়ের দশকে আর্থিকভাবে দূর্বল হয়ে পড়ে তন্তুজ। তবে ২০১১ সালে রাজ্যে নতুন সরকারের হাত ধরে আবারও ঘুরে দাঁড়ায় এই দেশীয় বস্ত্র বিপণন সংস্থা। বর্তমানে সমগ্র দেশে তন্তুজের মোট ৭৪টি বিপণন কেন্দ্র রয়েছে। যার মধ্যে রাজ্যে রয়েছে ৫৯টি এবং ভিন রাজ্যে রয়েছে ১৫টি।

এই বর্ষে তন্তুজ পা রেখেছে ৭০ বছরে। এই উপলক্ষ্যে শুক্রবার নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে আয়োজন করা হয়েছিল এক অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তন্তুজের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ রায়, রাজ্যের ছোট, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, রাজ্য বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য প্রাণী সম্পদ বিকাশ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথসহ আরও অন্যান্য বিশিষ্টরা। এদিন বক্তব্য রাখতে উঠে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'এখানে আসার পিছনে আমার ব্যক্তিগত কারণ রয়েছে। প্রতিবছর পুজোর আগে আমি তন্তুজে যায়। বাড়ির মহিলাদেরও নিয়ে যায়। আমার কাছে তন্তুজ অত্যন্ত প্রিয় জায়গা।' একই সঙ্গে তিনি বিধানসভায় তন্তুজের স্টল দেওয়ার অনুরোধও জানান কর্তৃপক্ষের কাছে।

অন্যদিকে এ দিনের অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়েছিল পুরস্কার বিতরণের। পুরস্কার দেওয়া হয় পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী বীরেন কুমার বসাককে। পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় গৌড়চন্দ্র বসাকের মতো প্রতিভাবান শিল্পীদের হাতেও। একই সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত তাঁত বস্ত্র প্রস্ত্তুতকারক গোষ্ঠীর হাতেও তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার।

২১ জুলাই এর সমর্থনে উলুবেড়িয়া রবীন্দ্র ভবনে হাওড়া জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের (গ্রামীণ) ডাকে প্রস্তুতি সভায় বক্তব্য রাখছেন মন্ত্রী পুলক রায়।

সরকারি জমি বিক্রির অভিযোগে এক ব্যক্তি ধৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ১৩ জুলাই– সরকারি জমি বিক্রি করার অভিযোগে পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল। শুক্রবার রাতে ঝাণ্গ্রাম থানার পুলিশ তাঁকে ঝাণ্গ্রাম শহর থেকেই গ্রেফতার করে। পুলিশ জানিয়েছে অভিযুক্ত ধৃতের নাম সঞ্জয় পাল। বাড়ি ঝাড়গ্রাম শহরের বিদ্যাসাগরপল্লীতে। এর বিরুদ্ধে বাঁকুড়া জেলার বারিকুলের বাসিন্দা শম্ভু মন্ডল শুক্রবার ঝাড়গ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। ওই দিন রাতেই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝাড়গ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগে শম্ভু জানিয়েছেন,'ঝাড়গ্রামে জমি কেনার জন্য সঞ্জয় পালকে অগ্রিম টাকা দিয়েছিলাম। এরপর গত ১০ জুলাই রাতে সঞ্জয় আমাকে দেখা করতে বলেন। তারপর আমাকে একটি জমি দেখাতে নিয়ে যায়। শহরের রামকৃষ্ণ মিশনের পাশে ফাঁকা একটি জায়গা দেখায়। ওই জমিটি তার বলে দাবি করেন। এমনকি আমার নামে রেজিস্ট্রি করে দলিল ও প্রয়োজনীয় নথি বের করে দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেয়। ও জানায় ওর সাথে এমন লোকদের যোগাযোগ রয়েছে যারা কাগজপত্র প্রস্তুত করতে পারে। তারপর সেখানে পাশে একটি সরকারি নোটিশ বোর্ডে লেখা জায়গাটি সরকারি। তখনও সঞ্জয় বলে আসল নথি সব করে দেওয়া হবে।'

বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ হয় শম্ভুর। তারপর ঝাড়গ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। শুক্রবার রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। এদিন ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিন পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

রাজ্যেও 'ব্রাত্য' বিজেপি, সাংগঠনিক দুর্বলতা স্বীকার গেরুয়া শিবিরের

নিজস্ব প্রতিনিধি– মাস দেড়েক আগে চার কেন্দ্রের তিনটিতেই এগিয়েছিল বিজেপি। জয়ের ব্যবধানও নেহাত কম ছিল না। শুধু তাই নয়, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও রায়গঞ্জ, বাগদা ও রাণাঘাট দক্ষিণ কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিল বিজেপি। মানিকতলা, বাগদা, রানাঘাট দক্ষিণ, রায়গঞ্জ – চার কেন্দ্রেই উপ-নির্বাচনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয় পেল তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার এই ফলাফল প্রকাশের পর সাংবাদিক বৈঠক করে নিজেদের সাংগঠনিক ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে নেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য।

১০ জুলাই রাজ্যের চার কেন্দ্রে উপনির্বাচন সম্পন্ন হয়। বাগদা, রায়গঞ্জ, রাণাঘাট দক্ষিণ ও মানিকতলা, চার কেন্দ্রেই বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূলের বিরাট জয়, বিজেপির বিপর্যয়। লোকসভার পর বাংলায় ফের হার বিজেপির। উপনির্বাচনের লড়াইয়ে ৪-০ ব্যবধানে জয়ী তৃণমূল। লোকসভা ভোটেও তিনটি আসনে এগিয়েছিল বিজেপি। এবার তিনটি বিধানসভা আসনই হাতছাড়া হল গেরুয়া শিবিরের। বিজেপির থেকে রায়গঞ্জ, বাগদা ছিনিয়ে নিল তৃণমূল। বিজেপির রানাঘাট দক্ষিণও এবার তৃণমূলের দখলে চলে গেল। মতুয়াগড়ে বিজেপির বিপর্যয়।

বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য শনিবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, "এই মুহূর্তে শাসকদলের বিরুদ্ধে ভোটে লড়াই করার মতো সাংগঠনিক শক্তি বিজেপির নেই। এটা অস্বীকার করতেও আমাদের কোন লজ্জা নেই। আমরা এখনও পর্যন্ত সেই ধরনের সংগঠন তৈরি করতে পারিনি – এটা আমাদের ব্যর্থতা।" তবে পাশাপাশি ভোট লুট নিয়ে তৃণমূলকে ফের কাঠগড়ায় তুলেছেন তিনি। বাগদা ও রানাঘাট দক্ষিণে মানুষরে উপর চাপ সৃষ্টি করে, ভয় দেখিয়ে, শাসকদলের পক্ষে ভোট দেওয়ানো হয়েছে এমনটাই অভিযোগ তাঁর।

নিজেদের সাংগঠনিক ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে নিয়েও 'ভাঙব তবু মচকাবো না' বিজেপির দাবি, উপ-নির্বাচনে তৃণমূলের এই জয় ছাপ্পা ও রিগিংয়ের জয়। তৃণমূলের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ও উন্নয়নের পক্ষে উপনির্বাচনের রায়ের দাবি নস্যাৎ করেছে বিজেপি । সদ্য ৪ জুন অর্থাৎ প্রায় দেড় মাস আগে এই চার কেন্দ্রের তিনটিতেই এগিয়ে ছিল বিজেপি। ব্যবধানও কম ছিল না। শুধু তাই নয়, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রায়গঞ্জ, বাগদা ও রাণাঘাট দক্ষিণ কেন্দ্রে জয়ী হয় বিজেপি। যদিও পরে ওই তিন কেন্দ্রের বিধায়করা বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন।

চার আসনের মধ্যে একমাত্র মানিকতলা ছাড়া বাকি তিনটিই ছিল বিজেপির দখলে। রায়গঞ্জ, রানাঘাট দক্ষিণ, বাগদা – সর্বত্র এখন সবুজঝড়। কিন্তু একুশের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল মাত্র তিন বছরে এতটা বদলে গেল কিভাবে তা নিয়ে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছে গেরুয়া শিবির। জেতা আসনেও হারের অন্যতম কারণ যে প্রার্থী নির্বাচন, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। একমাত্র মানিকতলার কল্যাণ চৌবে ছাড়া তিন আসনের বিজেপি প্রার্থীরা বিশেষ পরিচিত নন। বাগদার প্রার্থী বিনয়কুমার বিশ্বাসকে নিয়ে দলের অন্দরেই ক্ষোভ ছিল। অন্যদিকে, বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যাওয়া রায়গঞ্জের কৃষ্ণ কল্যাণী বা রানাঘাট দক্ষিণের মুকুটমণি অধিকারীরা জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন নিজেদের যোগ্যতায় ।

বাগদা, রানাঘাট দক্ষিণের হার নিয়ে শমীক ভট্টাচার্যর বক্তব্য, সাম্প্রতিক সময়ে ভোটের সংগঠন বলতে যেটা বোঝায় সেটা আমরা তৈরি করতে পারিনি। বোমা-পিস্তলের জবাব তো লাঠি হতে পারে না। তবে এগুলোকে প্রতিহত করার জন্য যে ধরনের সংগঠন দরকার সেটা আমরা তৈরি করতে পারিনি। যেভাবে সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে ভোট হয়েছে বা বাংলায় ভোট হয়, সেটা বুঝতে হবে। এধরনের ফল দলগতভাবে আমাদের প্রত্যাশিত ছিল।" কেন এই দুই জায়গায় ব্যবধান এত কমল, তা দলীয় স্তরে খতিয়ে দেখা হবে বলে জানান শমীক ভট্টাচার্য।

তমলুক শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ২১ জুলাই ধর্মতলা চলো প্রস্তুতি সভাতে বক্তব্য রাখছেন বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্র

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দলনেত্রী কোটি টাকা হাতিয়ে বেপাত্তা

খায়রুল আনাম

একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দলনেত্রী নানাভাবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের প্রভাবিত করে, তাঁদের কাছ থেকে কোটি টাকার বেশি হাতিয়ে নিয়ে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বীরভূমের বোলপুর পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের সবুজ পল্লী এলাকার পরিস্থিতি শনিবার ১৩ জুলাই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। স্থানীয় কাউন্সিলার চিরঞ্জিত সাহা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। তিনিও জানিয়েছেন যে, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের কাছ থেকে তিনি যে অভিযোগ পেয়েছেন তাতে মনে হচ্ছে, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দলনেত্রী সরস্বতী পাল মহিলাদের নানাভাবে প্রভাবিত করে ঋণ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে কোটি টাকার বেশি হাতিয়ে নিয়ে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছেন। যে সমস্ত মহিলারা সরস্বতী পালের প্রতারণার ফাঁদে পড়ে সর্বস্ব খুইয়েছেন, তাঁরা চাইলে তাঁদের টাকা উদ্ধার করতে সরস্বতী পালের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন। তিনি তাঁদের পাশে থেকে সমস্ত রকমের সহযোগিতা দেবেন। এই মুহূর্তে বাড়িতে সরস্বতী পালের বাড়িতে রয়েছেন তাঁর বৃদ্ধা মা। তিনি জানিয়েছেন, মেয়ে তিনদিন আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে আর বাড়ি ফিরে আসেনি। মেয়ে কোথায় গিয়েছে, তা তিনি জানেন না।

যে সমস্ত মহিলারা সরস্বতী পালের দ্বারা প্রতারণার শিকার হয়েছেন তাঁরা জানিয়েছেন, সরস্বতী পাল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দলনেত্রী হওয়ার সুবাদে তাঁর সঙ্গে ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সরকারি আধিকারিকদের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে বলে তাঁরা জানতেন। তাঁর কাছে অনেক লোকজনও আসতেন। কিন্তু এখন তাঁরা বুঝতে পারছেন, তাঁরা কেউ ব্যাঙ্কের লোক নন, তাঁদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দলনেত্রী সরস্বতী পালের প্রতারণা চক্রের লোকজন। প্রতারিত মহিলাদের মধ্যে রেখা শর্মা জানিয়েছেন, তিনি মেয়ের বিয়ের জন্য জমানো টাকা সরস্বতী পালের হাতে তুলে দিয়েছিলেন ব্যাঙ্ক থেকে বেশি টাকা ঋণ পাবার আশায়। কিন্তু তিনি কোনও টাকা-ই ফেরৎ পাননি সরস্বতী পালের কাছ থেকে। একই পরিস্থিতির কবলে পড়েন রাখী গড়াই। তারপরই তাঁরা জানতে পারেন যে, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ছ'শো জনের বেশি সদস্যা কেউ ত্রিশ হাজার টাকা, কেউ পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত সরস্বতী পালের হাতে তুলে দিয়েছেন অধীক টাকা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাবার আশায়। তাঁরা এখন চাইছেন, পুলিশ প্রতারক সরস্বতী পালকে যে কোনওভাবেই হোক খুঁজে বের করে তাঁদের টাকা ফেরৎ পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিক।

রিলস বানাতে গিয়ে ডুবে মৃত ১, নিখোঁজ ১

নিজস্ব প্রতিনিধি– রিলস বানাতে গিয়ে জলে পড়ে গেলেন এক যুবতী। তাঁকে বাঁচাতে তাঁর বোনেরাও জলে ঝাঁপ দিলেন। ঘটনায় এক বোনের মৃত্যু হয়েছে আরেকজনের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকাল ১০ টা নাগাদ জ্যোতি প্রসাদ এবং তাঁর দুই মাসির মেয়ে বিউটি পাসোয়ান এবং প্রিয়াঙ্কা পাসোয়ান নদী ঘাটে গিয়েছিলেন। নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে তাঁরা রিলস বানাচ্ছিলেন। রিলস বানানোর সময় অসতর্কতার কারণে নদীতে পড়ে যান প্রিয়াঙ্কা। বোনকে বাঁচাতে জলে ঝাঁপ দেন বিউটি এবং জ্যোতি। কিন্তু প্রিয়াংকা নদী থেকে ঘাটে উঠে আসতে সক্ষম হলেও, তলিয়ে যান জ্যোতি এবং বিউটি। শনিবার এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডালের বাসকা ফিল্টার হাউস নদী ঘাটে। সূত্রে জানা গিয়েছে জ্যোতির বাড়ি অন্ডালের ১২ নম্বর রেল কলোনিতে। বিউটি এবং প্রিয়াঙ্কার বাড়ি ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে। দুই যুবতীর তলিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে নদী ঘাটে জমা হন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অন্ডাল থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতা নিয়ে পুলিশ নদীতে নেবে ওই দুই যুবতীর তল্লাশি শুরু করে। কিছুক্ষণ তল্লাশির পর বিউটিকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়। তাঁকে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, সেখানকার চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বধিরতা দূর করতে ককলিয়া প্রতিস্থাপনে জোর চিকিৎসকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি– বিজ্ঞানীরা মনে করেন, জন্ম থেকে কেউ শুনতে না পেলে কথাও বলতে শেখে না। আধুনিক চিকিৎসায় শ্রবণক্ষমতা ও বাকশক্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

এসএসকেএম হাসপাতালের বাক ও শ্রবণ বিশেষজ্ঞ বা অডিওলজিস্ট এন্ড স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাথোলজিস্ট মহম্মদ শাহীদুল আরেফিন বলেন, আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় এমন উপায় রয়েছে যেখানে উপযুক্ত চিকিৎসা এবং যেভাবে প্রয়োজন সেইভাবে কাউন্সিলিং করলে জন্মগত বধিরতা ও কথা বলতে না পারা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। এজন্য কানের ভিতরে থাকা ককলিয়া প্রতিস্থাপন করতে হতে পারে। এই চিকিৎসায় সেরকম কোনও ঝুঁকি নেই বলেও তিনি দাবি করেছেন।কলকাতায় এ বিষয়ে এক আলোচনাসভায় চিকিৎসকরা বলেন, সহজ ভাষায় বলতে গেলে, এটি হল কৃত্রিম শ্রবণযন্ত্র। ককলিয়া শব্দ শুনতে এবং অন্তঃকর্ণ থেকে শব্দ মস্তিস্কে পাঠাতে সাহায্য করে। যদি দেখা যার কারও শ্রবণ অক্ষমতা বা হিয়ারিং লস আছে সেক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখা দরকার যে সেটি জন্মগত না পরে সমস্যা তৈরি হয়েছে এবং শ্রবণযন্ত্র কাজ করবে কিনা। যদি দেখা যায় শ্রবণযন্ত কাজ করবে না, তখনই কললিয়ার প্রতিস্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে ককলিয়ার মধ্যে ইলেক্ট্রোড অ্যারে বা কৃত্রিম ককলিয়া বসিয়ে দেওয়া হয়। এর দুটি অংশ, একটি কানের ভিতরে এবং আরেকটি কানের বাইরে থাকে।এর পরে উপযুক্ত স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ স্টিমুলেশন বা থেরাপি বা অডিটরি রিহ্যাবিলিটেশন এর প্রয়োজন হয়। এই পদ্ধতি শেষ হলে বাচ্চা ঠিকমতো শুনতে পারে। এই চিকিৎসা শুরু করার আগে অবশ্য ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে হিয়ারিং এড়ে কাজ হবে কিনা।

চিকিৎসকরা জানান, এই প্রতিস্থাপনে সবচেয়ে বড় বাধা হল সমাজে প্রচলিত কয়েকটি ধারনা, যেমন এর ফলে কানের আরও ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু আসলেই ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্টের ক্ষেত্রে কানে শোনার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হবে না, তাছাড়া উপযুক্তভাবে অডিটরি রিহ্যাবিলিটেশন করা হলে বাচ্চা সুন্দরভাবে কথাও বলতে পারবে। তবে মনে রাখতে হবে উপযুক্ত চিকিৎসা ও উপযুক্ত শ্রবণ বিশেষজ্ঞকে দিয়েই যেন এই চিকিৎসা করানো হয়।

তাঁর পরামর্শ, রেডিওলজিস্ট ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে নানা ধরনের পরামর্শ নেওয়ার দরকার হয় এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে। মনে রাখতে হবে, পুরো পদ্ধতির মাঝের অংশে রয়েছে ইএনটি স্পেশালিস্টের ভূমিকা। তার আগে পরে রয়েছে শ্রবণ বিশেষজ্ঞের ভূমিকা। আর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আরও বিভিন্ন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার দরকার হয়। সারা বিশ্বে এই ককলিয়ার তৈরি করে হাতে গোনা কয়েকটি কোম্পানী। স্বাভাবিকভাবেই এটি অনেকটাই খরচ সাপেক্ষ। তবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে এটিই একমাত্র কানে যারা শুনতে পাননা তাদের কাছে মুশকিল আসান বলে মনে করেন চিকিৎসকরা।

INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT
IEM Salt Lake, Kolkata | IEM New Town, Kolkata | IEM Jaipur, Rajasthan
A constituent institute of
UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT
Recognised by UGC and approved by AICTE
Founded by IIT alumni and managed by IITians,
Faculty from IITs, NITs, IIMs, CU, JU, IIEST and Foreign Universities
Announces Free Online Entrance Exam 2024
IEMJEE-2024
Entrance Exam for B.Tech 2024-25
APPLY NOW
Scan the QR code and get the registration link
IEMCET-2024
Entrance Exam for BBA, BCA, BHM, BBA-LLB 2024-25
APPLY NOW
Scan the QR code and get the registration link
250+ Recruiting Companies | Rs.72 LPA Highest Package | Rs.8.5+LPA Average Package | 4000+ Foreign Certifications
www.iem.edu.in
www.uem.edu.in
8010 700 500
'ASHRAM', GN-34/2, Salt Lake Electronics Complex, Sector - V, Kolkata - 700091
admissions@iem.edu.in

DAINIK STATESMAN দৈনিক স্টেটসম্যান

২৯ আষাঢ় ১৪৩১ বর্ষ ২১ সংখ্যা ১৭

জবরদখল হটাতে

রাজ্যে সরকারি জমি বেদখল হয়ে যাচ্ছে। দখল হয়ে যাচ্ছে ফুটপাথগুলি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সঠিক কারণেই হুঙ্কার ছেড়েছেন. হকারদের দাপটে শুধু ফুটপাথ নয়, বড় বড় রাস্তাও সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। দলের পুর প্রশাসনে থাকা নেতা-মন্ত্রীদের হুঁশিয়ারি দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে বলেছেন, টাকার বিনিময়ে কলকাতার আইডেন্টিটি বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। এরপর বাংলা ভাষায় কথা বলার লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। কথাটা খুব ভুল বলেননি মুখ্যমন্ত্রী।

মূলত গত তিন দশকে কলকাতার জনবিন্যাসে যে বিপুল পরিবর্তন হয়েছে, তার পিছনে এ রাজ্যের প্রাক্তন ও বর্তমান শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও বুঝেছেন বিষয়টি। তাঁর মন্তব্যে কেউ কেউ প্রাদেশিকতার গন্ধ পেলেও অনেক বেশি সত্য হল, কলকাতার জনবিন্যাস বদলে যাওয়া। তাই নিয়েই কিছুটা উদ্বেগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণটা মূলত রাজনৈতিক। ভোটের ফল বিশ্লেষণ করে তিনি দেখেছেন, লোকসভা ভোটে বিপুল সাফল্যের পরেও ওয়ার্ড বা পুরসভা ভিত্তিক হিসেব ধরলে কলকাতা তো বটেই, রাজ্যের প্রায় প্রতিটি পুর এলাকাতেই বেশ ধাক্কা খেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস. সে কারণেই রোষের মুখে পড়েছেন তাঁর দলেরই নেতা, মন্ত্রী, কাউন্সিলরেরা। তৃণমূল দলের ছোটোখাটো নেতাদেরও সিংহভাগই হয় নিজে প্রোমোটার, না হয় কোনও না কোনও ভাবে আবাসন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত। এইসব নেতাদের উৎসাহে কলকাতা বা তার বৃহত্তর অংশ তো বটেই, প্রতিটি জেলাতেও প্রোমোটারির বাড়বাড়ন্ত। উত্তরে শিলিগুড়ি থেকে দক্ষিণে ডায়মন্ড হারবার, গত দেড়-দুই দশকে গোটা রাজ্যজুড়ে এই একটি শিল্পের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে অতি দ্রুত গতিতে. হেরিটেজ বিল্ডিং ভেঙেও রাতারাতি উঠে পড়েছে গগনচুম্বী বহুতল। আর এরই ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়েছে বিপদ। কিছুটা দেরী হলে সেটা বুঝেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত কয়েক দশকে ফাঁকা জমি, খেলার মাঠ, পুকুর দখল করে ভরাট করে তৈরি হয়েছে একের পর এক ফ্ল্যাট। বন্ধ কারখানার জমিতে বড় বড় আবাসন। পুরনো বাড়ি ভেঙে বহুতল। আর এসবের হাত ধরেই গত কয়েক দশকে কলকাতা বা শহরতলি থেকে উধাও হয়েছে বাঙালি। কিছু মানুষ তো আবার নিজের জমিতে তৈরি ফ্ল্যাট বাড়িতেই কার্যত কোণঠাসা হয়ে থাকছেন। নিউ আলিপুর, বেহালা, খিদিরপুর, চেতলা, ভবানীপুর, রাসবিহারী, টালিগঞ্জ, গড়িয়াহাট, বালিগঞ্জ, কসবা থেকে উত্তরে বউবাজার, কলেজ স্ট্রিট, বাগবাজার, শোভাবাজার, মানিকতলা, কাঁকুড়গাছির মতো এলাকা থেকে কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে বাঙালি প্রায় উধাও. সল্টলেকে বা বিধাননগরেও কমছে বাঙালি। একই অবস্থা দমদম-নৈহাটি থেকে দক্ষিণের ঠাকুরপুকুর, জোকার দিকেও।

এই পরিস্থিতিতে বাঙালির জমি বা অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলে ভুল কিছু বলেননি মুখ্যমন্ত্রী। তবে এর জন্য অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিতে হবে। ভিন রাজ্য থেকে কাজের খোঁজে কলকাতায় আসা মানুষটিরও সমান অধিকার আছে। তাঁর প্রতিও মানবিক উদ্যোগ ও সঠিক পদক্ষেপ জরুরি।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে চাইছেন, একই সঙ্গে হকারদের প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলছেন। তিনি বলেছেন, হকারদের তালিকাভুক্ত করে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। তালিকাভুক্ত করার কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। জেলায় জেলায়ও সরকারি জমি দখলমুক্ত করে 'এই জমি রাজ্য সরকারের' বলে বোর্ড লাগানোর কাজ চলছে. রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে মমতা-সরকার যে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে, আবার একই সঙ্গে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলতে পারে, তারই জ্বলন্ত প্রমাণ আমরা পাচ্ছি এই জবর দখল উচ্ছেদ অভিযানে। যোগী রাজ্যের বুলডোজার রাজনীতির সঙ্গে এখানেই ফারাক মমতা-সরকারের।

The Statesman শতবর্ষ আগে

সংক্ষিপ্তসংবাদ

জাদুকর পকেটমার থেকে সাবধান

সিআইডি বা ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট সাধারণের উদ্দেশ্যে এক জাদুকর পকেটমার থেকে সাবধান হওয়ার সতর্কবার্তা জারি করেছে। মুর্শিদাবাদে সম্প্রতি জাদুর খেলা দেখানোর সময়ে উপস্থিত দর্শকদের প্রায় সকলেরই পকেট থেকে অর্থ খোয়া যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করা হয় পুলিশে। জাদুকরটি জাদুর খেলা দেখানোর সময়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটি গোখরো সাপ ছুড়ে দেয়। হুড়োহুড়িতে একটি লোকের কোমরে বাঁধা অস্টাশি টাকার থলেটি পড়ে যায়। জাদুকরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি সহযোগীর মধ্যে একজন ত্বরিত গতিতে সেই পড়ে যাওয়া টাকার থলিটি কুড়িয়ে নেয় বলে সন্দেহ। কারণ তারাও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছেই পড়ে গিয়েছিল। সাপটি জাদুকর তুলে নেওয়ার পর সেই ব্যক্তি দেখেন তাঁর টাকার থলেটি নেই। কিন্তু এতটাই ত্বরিত গতিতে ঘটনাটি ঘটে যায় যে কেউই দেখেননি কে টাকার থলিটি নিয়েছেন। স্থানীয় পুলিশ জাদুকরকে গ্রেফতার করেছে।

বজবজ হত্যা মামলা

আলিপুর অতিরিক্ত সেশন জজ এ ই জি দুবল স্ত্রী হত্যার দায়ে রবিরাম পদ নামে এক ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। উল্লেখ্য, রবিরাম পদ ও মাটো দাসী দুজনে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করতেন। কিছুদিন যাবত মাটো দাসীর অন্য পুরুষের সঙ্গ করার অভিযোগে দুজনের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই ছিল। ঘটনার দিন রবিরাম পদ ও মাটো দাসীর বিবাদ চরমে আকার নেয়। রবিরাম পদ একটি ধরাল ছুরি দিয়ে মাটো দাসীকে কয়েকবার মুখে বুকে পেটে আঘাত করে। গুরুতর আহত অবস্থায় মাটো দাসী ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে জ্ঞান হারায়। প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। ঘটনার আকস্মিকতায় রবিরামও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নিজের গলাতেও ছুরি চালিয়ে দেয়। তার গলার ক্ষত থেকেও প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে থাকে। প্রতিবেশীরা রবিরাম ও মাটো দাসীর ঝগড়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপদের আঁচ করে তাদের দেখতে আসে। উভয়কেই প্রতিবেশীরা গুরুতর জখম ও রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ উভয়কে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মাটো দাসীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রবিরামের দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর অবস্থার উন্নতি হলে তাকে পুলিশ গ্রেফতার করে কয়েদ করে। এরপর তার বিচার শুরু হয় দীর্ঘ শুনানির পর বিচারকরা সমবেতভাবে রবিরামকে দোষী সাব্যস্ত করেন। বিচারে তার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

একটি চিঠি

পত্রলেখক জনৈক ইঞ্জিনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিক্ষয় রোধ বিষয়ক এই চিঠি লিখেছেন।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

সম্প্রতি দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় দার্জিলিং জেলায় সি ডব্লু ক্রিস্টসন যে কাজ করেছেন সে ব্যাপারে প্রকাশিত খবরটি আমি পড়েছি। খবরটি আমার ভালো লেগেছে। খাড়া পাহাড়ে ভূমিক্ষয় রোধ এবং বন্যা ও খরা রোধ করতে তিনি একটি পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন যা আমার কাছে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়েছে। যেহেতু আমি এ বিষয়ে প্রবলভাবে আগ্রহী সেহেতু কোনও সহৃদয় পাঠক যদি মি. ক্রিস্টিসনের পদ্ধতি সম্পর্কে আমাকে বিশদে জানান, তাহলে আমি বাধিত হব। ১৯৮৪ সালে লন্ডনে দ্য সোসাইটি অফ আর্টস-এর সামনে মি. ক্রিস্টিসন যে পেপারটি পড়েছিলেন সম্ভবত সেটির মধ্যে এই পদ্ধতি পুরোপুরি বর্ণিত আছে। অথবা কিছুদিন আগে তিনি চা-বাগানের মালিকদের জন্য যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন সেখানেও কোনও প্রবন্ধে এটির উল্লেখ থাকতে পারে।

বিষ প্রয়োগে মৃত্যু

নোয়াখালি জেলার একটি গ্রামে পুরো একটি পরিবারকে বিষ প্রয়োগের ঘটনা ঘটেছে। বনবাসী দে নামে এক ব্যক্তি, তার স্ত্রী ও মেয়ে ভাত ও তরকারি খেয়ে অসুস্থ বোধ করে। অনতিবিলম্বে বনবাসী ও তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ওই দম্পতির মেয়ে অবশ্য আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে গ্রামের চৌকিদারের সন্দেহ হয়।

আম্বানি পরিবারের বিয়ে বিত্তের কুৎসিত প্রদর্শন বৈষম্যের ভারতে

প্রবীর মজুমদার

মুকেশ আম্বানির ছোটছেলে অনন্ত আম্বানি। তিনি বিয়ে করলেন ভারতের শিল্পপতি বীরেন মার্চেন্টের মেয়ে রাধিকা মার্চেন্টকে। গুজরাটের জামনগরে ১ থেকে ৩ মার্চ তাঁদের প্রাক বৈবাহিক অনুষ্ঠান হয়। সেখানে দেশ-বিদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প, রাজনীতি, ক্রীড়া, বিনোদনসহ নানা অঙ্গনের খ্যাতনামা ব্যক্তিরা যোগ দেন। প্রায় ১ হাজার ২০০ অতিথির মধ্যে অনেক বিশ্বখ্যাত ব্যবসায়িক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। যেমন মাইক্রোসফটের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস, মেটার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মার্ক জাকারবার্গ, অ্যালফাবেটের সিইও সুন্দর পিচাই, মর্গ্যান স্ট্যানলির সিইও টেড পিক, ডিজনির সিইও বব ইগার, ব্ল্যাকরকের সিইও ল্যারি ফিঙ্ক, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেয়ে ইভাঙ্কা ট্রাম্প ও তাঁর স্বামী জেরার্ড কুশনার উপস্থিত হয়েছিলেন ওই অনুষ্ঠানে। সেখানে মার্কিন পপতারকা রিহানা সংগীত পরিবেশন করেন। মঞ্চে তাঁর সঙ্গে আম্বানি পরিবারের সদস্যদের সময় কাটানোর ভিডিও ভাইরাল হয়।

জামনগরে প্রাক বৈবাহিক অনুষ্ঠান। তারপর দ্বিতীয় দফার অনুষ্ঠান সমুদ্রের বুকে বিলাসবহুল ইয়টে। তৃতীয় তথা শেষ দফায় বিয়ের মূল অনুষ্ঠান। এবার খাস মুম্বাই শহরে। তাতে অংশ নিয়েছেন বিশ্বের শীর্ষ ধনকুবের, রাজনীতিবিদ, মহাতারকাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা। এশিয়ার শীর্ষ ধনী মুকেশ আম্বানির ছোট ছেলে অনন্ত আম্বানির বিয়ে ঘিরে এসব আয়োজন ছিল বহু মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রে।

এই বিয়ে উপলক্ষে প্রতিটি আয়োজনে চাকচিক্যময় পোশাক, চমকপ্রদ গয়না, রূপকথার মতো সাজসজ্জা এবং ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক তারকাদের উপস্থিতি জনসাধারণের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে এই বিয়েকে। আম্বানি পরিবারের ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, তিন দফা মিলিয়ে ৫ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে অনন্ত আম্বানির বাবা মুকেশ আম্বানির। মার্কিন ডলারের হিসেবে ৬৭৫ মিলিয়নের আশেপাশে। রিলায়েন্সের যদিও দাবি, তাঁদের বার্ষিক আয়ের মাত্র ০.৫ শতাংশ খরচ হয়েছে 'বৈভব প্রদর্শনে'।

অতীতে রাজা বাদশাহদের বিয়েতে এমন জাঁকজমক দেখিয়ে বিত্তের বড়াই চলত। সেই সংস্কৃতিরই অশ্লীল প্রদর্শন চলে এখনও। তার একটি প্রকট উদাহরণ আম্বানি পরিবারের বিয়ে। ইতিহাসবিদরা বলছেন, মুঘল বাদশা শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশুকোর বিয়েতে দেখা গিয়েছিল এমন বৈভব। ১৬৩৩ সালে দারার বিয়েতে খরচ হয়েছিল তৎকালীন ৩২ লক্ষ টাকা, যা আজকের মুদ্রায় ৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ঐতিহাসিক হিসেব অনুযায়ী, শাহজাহান নিজের ছেলের বিয়েতে যত টাকা খরচ করেছিলেন, মুকেশ আম্বানির খরচ তার২০ গুণের বেশি।

আমাদের কোটিপতিরা ভারতের নতুন মহারাজা। তাদের অংশীদারেরা মহাযজ্ঞের চেয়ে কম কিছু প্রত্যাশা করতে পারেন না। ঠিক ব্রিটিশদের মতোই ভারতীয়রা সব সময় জাঁকজমক ও আড়ম্বর পছন্দ করেন। এ আয়োজনের মাত্রা আম্বানির সম্পদের পরিমাণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেই করা হয়েছে।

তবে এই বিয়ে ঘিরে হইহুল্লোড় মানুষের মধ্যে যে পরিমাণ আগ্রহ তৈরি করেছে, ঠিক ততটাই ক্ষোভের জন্মও দিয়েছে। যে দেশে কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে এবং আয়বৈষম্য প্রকট, সেখানে এই বাড়বাড়ন্ত ও অঢেল সম্পদের প্রদর্শনীর সমালোচনা করেছেন অনেকেই।

আম্বানি পরিবারের বৈভবের এমন নির্লজ্জ প্রদর্শন ঘিরে স্বাভাবিক ভাবেই উঠতে শুরু করেছে একাধিক প্রশ্ন। অক্সফ্যামের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, ভারতে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে অর্থনৈতিক বৈষম্য। আম্বানিদের মত অতি ধনীদের পকেটে দেশের ৭৭ শতাংশ সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। ২০১৭-তে যত সম্পদের সৃষ্টি হয়েছে তার ৭৩ শতাংশ গিয়েছে বিপুল ধনী ১ শতাংশের হাতে। ওপরতলার এই অংশের অন্যতম প্রতিনিধি আম্বানিরা।

একদিক থেকে এই বিয়েকে দেশের বাস্তবতার প্রতি চোখ বন্ধ করে রাখা এবং একধরনের উপহাস হিসেবে দেখা যায়। অন্যদিকে ভারতে অনেক বেশি জাঁকজমক-পূর্ণ এবং লম্বা সময় ধরে চলা বিয়ের একধরনের চর্চা শুরু হয়েছে। গত দশক বা সাম্প্রতিক সময়ে এটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ছে। সেটিরও একটি প্রতিফলন এই বিয়ে। এটা একটি বড় পরিবর্তনেরই অংশ। এক বা দুই প্রজন্ম আগেও সম্পদের কথা গোপন রাখা হতো। এখনকার দিনে সেটি যতটা সম্ভব প্রদর্শন করা যেন আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিয়ে ঘিরে যে মাত্রায় আয়োজন করা হয়েছে, এটা যেন তারই বহিঃপ্রকাশ।

ভারতের রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি। তাঁর রয়েছে বিরাট ব্যবসায়ী সাম্রাজ্য। জ্বালানি তেল থেকে শুরু করে টেলিকম, রাসায়নিক, প্রযুক্তি এবং ফ্যাশন থেকে খাদ্যপণ্য—ভারতের সবখানেই আছেন আম্বানিরা। তাঁদের জীবনযাপন নিয়ে জনসাধারণের মাঝে আগ্রহেরও কমতি নেই। মুকেশ আম্বানির ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ১১৫ বিলিয়ন ডলার। ছেলে অনন্ত রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালনা পর্ষদে আছেন।ভারতে আম্বানি পরিবারের বিপুল সম্পদ ও প্রভাব সম্পর্কে জানেন না, এমন মানুষ পাওয়া ভার। তবে অনন্ত আম্বানির বিয়ের এই আয়োজনের আজ পর্যন্ত ভারতের বাইরে অনেকেই হয়তো তাঁদের সম্পর্কে এমন ধারণা রাখতেন না। গত মার্চে মুকেশ আম্বানি ছেলের বিবাহ-পূর্ব তিন দিনের জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে তাতে পরিবর্তন আসে।

এর উলটোদিকে ভারতের দরিদ্রতম ৬৭ কোটি মানুষের হাতে রয়েছে জাতীয় সম্পদের মাত্র ১ শতাংশ। গত ১০ বছরে ভারতে অতি ধনীদের সম্পদ বৃদ্ধির হার বুলেট ট্রেনের গতিকেও হার মানাবে। ২০১৮-১৯ সালে ভারতের বাজেট ছিল ২৪ লক্ষ ৪২ হাজার২১৩ কোটি টাকা। দেশের অতি ধনীদের মোট সম্পদ সেই অঙ্ককে ছাপিয়ে গিয়েছে।

একজন দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কর্মরত শ্রমিক ১ হাজার বছর ধরে চেষ্টা করলেও, সম্পদের নিরিখে এই অতি ধনীদের কাছে পৌঁছতে পারবে না। ৬কোটি ভারতবাসী প্রতিবছর চিকিৎসা করাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্ত-নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে গরিবে পরিণত হচ্ছেন। ঘড়ির কাঁটার হিসেবে প্রতি সেকেন্ডে ২ জন। এই অবস্থায় আম্বানি পরিবারের এমন সম্পদের প্রদর্শন কুৎসিত বললেও কম বলা হয়।

অতি ধনীদের উপর সম্পত্তি কর বসানোর পরিকল্পনা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রয়েছে। সেই অর্থে দেশের উন্নয়ন করা হয়। কারণ এই ব্যক্তিগত সম্পদের পিছনে থাকে সরকারি বহু ছাড়, বিনিয়োগের ব্যবস্থাপনা। সমবন্টন মূলক সমাজের দাবিও উঠছে বিশ্বজুড়ে প্রবল বৈষম্যের কারণে। কিন্তু ভারতে চিত্র সম্পূর্ণ উলটো। ধনীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে অতি ধনী হতে। সরকার জলের দরে রাষ্ট্রীয় সম্পদ তুলে দিচ্ছে রিলায়েন্সের মত সংস্থার হাতে। সরকারি ব্যাঙ্ক থেকে নামমাত্র সুদে ঋণ পান এই বিত্তবানরা। তাঁরা ঋণ শোধ করতে না পারলে মকুব করে সরকার। অথচ কৃষকের কৃষিঋণ মকুব করা হয় না এদেশে। ১০ শতাংশের কম হারে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পান না পড়ুয়ারাও। গত দশ বছরে ঋণ শোধ করতে না পারায় ১ লক্ষ ১২ হাজার ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু আম্বানিদের মত সম্পদশালীদের ৫ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ গত ৫ বছরে মকুব করেছে বিজেপি।

এই কদর্যতার একমাত্র সমাধান বিত্তকর বসানো কিন্তু বিজেপি এবারের নির্বাচনে এমন ভাবনার বিপক্ষে সদলবলে প্রচার চালিয়েছে।

> একজন দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কর্মরত শ্রমিক ১ হাজার বছর ধরে চেষ্টা করলেও, সম্পদের নিরিখে এই অতি ধনীদের কাছে পৌঁছতে পারবে না। ৬ কোটি ভারতবাসী প্রতিবছর চিকিৎসা করাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্ত-নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে গরিবে পরিণত হচ্ছেন। ঘড়ির কাঁটার হিসেবে প্রতি সেকেন্ডে ২ জন। এই অবস্থায় আম্বানি পরিবারের এমন সম্পদের প্রদর্শন কুৎসিত বললেও কম বলা হয়।

লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল চাকরিপ্রার্থীদের সংকটকে আরও দিশেহারা করে তুলেছে!

স্বপনকুমার মণ্ডল

ইতিমধ্যে অষ্টাদশ লোকসভা শেষ হয়েছে,দেশে নতুন সরকারও কাজ শুরু করেছে। অন্যদিকে সারা দেশজুড়ে নির্বাচন হলেও রাজ্যের মানুষের কাছে এবারের নির্বাচন অনেক দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। রাজ্যের বিপুল দুর্নীতি থেকে অরাজকতা, কর্মক্ষেত্রে নিয়োগে অচলাবস্থা থেকে শিক্ষাব্যবস্থাতেই লক্ষ্যহীন অনিশ্চিয়তা প্রভৃতি বহুমুখী অস্তিত্ব-সংকটে শাসকবিরোধী মানসিকতা ক্রমশ তীব্রতা লাভ করে। স্বাভাবিক ভাবেই সেক্ষেত্রে লোকসভা নির্বাচনেই কেন্দ্রের থেকেও রাজ্যের পালাবদলের উত্তেজনা অনেকের শীতার্ত মনে উষ্ণতা ছড়িয়ে দেয়। সেখানে নির্বাচনে তার প্রতিফলনে শাসক-বিরোধী দলগুলির আশ্বাসের মধ্যেও সেই স্বপ্নকে আরও নিবিড় করে তোলে। যার ফলে রাজনৈতিক দলের বাইরে যারা মুক্তির প্রতীক্ষায় ভোটের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে ছিল, তারা অনেকেই উল্টো ফলাফলে হতাশ হয়ে পড়ে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে রীতিমতো দিশাহীনতায় ভুগতে শুরু করে। নিরাশাগ্রস্তদের মনে একটাই প্রশ্ন, 'এবার কী হবে?' তাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কাউকে খুঁজে না পাওয়ার অনিশ্চিয়তার আতঙ্কই শুধু নয়, সেইসঙ্গে শাসকের প্রতিশোধের ভয়ও সেক্ষেত্রে সক্রিয় হয়ে ওঠে। একদিকে শাসকবিরোধী দলগুলি নিজেদের অস্তিত্ব-সংকটে পড়ে আত্মসমীক্ষায় ফিরে আগামী নির্বাচনের প্রত্যাশায় এগিয়ে যাবে, অন্যদিকে শাসকের প্রতিশোধস্পৃহায় উপেক্ষা আর বঞ্চনার ভয় আরও বেশি করে জেগে উঠবে,এটাই স্বাভাবিক প্রবণতা। কেননা চাকরিপ্রার্থীদের তীব্র আন্দোলনের নেপথ্যে বিরোধীদের ইন্ধন বা চক্রান্ত দেখেছিল সরকার। শুধু তাই নয়, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চাকরিপ্রার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর কথাও সরকারবিরোধী দলগুলি করেছিল। স্বাভাবিক ভাবেই তাতে শাসক দলের কাছে তা সরকারবিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়ে পড়ে। এজন্য নানাভাবে দীর্ঘদিনের সেই আন্দোলনে দমন করতে গিয়ে সরকার যেমন ব্যর্থ হয়, তেমনই বিরোধী দলের চক্রান্ত বলে দেগে দেওয়াও অব্যর্থ হয়ে ওঠে। অথচ বিষয়টি সেরকম নয়। বিরোধী দলগুলো সমর্থন করলেও তা ছিল একান্তই চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলন। সেখানে নির্বাচনে বিপুলসংখ্যাগরিষ্ঠ জনাদেশ নিয়ে শাসকদল পুনরায় নির্বাচিত হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই সরকারের সহযোগিতা পাওয়ার পথটি আরও বেশি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। সেখানে বিশেষ করে যারা শিক্ষাক্ষেত্রে চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছে বা যোগ্য চাকরি হারা হয়ে সরাসরি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে পথে নেমেছে, আজ তাদের সামনে অজানা আশঙ্কা, অচেনা অনিশ্চিয়তা তীব্র আকার ধারণ করেছে।

শাসকের শ্রীবৃদ্ধিই সেখানে শুধু আন্দোলনের অভিমুখকে শ্রীহীন করে তোলেনি, এতদিন ধরে আগলে রাখা বিশ্বাসের বাতিঘরটিই আজ অস্তিত্ব-সংকটের ফেরে পড়েছে। খবরে কাগজেও তার পরিচয় প্রকট হয়ে ওঠে। ৪জুন মঙ্গলবার লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশের দিন গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ধর্না মঞ্চ ছিল শুনশান। তার পরের দিন ১২-১৩ জন এলেও সকাল সকাল তাঁরা ফিরে যান। ৬ জুন খবরের শিরোনাম হয় 'ধর্না মঞ্চের প্রার্থীরা তাকিয়ে কোর্টের দিকে'। সেখানেই শেষ নয়। চাকরি প্রার্থীদের করুণ পরিণতির প্রতি সংবাদমাধ্যমের সজাগ দৃষ্টি ছিল বরাবর। তাদের আন্দোলনকে প্রচারের আলোতে তুলে ধরার ক্ষেত্রে বিরোধী দলের চেয়েও সংবাদমাধ্যমের নিরবচ্ছিন্ন ভূমিকা বর্তমান। সেক্ষেত্রে চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির প্রতি সংবাদমাধ্যমের তৎপরতা ভোটের পরেও সমান সক্রিয়।

> স্বাভাবিক ভাবেই একজনকে দুর্বল করতে অন্য কাউকে সবল করা জরুরি। সেখানে রাজ্যের শাসক দলের বাইরেও আরও অনেক দল ছিল। সেই দলগুলোর কোনও একটির প্রতি আস্থা রাখলে কেন্দ্র বা রাজ্যের দুটি ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য সফল হতে পারত। অথচ ক্ষমতার অঙ্ক অত সহজ পথে চলে না। সেখানে ক্ষমতার ভরকেন্দ্র অত্যন্ত জরুরি। স্বরচিত যুক্তির ফাঁকেও থেকে যার অস্তিত্বের স্বার্থপরতা, স্বরচিত অঙ্কের হিসেবনিকেশ। ক্ষমতার ভরকেন্দ্রকে সুনিশ্চিত করতে গিয়ে চাকরিপ্রার্থীদের জীবন আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সেক্ষেত্রে ক্ষমতায়-নের অঙ্ক মিলে গেলেও চাকরিপ্রার্থীদের জীবনের অঙ্ক মেলানো যায় না! নির্বাচনের ফলাফলেরও শিকার আজ রাজ্যের অগণিত চাকরি প্রার্থীরা, ভাবা যায়!

ধর্নাস্থল শূন্য হয়ে যাওয়া থেকে 'অভাবে শহরের ভাড়া বাড়ি ছাড়ছেন চাকরিপ্রার্থীরা'র খবরও মেলে। সেখানে শুধু ধনের অভাবই নয়, মনের অভাবও তীব্র। ইতিমধ্যে যে বিশ্বাসকে পুঁজি করে স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছিল, সেই বিশ্বাসের অভাবই সেখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। খালি পেটে স্বপ্নে শুধু খাবার আসে, আবার বিশ্বাসের অভাব হলে স্বপ্নও ছেড়ে চলে যায়। স্বপ্নহীন জীবন অচল-অসাড়। সেখানে নির্বাচনের ফলাফলে চাকরিপ্রার্থীদের মনে প্রাথমিকভাবে সেই স্বপ্নহীন জীবনের আতঙ্ক জেগে ওঠে। সরকারি ঔদাসীন্যে ও বিরোধী দলের অস্তিত্ব সংকটে বাংলার চাকরিপ্রার্থীদের দিশাহীন অচলাবস্থা ভয়ঙ্কর রূপ লাভ করেছে। লোকসভা নির্বাচনের পরে তা তীব্র সংকটের মুখোমুখি। সেখানে নির্বাচনের ফলাফলের প্রভাবে ধর্না দেওয়া বা আন্দোলন করার পথটিই আজ রুদ্ধপ্রায়। কোর্টের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া অন্য কোনও পথও আর খোলা নেই। আবার সে পথের দীর্ঘসূত্রিতাও চাকরিপ্রার্থীদের সুরাহার পথকে আরও সুদীর্ঘ করে তুলেছে। সর্বত্র তার অশনি সংকেত, হতাশার নিবিড় আয়োজন। তার মধ্যে নির্বাচনের ফলাফলেও ছিল তার ভয়ঙ্কর পরিণতির আভাস!

আয়োজন যেমনই হোক প্রয়োজনই শেষ কথা বলে। সেখানে চাকরির প্রয়োজনে রাজ্যের শাসকবিরোধী মানসিকতা তো ছিলই, আরও ছিল দুর্নীতির অরাজকতা থেকে মুক্ত হওয়ার তীব্র আকুতি। সেখানে শাসকদলের বিপুল জয়ে সে স্বপ্ন ভেঙে যায়, জীবন দিশাহীন হয়ে পড়ে। এজন্য 'এবার কী হবে'র প্রশ্নটি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফেসবুকের চলমান ভাষ্যে তার পরিচয়ও নানাভাবে উঠে আসে। তাতেই বোঝা যায়, সংকটটা কত গভীরে। সেখানে জনৈক ছাত্র তার ভোটের ফলে উচ্ছ্বসিত কলেজের শিক্ষককে 'আমাদের এবার কী হবে স্যার' বলে সবিনয়ে উত্তরের জন্য মুখিয়ে ওঠে। দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সেই শিক্ষক তাঁর প্রাক্তন ছাত্রের করুণ অবস্থার প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে চাকরি হারানোর চেয়েও দেশ হারানোর ভয় আরও আতঙ্কের বলে বুঝিয়ে দেন। সেখানে রাজ্যের চেয়েও কেন্দ্রের শাসক পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক ভাবেই একজনকে দুর্বল করতে অন্য কাউকে সবল করা জরুরি। সেখানে রাজ্যের শাসক দলের বাইরেও আরও অনেক দল ছিল। সেই দলগুলোর কোনও একটির প্রতি আস্থা রাখলে কেন্দ্র বা রাজ্যের দুটি ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য সফল হতে পারত। অথচ ক্ষমতার অঙ্ক অত সহজ পথে চলে না। সেখানে ক্ষমতার ভরকেন্দ্র অত্যন্ত জরুরি। স্বরচিত যুক্তির ফাঁকেও থেকে যার অস্তিত্বের স্বার্থপরতা, স্বরচিত অঙ্কের হিসেবনিকেশ। ক্ষমতার ভরকেন্দ্রকে সুনিশ্চিত করতে গিয়ে চাকরিপ্রার্থীদের জীবন আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সেক্ষেত্রে ক্ষমতায়নের অঙ্ক মিলে গেলেও চাকরিপ্রার্থীদের জীবনের অঙ্ক মেলানো যায় না! নির্বাচনের ফলাফলেরও শিকার আজ রাজ্যের অগণিত চাকরিপ্রার্থীরা, ভাবা যায়!

উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

রাজু পারাল

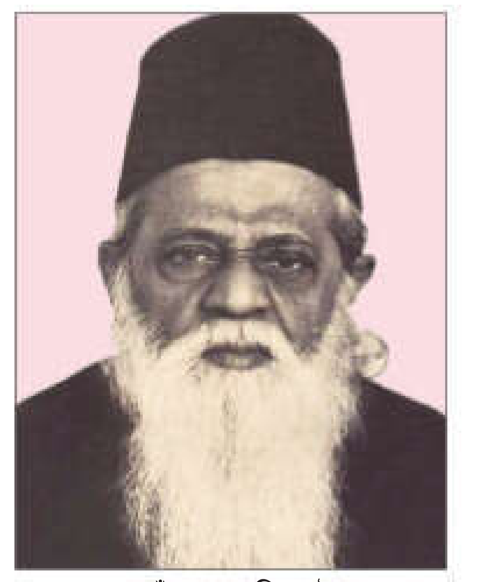

১৯৪৭ সালের ৩ আগস্ট 'কমরেড' পত্রিকার 'দি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম অফ পাকিস্তান' নামক একটি নিবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 'পাকিস্তান রাষ্ট্রের বাংলাভাষী অংশ যদি বাংলা ব্যতীত অন্য কোনও ভাষা রাষ্ট্রভাষা হয়, তাহলে সেই স্বাধীনতা হবে পরাধীনতারই নামান্তর।' ১৯৫১ সালে পূর্ববাংলার বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা বাংলাকে সরকারি ভাষারূপে চালু করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে স্মারকলিপি দেওয়া হয়, তাতে প্রথম নামটাই ছিল ওই মানুষটির। প্রতিবাদী এই মানুষটির নাম ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯)। ছিলেন উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ,ভাষাবিজ্ঞানী,গবেষকও শিক্ষাবিদ। ইংরেজি, ল্যাটিন, ফারসি, গ্রিক, পাঞ্জাবি, মারাঠি, সংস্কৃত, তামিল ইত্যাদি একাধিক ভাষায় তিনি দক্ষ ছিলেন। বাংলাভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা ও লেখনী শক্তির প্রভাব ছিল অসাধারণ। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেন। মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধাবোধ তাঁকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি রূপে পরিচিতি দেয়।

কর্মজীবনে শিক্ষকতাকেই পেশা হিসেবে আদর্শ মনে করেছিলেন শহীদুল্লাহ। কিন্তু আর্থিক প্রয়োজনে ওকালতিকে পেশা করতে বাধ্য হন। ওকালতি পেশায় যখন তিনি ব্যস্ত, সে সময়ে (১৯১৯) অকস্মাৎ একদিন স্যার আশুতোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় শহীদুল্লাহের। স্যার আশুতোষ তখন কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম শ্রেণির জজ। শহীদুল্লাহ ওকালতি করছে শুনে স্নিগ্ধ হেসে তিনি বলেন, 'শহীদুল্লাহ ওকালতি তোমার জন্য নয়! বিশ্ববিদ্যালয়ে এস। আমি চাকরির ব্যবস্থা করব।' স্যার আশুতোষের প্রচেষ্টায় তাঁর চাকরি হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ড. দীনেশচন্দ্র সেন তাঁকে 'শরৎকুমার লাহিড়ী গবেষণা' সহায়ক নিযুক্ত করেন। ভাষা ও সাহিত্যের রূপ, রস, রহস্য তাঁকে আগ্রহী করে তোলে সারস্বত সাধনায়। ইতিপূর্বে কলেজে পড়াকালীনই 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩১৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় শহীদুল্লাহের লেখা নিবন্ধ 'মদনভস্ম' প্রকাশিত হয়। এ প্রসঙ্গ 'ভারতী'র সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী লেখেন,'...ইনি সংস্কৃত সাহিত্যের অনন্তরে কতদূর প্রবেশ করিয়াছেন, এই প্রবন্ধ তাহার পরিচায়ক।... বর্তমান লেখকের আমাদের পুরাতন সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ দেখিয়া আমরা অতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি।' পরে শহীদুল্লাহের লেখা অনেক গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা---'কোহিনুর', 'প্রতিভা', 'আল-এসলাম' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত', 'The Buddist Mystic Songs', 'বাংলা ব্যাকরণ', 'শেষ নবীর সন্ধানে', 'ইকবাল' ও 'ওমর খৈয়াম'। তিনি বহু পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন। তাঁর সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য পত্রিকার মধ্যে রয়েছে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', 'বিদ্যাপতি শতক', 'বঙ্গভূমি', 'Peace' ইত্যাদি। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও মহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। প্রবন্ধ রচনায় তাঁর প্রেরণা ছিল বাংলার তিন কৃতী পুরুষ--- আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, হরিনাথ দে ও দীনেশচন্দ্র সেন।

ভাষা ও গবেষণায় মহম্মদ শহীদুল্লাহের অবদানও ছিল যথেষ্ট। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' (১মখণ্ড)-এর সম্পাদক ছিলেন তিনি। বাংলা একাডেমির ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্পের অস্থায়ী সম্পাদকও ছিলেন তিনি। এছাড়া বাংলা একাডেমির পঞ্জিকার তারিখ বিন্যাস কমিটির সভাপতি ও উর্দু অভিধান প্রকল্পের সম্পাদক ছিলেন তিনি। ১০৬৭ সালে ড. শহীদুল্লাহ প্রাচ্যের অন্যতম সেরা ভাষাবিজ্ঞানী হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম 'এমিরেটাস' অধ্যাপক পদ লাভ করেন। ফ্রান্স সরকারের দেওয়া সম্মানজনক পদক 'নাইট অব দ্য অর্ডারিস অব আর্টস অ্যান্ডলেটার্স'ও অর্জন করেন মহান এই ভাষাবিজ্ঞানী।

'মাতৃভূমি' ও 'মাতৃভাষা'র প্রতি আমৃত্যু শ্রদ্ধা জাগ্রত ছিল তাঁর অন্তরে। মাতৃভাষাকে সকলের ঊর্ধ্বে রেখে তিনি বলতেন, 'আমি মনে করি শিক্ষার আদর্শ হচ্ছে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, এতে হবে মনের পরিপুষ্টি, ধর্মীয় শিক্ষা, আত্মার পরিপুষ্টি ও সামরিক শিক্ষা। ... আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি।'

মহম্মদ শহীদুল্লাহের জীবন ছিল অত্যন্ত কর্মমুখর, বর্ণাঢ্য ও নানা ঘটনায় পরিপূর্ণ। জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ ও অনুশীলন, ভাষার প্রতি পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রম, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও মনোযোগ তাঁকে অসাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল সমকালেই। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই জ্ঞানতাপস জীবিতকালেই ছিলেন কিংবদন্তী। তিনি 'চলন্ত বিশ্বকোষ' নামে অভিহিত হয়েছিলেন।

বহু ভাষাবিদ, শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও সাহিত্য-সাধক ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে চলে যান ১৯৬৯ সালের ১৩ জুলাই। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, অনুসন্ধিৎসা ও নিষ্ঠার এক বিস্ময়কর সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর জীবনকালে।

সম্পাদকীয়পাতায়প্রকাশিতনিবন্ধগুলিরবক্তব্যলেখকদেরব্যক্তিগতঅভিমত।সম্পাদকএরজন্যদায়ীনন।

চিকিৎসার গাফিলতিতে শিশু মৃত্যুর অভিযোগ মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ১৩ জুলাই-- কয়েক দিন আগেই আটচল্লিশ ঘন্টায় সদ্যজাত আটজন শিশুর মৃতুযর ঘটনা ঘটেছিল মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেই ঘটনার রেশ এখনও রয়েছে। এরই মধ্যে শনিবার চিকিৎসার গাফিলতিতে শিশু মৃতুযর অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় এই হাসপাতালে। মৃত শিশুর পরিবার সূত্রে জানা যায়, বহরমপুর থানার হাতিনগর গ্রামের বাসিন্দা বছর তিনেকের ওই শিশুকে শুক্রবার বিকালে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শিশুটিকে ভর্তির সময়, তার গায়ে জ্বর ছিল। হাসপাতালে ভর্তির বারো ঘন্টার মধ্যেই শিশুটির মৃতুয হয়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, চিকিৎসার চরম গাফিলতিতেই শিশুটির মৃতুয হয়েছে। যাদের গাফিলতিতে শিশুটির মৃতুয হল, তাদের শাস্তির দাবিতে এদিন হাসপাতালের এমাজেন্সি বিভাগের সামনে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখান তারা। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হাসপাতাল চত্বর। পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে বহরমপুর থানা থেকে ছুটে আসে পুলিশ। মৃত শিশুর আত্মীয়দের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন পুলিশ কর্মীরা। ঘটনাস্থল থেকে দু'জন আটক করে নিয়ে যায়। রোগীর বাড়ির লোকজনদের অভিযোগ, কোনো সিনিয়র চিকিৎসকের দেখা মেলে না। তারা ব্যস্ত থাকেন বহরমপুরের বিভিন্ন চেম্বারে। মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরা চিকিৎসা করে। নার্সরা তাদের যে কাজ তা করার পরিবর্তে দুর্ব্যবহারটাই বেশি করে রোগীর আত্মীয়দের সঙ্গে। মৃত শিশুর আত্মীয় কামজউদ্দিন সেখ, রফিকুল ইসলাম প্রমুখ সাংবাদিকদের বলেন, "নামেই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। বিন্দুমাত্র চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা এখানে নেই। ফলে এই হাসপাতালটির নাম পরিবর্তন করে রাখা উচিত বহরমপুর গ্রামীণ হাসপাতাল । চব্বিশ ঘন্টায় একজন চিকিৎসকেরও দেখা পাওয়া যায় না। মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরা চিকিৎসা করছে। আর সরকারি নামি চিকিৎসকরা বহরমপুর শহরে চেম্বার খুলে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করছে। গায়ে জ্বর নিয়ে তিন বছরের বাচ্চাকে আমরা ভর্তি করেছিলাম। বাচ্চাটিকে সুস্থ করে বাড়ি নিয়ে যাব, এই আশায় এসেছিলাম। কিন্তু শুক্রবার বিকাল চারটায় ভর্তির পর থেকে নূন্যতম চিকিৎসা এখানে করা হয়নি। বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা হয়েছিল। আমরা যারা রোগীর আত্মীয়, তারা শিশুটির কাছে যেতে পারিনি। আবার শিশুটি কিরকম আছে, সেটাও আমাদের বলা হয়নি। নার্সরা আমাদের সঙ্গে কুকুর, বেড়ালের মতো আচরণ করে সরিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসার চরম গাফিলতির জন্যই শিশুটির মৃতুয হয়েছে। শিশুদের চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা এখানে নেই। আমাদের দাবি, অবিলম্বে এই মৃতুযর জন্য যারা দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক। দ্বিতীয়ত, এভাবে চিকিৎসার অভাবে যেন ভবিষ্যতে কোনো শিশুর মৃতুয না হয়, তা সুনিশ্চিত করতে হবে।"

বিজেপি মানুষের খবর রাখে না, রানাঘাটে জয়ী হয়ে বললেন মুকুটমণি অধিকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি-- রানাঘাট দক্ষিণ আসনে জয়ী হলেন তৃণমূলের প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারী।গণনার পর থেকেই একটা সময় 'জয় বাংলা' স্লোগান ওঠে বলে অভিযোগ তুলে গণনাকেন্দ্র ছেড়ে বেরিয়ে যান বিজেপি প্রার্থী মনোজকুমার বিশ্বাস। পুলিশই নিরাপত্তা দিয়ে তাঁকে বার করে দেয়।জয়ের পর মুকুটমণি বলেন, ''বিজেপি মানুষের খবর রাখে না। পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষের কথা বিজেপি ভাবে না। এটা মানুষ বুঝে গিয়েছে। মানুষের এই ভাবনারই প্রতিফলন ঘটল আজকের ফলে। আমি খুশি। মানুষের আস্থাকে সম্মান জানাতে আমি তৈরি।"

উল্লেখ্য,২০১১ সালে রানাঘাট দক্ষিণ কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিল তৃণমূল। কিন্তু তারপর থেকে এই আসনে জয় অধরাই থেকে যাচ্ছিল। ২০১৬ ও ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে ঘাসফুল ফোটেনি রানাঘাট(দক্ষিণ) কেন্দ্রে। এবার সেই কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছিল বিজেপি থেকে আসা মুকুটমণি অধিকারীকে। লোকসভা ভোটেও তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছিলেন তিনি। লোকসভায় জিততে না পারলেও বিধানসভায় জয়ী হলেন।

মোহনপুরে ২১ জুলাই-এর প্রস্তুতি সভায় জুন মালিয়াকে সংবর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৩ জুলাই– শনিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মোহনপুর এলাকায় মোহনপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে একুশে জুলাই এর সমর্থনে প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয় । ওই প্রস্তুতি সভায় মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জুন মালিয়া কে সংবর্ধনা জানানো হয়। ২১ শে জুলাই এর প্রস্তুতি সভাতে উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জুনু মালিয়া, রাজ্য তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ সিংহ সহ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব বৃন্দ। ওই সভায় উপস্থিত হয়ে সাংসদ জুন মালিয়া বলেন একুশে জুলাই মানে আবেগ, একুশে জুলাই মানে নতুন দিশা ,একুশে জুলাই মানে নতুন দিনের সূচনা। একুশে জুলাই কলকাতার ধর্মতলা শহীদ স্মরণ সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন দলনেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই তিনি সর্বস্তরের মানুষকে একুশে

জুলাই ধর্মতলার শহীদ স্মরণ সমাবেশে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। সেই সঙ্গে মোহনপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য তিনি মোহনপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সকল নেতৃত্ব ও কর্মীদের কৃতজ্ঞতা জানান। এছাড়াও তিনি দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের এলাকার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এলাকার উন্নয়নে কাজ করার আহ্বান জানান।

উত্তরপাড়া পৌরসভার মহামায়া শিশু ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে মডিউলার অপারেশন থিয়েটারের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ১৩ জুলাই– উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভা পরিচালিত মহামায়া শিশু ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে মডিউলার অপারেশন থিয়েটারের শুভ উদ্বোধন করেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । উদ্বোধনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় এবং স্মারক সহকারে হয় অতিথি বরণ। এরপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে, বেলুন ফাটিয়ে ও ফিতে কেটে উক্ত অনুষ্ঠানে শুভ সূচনা করা হয়। এখন থেকে মহামায়া শিশু ও মাতৃমঙ্গল হাসপাতালে সীমাবদ্ধ খরচে, উন্নত মানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং মডিউলার অপারেশন থিয়েটারের চিকিৎসার সুযোগ থাকবে। এছাড়াও সি টি স্ক্যান, আই সি সি ইউ ইউনিট, ডায়ালিসিস ইউনিট এবং শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কেবিনেরও সুযোগ থাকবে। উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভার পৌর প্রধান দিলীপ যাদব বলেন, "এই মডিউলার অপারেশন থিয়েটার করতে মাননীয় সাংসদ শ্রী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে পাওয়া ৪২ লক্ষ টাকার অনুদানে এটি নির্মিত হয়।। "এছাড়াও তিনি বলেন "সাধারণ জনগণের সীমিত খরচার মধ্যেই থাকবে এই অপারেশন থিয়েটারে চিকিৎসার সুযোগ।" এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কোতরং পৌরসভার উপ-পৌর প্রধান খোকন মন্ডল, কাউন্সিলার সুব্রত মুখার্জি, উত্তরপাড়া থানার আই.সি. অনিরুদ্ধ সরকার এবং অন্যান্য কাউন্সিলররা। পৌর প্রধান দিলীপ যাদব বলেন যে, "এখন আর বারে বারে কলকাতায় সাধারণ মানুষকে ছুটতে হবে না। তাদের জন্য স্বল্প ব্যয়ে রাত বিরেতে সময়ের জন্য এই আমাদের মহামায়া শিশু ও মাতৃমঙ্গল হাসপাতালে পাওয়া যাবে সকল সুবিধা এবং পরিষেবা।" জনসাধারণের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেই এটি থাকবে। দূর দুরান্ত থেকে বহু উন্নত ধরনের ও উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মেশিন এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় পরিষেবা পাওয়া যাবে এখানে।

বন্ধ্যাত্বকরণ অপারেশন শিবিরে মহিলার মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা,পূর্ব মেদিনীপুর, ১৩ জুলাই– পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকের শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের জানুবসান গ্রামীন হাসপাতালে গতকাল দুপুর দেড়টা নাগাদ মহিলাদের বন্ধ্যাত্বকরণের ল্যাপ লাইগেশন অপারেশন কর্মসূচিতে রেবতী সামন্ত নামে এক মহিলা মারা যান। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ৩০ বেডের হাসপাতালে প্রায় আড়াই শতাধিক মহিলাদের বন্ধ্যাত্বকরণের জন্য ডাকা হয়েছিল। প্রায় ১৫০ জনের বন্ধ্যাত্বকরণের পর ওই মহিলাকে অপারেশন টেবিলে তুলে ইনজেকশান দেওয়ার পরেই মহিলার খিঁচুনি আসে। তারপরেই তিনি প্রাণ হারান বলে জানা গেছে। মৃত রেবতী সামন্ত আইসিডিএস সেন্টারের রাধুনি। মাত্র ৩০ বেডের হাসপাতলে আড়াই শতাধিক মহিলাকে বন্ধ্যাত্বকরণের জন্য কেন ডাকা হয়েছিল, তা নিয়ে উঠেছে এলাকায় প্রশ্ন।

সব স্তরের নেতৃত্বকে নিয়ে ২১ জুলাই প্রস্তুতিসভা কান্দিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ১৩ জুলাই-- লক্ষ্য ২১ জুলাইয়ের শহিদ দিবস। এদিনটিকে সামনে রেখে বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার বিভিন্ন এলাকায় প্রস্তুতি সভা করছে তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার কান্দি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় প্রস্তুতিসভা। কান্দি ব্লক ও শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অপূর্ব সরকার, কান্দি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পার্থপ্রতীম সরকার, কান্দি পুরসভার চেয়ারম্যান জয়দেব ঘটক, কান্দি শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এছাড়াও কান্দি ব্লকের দশটি গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান, বুথ ও অঞ্চল সভাপতি, কান্দি পুরসভার একাধিক কাউন্সিলার, কান্দি পঞ্চায়েত সমিতির অধিকাংশ কর্মাধ্যক্ষ প্রমুখ এই প্রস্তুতিসভায় উপস্থিত ছিলেন। কান্দি ব্লক ও পুরসভা এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থকরা যাতে ২১ জুলাইয়ের সভায় উপস্থিত থাকেন, এদিনের সভা থেকে তার নির্দেশ দেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অপূর্ব সরকার বলেন, "লোকসভা নির্বাচনে বাংলা তথা মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষ ধর্মীয় বিভাজনের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। উন্নয়নের পক্ষে তারা রায় দিয়েছেন। অধিকার অর্জনের যে লড়াই দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন, বাংলার মানুষ তার পক্ষে রায় দিয়েছেন। স্বভাবতই ২১ জুলাইয়ের সভায় যাওয়ার বিষয়ে বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার কর্মী-সমর্থকদের উৎসাহ যথেষ্ট। বিশেষ করে লোকসভা নির্বাচনে বহরমপুর সহ মুর্শিদাবাদ জেলায় তিনটি আসনেই আমাদের তিনজন প্রার্থীর বিপুল ভোটে জয়ের পরে সেই উৎসাহ দ্বিগুণ হয়েছে। আমাদের সাধ অনেক। সাধ্য তুলনায় কম। অনেক জায়গা রয়েছে, যেখানকার মানুষ ট্রেনে কলকাতায় যাবেন। আবার অনেকে বাসে যাবেন।

মুর্শিদাবাদে দুটি পঞ্চায়েত হাতছাড়া কংগ্রেস-সিপিএম জোটের, রাজনৈতিক চাপান-উতোর, জেলায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ১৩ জুলাই-- লোকসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ লোক সভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আবু তাহের খান জয়ী হয়েছেন ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ভোটে। কিন্তু এই লোকসভা কেন্দ্রের রানিনগর বিধানসভায় প্রায় এক হাজার ভোটে এগিয়ে রয়েছেন সি পি এম-কংগ্রেস জোট প্রার্থী মহম্মদ সেলিম। কিভাবে এই কেন্দ্রে জোট প্রার্থী শাসকদলের প্রার্থীর তুলনায় বেশি ভোট পেলেন, তা নিয়ে এখন আলোচনা-পর্যালোচনা চলছে জেলা ও রাজ্য স্তরে। এই আবহের মধ্যই সাত দিনের মধ্যে বাম-কংগ্রেস জোটের দখলে থাকা দুটি গ্রামপঞ্চোয়েতের দখল নিল তৃণমূল কংগ্রেস। এর আগে রানিনগর ২ ব্লকের কালিনগর ১ গ্রামপঞ্চায়েতটি বাম-কংগ্রেস জোটের হাতছাড়া হয়। এবার কাতলামারি ২ গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান কংগ্রেসের ধনঞ্জয় মণ্ডল শিবির বদল করায়, এই পঞ্চায়েতটিতেও ক্ষমতায় এলো তৃণমূল কংগ্রেস। প্রধানের হাতে পতাকা তুলে দেন স্থানীয় সাংসদ আবু তাহের খান, স্থানীয় বিধায়ক সৌমিক হোসেন এবং জলঙ্গির বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক। সেই সঙ্গে শতাধিক কর্মী-সমর্থকও এদিন কংগ্রেস-সি পি এম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। এক সপ্তাহ আগেই এই বিধানসভারই কালিনগর ১ গ্রামপঞ্চায়েতেরে প্রধান কংগ্রেসের গোলাপী মণ্ডল তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। সাত দিনের মধ্যে পর পর দুটি গ্রামপঞ্চায়েত বাম-কংগ্রেস জোটের হাতছাড়া হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক মহলে। যদিও তৃণমূলের দাবী, আগামীতে রানিনগর ২ ব্লকে বিরোধী বলে কিছু থাকবে না। যদিও এভাবে দলবদলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মঙ্গলবার রানিনগর ২ ব্লকে বিক্ষোভ দেখান সি পি এমের নির্বাচিত জন প্রতিনিধিরা। আর কংগ্রেসের ব্লক সভানেত্রী মমতাজ বেগম হীরা জানিয়েছেন, দুর্নীতির হাত থেকে বাঁচার জন্যই এই দুই প্রধান তৃণমূল কংগ্রেসে গিয়েছে। এতে কংগ্রেসের কোনো ক্ষতি রানিনগর ২ ব্লকে হবে না।

প্রধানের হাতে দলের পতাকা তুলে দেওয়ার পরে সৌমিক হোসেনকে পাশে নিয়ে আবু তাহের খান বলেন, "সি পি এম এবং কংগ্রেস ছেড়ে তাদের দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় এবং রানিনগরের দুটি গ্রামপঞ্চায়েতে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বেশি হওয়ায়, পঞ্চায়েত দুটি আমাদের দখলে এসেছে। রানিনগর এবং জলঙ্গির বিধায়ক সৌমিক হোসেন ও আব্দুর রাজ্জাকের হাত ধরে তারা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। আমিও ছিলাম। আগামীতে রানিনগর ২ ব্লকে বাম-কংগ্রেস জোট বলে কিছু থাকবে না। রানিনগর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছাড়া সমস্ত কর্মাধ্যক্ষ আমাদের দলের। আগামী দিনে বাম-কংগ্রেস জোটের সভাপতিও তার চেয়ারে বসতে পারবেন না। কারণ আমরাই এই পঞ্চায়েত সমিতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এছাড়া তৃণমূল কংগ্রেসের যারা পিছন থেকে বাম-কংগ্রেস জোটকে মদত দিচ্ছে, আগামীতে তাদের বিরুদ্ধেও দল ব্যবস্থা নেবে।"

যদিও সাংসদের এই দাবী উড়িয়ে রানিনগর ২ ব্লক কংগ্রেস সভানেত্রী মমতাজ বেগম হীরা বলেন, "এই ব্লকের দুটি গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান ছাড়া অন্য কোনো সদস্য বা দলের কর্মী-সমর্থক কেউ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেননি। দুই প্রধান গিয়েছেন দুর্নীর্তির কারণে । তারা দুর্নীর্তি করেছিলেন। দল জানত না। দল জানতে পেরে তাদের কাছে কৈফিয়ত চেয়েছিল। দুর্নীর্তির হাত থেকে বাঁচতে তারা তৃণমূল কংগ্রেসে গিয়েছে। তাতে রানিনগর ২ ব্লকে কংগ্রেসের কোনো ক্ষতি হবে না। আর যিনি বিরোধী শূন্য করবেন বলে দাবী করছেন, তিনি নিজেই লোকসভা নির্বাচনে এই বিধানসভা কেন্দ্রে পিছিয়ে রয়েছেন। ফলে তার কথার কি উত্তর দেবো?"

'বহিরাগত প্রার্থী দিলে ভুগতে হবে'

বাগদার হারের জন্য নেতৃত্বকেই দুষছেন বিজেপির'র একাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি– শনিবার উপনির্বাচনের ফল প্রকাশের পর দেখা গেল, ৩০ হাজারের বেশি ভোটে তৃণমূল প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুরের কাছে পরাজিত হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী বিনয় বিশ্বাস।বহিরাগত প্রার্থী মানব না' বলে আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন বিজেপির বাগদার স্থানীয় নেতৃত্ব। রাজ্য নেতৃত্ব অবশ্য স্থানীয়দের বক্তব্যকে গুরুত্ব দেননি।অথচ সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনেও বাগদায় ২০ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে ছিল বিজেপি। আর বিধানসভার উপ নির্বাচনে তৃণমূলের ৩০ হাজার লিড ধরলে মতুয়া গড়ে ৫০ হাজার ভোট হাতছাড়া হল বিজেপির। যা বড় বিপর্যয় বলে মনে করা হচ্ছে।পরিস্থিতির জন্য নেতৃত্বকেই দায়ী করছেন বিজেপির স্থানীয় নেতা, কর্মীরা। তাঁদের কথায়, প্রার্থী বাছাইয়ে ভুলের জন্য এবারের লোকসভা ভোটে বেশ কয়েকটি জেতা আসন খোয়াতে হয়েছে। বাগদাতে তার পুনরাবৃত্তি হল।

প্রসঙ্গত, এবারের লোকসভা ভোটে গতবারের চেয়ে ৬টি কমে বিজেপির আসন সংখ্যা ১৮ থেকে নেমেছে ১২তে। যা নিয়ে প্রকাশ্যে দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। দিলীপকে এবারে মেদিনীপুরের পরিবর্তে বর্ধমান দুর্গাপুর আসনে প্রার্থী করেছিল বিজেপি। তৃণমূলের কীর্তি আজাদের কাছে ১ লাখ ৩৭ হাজার ভোটে পরাজিত হন। বাগদার বিজেপির স্থানীয় বিক্ষুব্ধদের দাবি, ভুল প্রার্থী নির্বাচনের খেসারত দিতে হল। গত ১৫ জুন এ ব্যাপারে হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন তাঁরা।

বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা সুপ্রিয়া শিকদার প্রশ্ন তুলেছিলেন, "বাগদায় কি যোগ্য নেতা নেই? কেন বারে বারে বাইরের প্রার্থী দেওয়া হবে?" বিজেপি যুবমোর্চার নেতা, প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সঞ্জয় মল্লিক বলেছিলেন, "একাধিক আসনে ভুল প্রার্থী দেওয়ার খেসারত তো লোকসভা ভোটে দিতে হল। তাতেও কি দলের শিক্ষা হল না?"'

সঞ্জয় সেসময় হুঁশিয়ারির সুরে এও বলেছিলেন, "আগেরবার বিশ্বজিৎ দাসকে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবু আমরা দিনরাত খেটে জিতিয়েছিলাম। মনে রাখবেন, বাগদার মাটিতে কিন্তু সংগঠনটা আমরা করি, মোদী বা শান্তনু ঠাকুর নয়। পার্টি করতে গিয়ে জেলও খেটেছি, ফলে পার্টির ভাল মন্দ নিয়ে বলার অধিকার আমাদেরও আছে।"এবিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার নেতা শান্তনু ঠাকুর বলেন, বহু বুথে ভোট লুট হয়েছে। দলের মধ্যেও কোনও গাফিলতি ছিল কিনা খতিয়ে দেখা হবে।

গণতন্ত্রের টুটি চেপেছে তৃণমূল: মহঃ সেলিম

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ১৩ জুলাই– রাজ্যের চারটি আসনে ফল ঘোষণার পরেই এবার রানীগঞ্জের গির্জা পাড়ায় অবস্থিত, সিপিএমের জেলা কার্যালয়ে, শনিবার এক সাংগঠনিক বৈঠকের মাঝে, সাংবাদিক বৈঠক করে, তৃণমূল ও বিজেপিকে দুষলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মোঃ সেলিম। তার দাবি আজ পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে শুরু করে, সাধারণ নির্বাচনে মানুষ ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না। আর এজন্য একটা বড় অংশের ভোটার ভোট দিচ্ছে না। আবার অনেকে ভোট দিতে গেলেও ভোট দিতে পারে না। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করা হয়েছে । এই লোকসভা নির্বাচনেও রাণীগঞ্জ থেকে রানাঘাট, সর্বত্র ভোট লুটের সময়, ভোট চলাকালীন নির্বাচন কমিশনকে অভিযোগ জানানো হলেও, নির্বাচন কমিশন নিরব থেকেছে।

তার দাবি এই ভোটে মিডিয়া, সবুজ ঝড় বলে শাসকদের পক্ষে প্রচার করলেও, আদপে এটা তৃণমূল গণতন্ত্র কে হত্যা করেছে। তার দাবি আজ তৃণমূল গণতন্ত্রের টুটি চেপে ধরেছে। আর এর ফলে এই নির্বাচনে, পশ্চিমবঙ্গে মানুষের রায় প্রতিফলিত হয়নি। দাবি এবারের লোকসভা নির্বাচনে অনেকটা সফল ইন্ডিয়া ব্লক। চারিদিকে বিজেপি বিরোধী মনোভাব ফুটে উঠেছে । একই সাথে তিনি আম্বানিদের অনুষ্ঠানে মমতার উপস্থিতি প্রসঙ্গে বলেন, মমতা আগেই আম্বানি, আদানিদের কাছে বিক্রি হয়েছে। ইলেক্টোরাল বন্ডের যে টাকা, তার মাধ্যমে। ডেউচা, পাচামির খনি দেওয়ার তৎপরতা তা অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। তিনি এদিন হতাশার সাথে বলেন, দেশের একদিকে দারিদ্র, অপুষ্টি, কাজের অভাব, জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে। মোবাইলের খরচ বাড়ছে, আর অন্যদিকে হাজারো কোটি টাকার মোচ্ছব হচ্ছে।

তৃণমূলের দুর্নীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিভিন্ন এলাকায় লোকে টাকা দিয়ে, সিন্ডিকেট রাজ করে, তোলাবাজি করে, ভয় দেখিয়ে বিশাল বিশাল অট্টালিকা করছে। আর এখনে হকারদের উচ্ছেদ করতে বুলডোজার নামানো হচ্ছে। আর সেখানেই রাস্তার উপর দখলদারি করে তৃণমূলের এসি লাগানো অফিস, বাড়িঘর ,বেআইনিভাবে হলেও তা নিরাপদে রয়েছে। তিনি বলেন আজ জয়ন্ত ও জিতেন্দ্র মধ্যে কোন ফারাক নেই। ওরা টিএমসি ঝান্ডা নিয়ে লুটপাট করে, মানুষের অধিকার কেড়ে নেয় । আজ এরা সব তৃণমূলের সম্পদ। এরাই পরে অনেকে বিজেপিতে যোগ দিচ্ছে। তার দাবি এ যেন রতনে রতন চেনে। এই বলে তিনি দাবি করেন, মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আজ রাজ্য টাকে অপরাধীদের মুক্তাঞ্চল বানিয়ে দিয়েছেন।

তার দাবি ২৫-৭৫ শতাংশ ভাগ দিলে, দুষ্কৃতিকারীরা নিরাপদে থাকে এখানে। এই বলে তার দাবি আজ দুর্নীতিতে কে আস্কারা না দিয়ে, যদি আগে থেকেই এ সকল জয়ন্তদের ধরা হত, তাহলে জয়ন্ত জায়ান্ট হতো না। এই সম্পদ এখন বিপদে পরিণত হয়েছে। রাজ্যের মানুষ আজ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে । কেড়ে নেওয়া হয়েছে, ভোট দেওয়ার অধিকার । আজ পশ্চিমবাংলায় যা হচ্ছে, ত্রিপুরাতেও তাই । এই বলে তিনি দাবি করেন, মমতা ব্যানার্জি, আরএসএসের পাঠশালায় গুন্ডার রাজনীতির শিখে এসে, তা পশ্চিমবাংলায় প্রয়োগ করে চলেছেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে শহিদ স্মরণে একুশে জুলাই 'ধর্মতলা চলো' কর্মসূচি সফল করার উদ্দেশ্যে খড়দহ বিধানসভা কেন্দ্রের রহড়া স্টেশন রোডে দেওয়াল লিখনে স্থানীয় বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
আঞ্চলিক অফিস: কলকাতা (দক্ষিণ)
33, এন.এস. রোড, কলকাতা - 700 001
ইমেল : recvkolksro@centralbank.co.in

পরিশিষ্ট-IV, [বিধি ৪(1)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেখানে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইনটারেস্ট অ্যাক্ট 2002 এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, 2002-এর ধারা 13(12) এবং 13 (2) সহ পঠিত বিধি 3-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঋণগ্রহীতাকে বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে 60 দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ প্লাস সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় পরিশোধ করার আহ্বান জানাচ্ছে।
ঋণগ্রহীতা ব্যাঙ্কের সমগ্র বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছে, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা, জামিনদার এবং সাধারণ জনগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনে ধারা 13(4) সহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, 2002-এর বিধি ৪-এর অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত তারিখে সম্পত্তির দখল নিয়েছে।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তি নিয়ে যেকোনও লেনদেন সুদের পরিমাণ ছাড়াও অন্যান্য চার্জের জন্য সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চার্জ সাপেক্ষে হবে। সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে খালাস করার জন্য সারফেসি অ্যাক্ট-এর ধারা 13-এর উপধারা (৪)-এর বিধানগুলির প্রতি, উপলব্ধ সময়ের ক্ষেত্রে, ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতার নাম	ক) শাখার নাম খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ ঘ) দখলের তারিখ	সম্পত্তির বিবরণ
ঋণগ্রহীতা: মি. তন্ময় ব্যানার্জী, পিতা- রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, নং. 20, কালু রায় লেন, পোস্ট- রিষড়া, হুগলি - 712248, এছাড়াও নং. 13, ননীলাল চ্যাটার্জি লেন, পোস্ট- রিষড়া, হুগলি - 712248,	ক) শ্রীরামপুর শাখা খ) 06.05.2024 গ) টাঃ 5,12,324.50 ঘ) 12.07.2024	(সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিশদ বিবরণ) প্রায় 1কাঠা 3 ছটাক 10 বর্গফুট পরিমাপের বাস্তু জমি এবং তার উপর 110 বর্গ. ফুট পরিমাপের টালির কাঠামোর সমস্ত অবিচ্ছেদ্য অংশ যা জে.এল. নং. 27, তৌজি নং. 3989-এর সঙ্গে সম্পর্কিত, অবস্থান মৌজা- রিষড়া, আর.এস. খতিয়ান নং. 334, আর.এস. দাগ নং. 6137, এল.আর. খতিয়ান নং. 2940, কিন্তু মিউটেশনের পর যার খতিয়ান নং. পরিবর্তন করা হয়েছে, তাই নতুন খতিয়ান নং. 17113 এবং দাগ নং. 15801, রিষড়া, পৌরসভার সীমার মধ্যে হোল্ডিং নং. 13, ননীলাল চ্যাটার্জি লেন, থানা- রিষড়া, জেলা- হুগলি। সীমানা: উত্তরে: মোহিত খানের সম্পত্তি, দক্ষিণে: ননীলাল চ্যাটার্জি লেন, পূর্বে: ওম প্রকাশ পূজারির সম্পত্তি, পশ্চিমে: মোহিত খানের সম্পত্তি।

তারিখ: 12.07.2024, স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত আধিকারিক, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মোদি-রাহুলকে 'মনুস্মৃতি' পুড়িয়ে ফেলার দাবি জানালেন সংবিধান প্রণেতা আম্বেদকরের নাতি

দিল্লি, ১৩ জুলাই-- ভারতের সংবিধান রূপকার বাবাসাহেব আম্বেদকরের নাতি প্রকাশ আম্বেদকর শনিবার এমনই দাবি করলেন যাতে অস্বস্তিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। প্রকাশ আম্বেদকর এদিন বলেন, মোদি-রাহুল যদি সংবিধানকে ভালোবাসেন, তাহলে তাঁরা যেন 'মনুস্মৃতি' পুড়িয়ে ফেলেন। প্রকাশ আম্বেদকর এই দাবি যে বিজেপি ও কংগ্রেস দুই শিবিরের কাছেই মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রসঙ্গত, প্রকাশের এই দাবিতে সংবিধান রক্ষা ও আম্বেদকরের স্বপ্নের সংবিধানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা নিয়ে বিজেপি-কংগ্রেসে যে দড়ি টানাটানি চলছে তাতে বিরাম পড়বে বলেই রাজনৈতিক মহলের মত। লোকসভা ভোটের আগে থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রাক্তন কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির জারি করা জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গ তুলে বারবার বিঁধেছেন গান্ধি পরিবারের উত্তরসূরি রাহুলকে। অন্যদিকে, রাহুল গান্ধিসহ কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া জোট বিজেপির আমলে সংবিধান প্রদত্ত নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ তুলেছে।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, আগামী বছর থেকে ২৪ জুন ভারত সরকার সংবিধান হত্যা দিবস পালন করবে। ১৯৭৫ সালের ওই দিনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন।

তবে মোদির পালটা দিতে ছাড়েনি কংগ্রেসও। ২৪ জুনের পাল্টা আগামী বছর থেকে ৪ জুন দেশে 'মোদি মুক্তি দিবস' পালন করবে কংগ্রেস। এ বছর ওই দিনে লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশিত হয়। চারশো পার দূরে থাক তিনশোর গণ্ডিই পেরতে পারেনি পদ্ম শিবির। ২৪০ আসন পেয়ে খুশি থাকতে হয়েছে নরেন্দ্র মোদির দলকে। কংগ্রেস বিজেপির এই ফলকেই দেশের জন্য মোদি মুক্তি বলে মনে করছে।

এক্সবার্তায় আইনজীবী-রাজনীতিক ও সমাজকর্মী প্রকাশ লিখেছেন, বিজেপি এবং কংগ্রেস দুই দলই সংবিধানকে হত্যা করেছে। প্রান্তিক, বঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া জাতিকে ও সম্প্রদায়কে শুষে নিয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই দুই দলই সংবিধানের মর্যাদা ধুলোয় মিশিয়েছে। বাবা সাহেবের যে আদর্শ ও মূল্যবোধ সংবিধানকে উজ্জ্বল করেছিল, তাকে দূষিত করেছে বিজেপি এবং কংগ্রেস, বলেন প্রকাশ আম্বেদকর।

বেপরোয়া হয়ে অস্তিত্ব জানাতেই জম্মু-কাশ্মীরের উপরাজ্যপালের হাতে বাড়তি ক্ষমতা কেন্দ্রের

জম্মু-কাশ্মীর, ১৩ জুলাই-- জম্মু-কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচনের জল্পনার মধ্যেই জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন আইন ২০১৯-এর নিয়ম সংশোধন করল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। আইন সংশোধন করে জম্মু-কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহার ক্ষমতা আরও বাড়াল কেন্দ্রীয় সরকার। সংশোধনীর মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক পুলিশ, পাবলিক অর্ডার, দুর্নীতি দমন ব্যুরো, অল ইন্ডিয়া সার্ভিস অফিসারদের বদলি ও পোস্টিং ও বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের নিয়োগ সংক্রান্ত অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করেছে। সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরে উপর্যুপরি জঙ্গি হামলার ঘটনায় উদ্বেগ বেড়েছে প্রশাসনের। সেদিকে তাকিয়েই এই পদক্ষেপ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ। ২০১৯ সালে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের উপরাজ্যপাল হন মনোজ সিনহা।

এই পদক্ষেপের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা, বদলি, বিচার, অ্যাটর্নি জেনারেল সহ সরকারি আইনজীবী নিয়োগ সহ গুরুত্বপূর্ণ একাধিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কোনও নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতা সীমিত করে দিল। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আইনের অধীনে পুলিশ, পাবলিক অর্ডার, এআইএস ও এসিবি সম্পর্কিত কোনও প্রস্তাব যেটিতে অর্থ বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন হয় তা যদি মুখ্যসচিবের মাধ্যমে উপরাজ্যপালের সমানে রাখা হয় তবে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে না। আদালতের কার্যক্রমে অ্যাডভোকেট-জেনারেলকে সহায়তা করার জন্য একজন অ্যাডভোকেট-জেনারেল এবং অন্যান্য আইনি কাজকর্ম চালানোর জন্য কর্মকর্তা নিয়োগের প্রস্তাব পেশ করার জন্য আইন বিভাগ, বিচার ও সংসদীয় বিভাগ মুখ্য সচিব ও মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে উপরাজ্যপালের কাছ থেকে অনুমোদন পাওয়ার জন্য প্রস্তাব পেশ করবে। প্রসিকিউশন অনুমোদনের মঞ্জুরি বা প্রত্যাখ্যান বা আপিল দায়ের সংক্রান্ত কোনও প্রস্তাব আইন বিভাগের দ্বারা মুখ্যসচিবের মাধ্যমে লেফটেন্যান্ট গর্ভনরের সামনে রাখা যাবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জম্মু ও কাশ্মীর বিধিমালা ২০১৯ সংশোধনের মাধ্যমে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ব্যবসায়িক লেনদন সংক্রান্ত নিয়মের সংশোধন করেছে।

সাম্প্রতিক অতীতে জম্মু ও কাশ্মীরে বার বার জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে। সম্প্রতি কাঠুয়াতে সেনা কনভয় লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় সন্ত্রাসবাদীরা। ওই হামলায় শহিদ হয়েছেন ৫ জওয়ান। আহত আরও অনেকে। অমরনাথ যাত্রা শেষ হওয়ার কথা ১৯ আগস্ট। ঠিক সেই সময় এভাবে বার বার জঙ্গি হামলার ঘটনায় স্বভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়ছে। যদিও সংশ্লিষ্ট মহলের দবি, লাগাতার অভিযানে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে উপত্যকার জঙ্গিদের। তাই আরও বেপরোয়া হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিতে শুরু করেছে তারা। এর পরই জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষিত হতে পারে। এর মধ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিজেপির শীর্ষনেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এবং উপত্যকার নেতাদের নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

শব্দমঞ্জরী ছক-৭

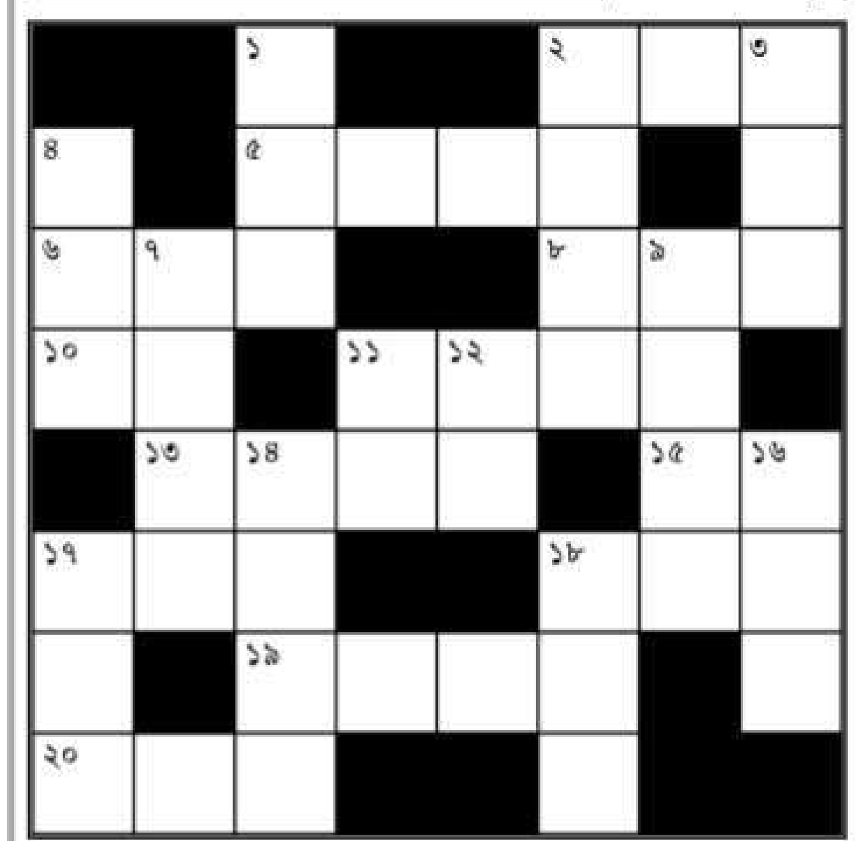

সূত্র:

পাশাপাশি:
২) সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্য যে ভোজ দেওয়া হয়, ৫) পাঁচ শিরার টক ফল, ৬) বৌদ্ধমঠ, ৮) চালাকচতুর, ১০) এ নিয়েও কষাকষি চলে, ১১) পরিব্রাজক বিবেকানন্দ বৃন্দাবন ভ্রমণ শেষ করে এই স্টেশনে আসেন, ১৩) দরবেশি সুর, ১৫) রামায়ণের এক রাক্ষস, ১৭) পাঞ্জাবের এ নদী এখন হয়েছে 'ঝিলম', ১৮) নিঃসঙ্গ, ১৯) হিসেবে এ হলেই মুশকিল, ২০) '— রাত্রি অন্ধ যাত্রী'।

উপর-নীচ:
১) এমন লোক কাজ চায়, ২) এমন বাড়ি, এমন গাড়ির মেরামতির দরকার, ৩) রক্তবর্ণ, ৪) পণ্ডিত, ৭) খেলায় পরাজিত পক্ষ, ৯) বেনার মূল, ১১) লজ্জা, ১২) উপকণ্ঠ, ১৪) দরজি, ১৬) লালফুল, ১৭) ভস্ম, ১৮) কোঁকড়ানো কেশ।

স্নেহাশিস কুমার

উত্তর
ছক—৬

পাশাপাশি:
১) সর্পভুক, ৪) ধুৎ, ৫) শুনক, ৬) ওড়িশি, ৮) টগর, ১০) বানর, ১২) ল.সা.গু, ১৪) চেতন, ১৬) হঠাৎ, ১৮) বিঘত, ১৯) ভান, ২০) কারগুব।

উপর-নীচ:
১) সৎ, ২) ভুতুড়ি, ৩) অনবরত, ৪) ধুলট, ৬) ওরসা, ৭) শিবা, ৯) গলদঘর্ম, ১২) নচেৎ, ১৩) গুহ, ১৫) নলিন, ১৭) ঠাকুর, ১৯) ভাব।

দুই রাজ্য মিলিয়ে বজ্রাঘাতে প্রাণ গেল অন্তত ৬০ জনের

পাটনা, ১৩ জুলাই— কোথাও চাতক পাখির চাওয়া শেষ হচ্ছে না তো কোথাও অঝোর বারিণে ধরিত্রি 'ত্রাহিমাম' রব তুলেছে। একদিকে পশ্চিমবঙ্গ যেখানে বুকফাঁটা রোদ, প্রচণ্ড গরমে নাজেহাল, অন্যদিকে বিহার, ইউপি, অসমে বৃষ্টিতে বন্যা। বিগত দু-দিনে বিহার ও উত্তরপ্রদেশে বৃষ্টির সময় বজ্রপাতেই কার্যত প্রাণ গিয়েছে অন্তত ৬০ জনের, আহত একাধিক। উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে। দেখা গেছে, উত্তরপ্রদেশের ১০ জেলার ৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে বজ্রপাতে। আর বিহারের একাধিক জেলা মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা ২০, আহত ৪০ জন। এই তথ্য শুধুমাত্র গত বুধবার এবং বৃহস্পতিবারের। আবহবিদরা বলছেন, বর্ষাকালে একের পর এক এমন বজ্রপাতের ঘটনা খুব একটা স্বাভাবিক নয়। যদি বিষয়টি স্বাভাবিক না হয় তাহলে এমন ঘটনা বারবার ঘটছে কেন? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যে সব জায়গায় বজ্রপাতের ঘটনা ঘটেছে সে সব জায়গা আগে থেকে শুকনো এবং গরম ছিল। বৃষ্টির জল তপ্ত জমিতে পড়ার ফলে হঠাৎ করেই আর্দ্রতার পরিমাণ বেড়ে গেছে। ফলত এই পরপর বজ্রপাতের ঘটনা। আবহাওয়া দফতর বলছে, সাধারণত এমন বজ্রপাতের ঘটনা বর্ষাকাল শুরুর আগে বা বর্ষাকাল শেষ হয়ে যাওয়ার সময়ে হয়। পুরোদমে যখন বর্ষাকাল চলছে তখন এই মুহুর্মুহু বজ্রপাতের ঘটনা সত্যিই খুব একটা দেখা যায় না। এই মুহূর্তে উত্তর প্রদেশ থেকে অসম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে একটি অক্ষরেখা, যেটি বিহার এবং উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে গেছে। অন্যদিকে মৌসুমী অক্ষরেখা রাজস্থান থেকে শুরু হয়ে জয়সলমীর, কোটা শিবপুরি ডালটনগঞ্জ হয়ে পুরুলিয়া-কাঁথি পর্যন্ত বিস্তৃত।

কেজরিওয়ালকে জেলে অত্যাচার করতে চাইছে মোদি সরকার, কোমায় যেতে পারেন তিনি: আপ

দিল্লি, ১৩ জুলাই-- এক কোর্ট জামিন দিচ্ছে তো আরেক কোর্ট জেল হেফাজত। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জামিন নিয়ে যেন দড়ি টানাটানি খেলছে ইডি-সিবিআই। সুপ্রিম কোর্ট ইডি মামলায় তাঁকে স্বস্তি দিয়েছে। জামিনের আবেদন মঞ্জুর হয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। যদিও আবগারি মামলায় গ্রেফতার হওয়ার পর এখনও জেলমুক্তি ঘটেনি তাঁর। এরই মধ্যে আবার আম আদমি পার্টি দাবি করেছে, গ্রেফতারির পর থেকে এখনও পর্যন্ত ৫ বার সুগার ফল হয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। ওজন আরও ৮.৫ কিলো কমে গেছে! আপের রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং-এর দাবি, অনেকটা ওজন কমে গেছে কেজরিওয়ালের।

আপ সাংসদের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ, 'জেলের মধ্যে কেজরিওয়ালকে অত্যাচার করতে চাইছে বিজেপি। তাঁর জীবন নিয়ে খেলতে চায় তারা। গ্রেফতারির সময়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর ওজন ছিল ৭০ কিলো। আর এখন তা কমে হয়েছে ৬১.৫। ক্রমাগত এইভাবে ওজন কমে যাওয়ার বিষয়টি মোটেই স্বাভাবিক নয়। অথচ তাঁকে কোনও পরীক্ষা করতে দেওয়া হচ্ছে না।

ওজন কমার পাশাপাশি তাঁর অন্তত ৫ বার সুগার ফল হয়েছে। সুগারের মাত্রা ৫০-এর নীচে চলে গেছে! এটাও আতঙ্কের বিষয়।' সঞ্জয় সিং সাফ বলছেন, এইভাবে প্রতিদিন সুগার লেভেল পড়তে থাকলে যে কেউ যখন-তখন কোমায় চলে যেতে পারেন।

আবগারি দুর্নীতি মামলায় লোকসভা ভোটের মুখে গত ২১ মার্চ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হেফাজত হয়ে তিহারে ঠাঁই হয়েছিল কেজরিওয়ালের। ভোটের প্রচারের জন্য কিছুদিন শর্তসাপেক্ষে জেল থেকে জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন আপ প্রধান। আদালতের শর্ত মেনে ভোট শেষ হতেই তিহারে ফিরেছেন কেজরিওয়াল। আবগারি দুর্নীতি মামলায় ইডির গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জামিনের আবেদন করেছিলেন আম আদমি পার্টির নেতা। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট কেজরিওয়ালকে জামিন দিলেও আপাতত জেল থেকে বেরতে পারছেন না তিনি। কারণ ইতিমধ্যেই সিবিআই তাঁকে জেলেই গ্রেফতার করেছে। সেই মামলায় এখনও জেল হেফাজতে আছেন তিনি।

ভারতে 'দুই সন্তান' নীতি চালুর দাবি বিশ্ব-হিন্দু পরিষদের

দিল্লি, ১৩ জুলাই - জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনের উপর জোর দিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। ভারতের পুরনো 'দুই সন্তান' নীতির উপরি ফের জোর দিতে চাইল বিশ্ব-হিন্দু পরিষদ। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে বিশ্বহিন্দু পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুরেন্দ্রকুমার জৈন বলেন , ভারত জনসংখ্যার জনবিস্ফোরণের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখনই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে জরুরি পদক্ষেপ করা উচিত। সুরেন্দ্র জৈন অবশ্য বলেছেন, একটি পরিবারে কতজন সন্তান থাকবে, সেই সিদ্ধান্ত অতি অবশ্যই মহিলাদের নেওয়া উচিত।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, এবং তার পাশাপাশি জন-ভারসাম্য দুদিকেই নজর রাখার কথা বলেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুরেন্দ্র জৈন। তিনি স্পষ্ট জানান, 'শুধু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করলেই হবে না। জনসংখ্যার ভারসাম্যের দিকটাও খেয়াল করতে হবে। এলাহাবাদ হাইকোর্টও এই নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। জনসংখ্যার ভারসাম্য না থাকাই আমাদের ক্ষতি করছে । এগুলি নিয়ন্ত্রন করতে একটা সুষ্ঠ জনসংখ্যা নীতি থাকা দরকার। হিন্দু হোক বা মুসলিম, যে কোনও ধর্ম কেউ পালন করতে পারেন, কিন্তু জনসংখ্যা নীতি তাঁদের সকলের জন্য সমান হতে হবে। অভিন্ন জনসংখ্যা নীতি আমাদের সংবিধানের সঙ্গেও সাযুজ্যপূর্ণ।'

সুরেন্দ্র বলেন, জনসংখ্যার স্থিতাবস্থার জন্যও দুই সন্তান নীতি দরকার। তিনি বলেন, 'আমরা দুই সন্তান নীতি চাই। এই নীতি সারা দেশের জন্যই অভিন্ন হওয়া দরকার। গবেষণায় ইতিমধ্যেই প্রমাণিত, জনসংখ্যা বাড়লে কী কী সমস্যা হতে পারে। কিন্তু আমরা আবার এক সন্তান নীতিও চাই না। চিন এটা করে বিপাকে পড়েছে। আমাদের এটা থেকে সাবধান হওয়া উচিত। তাই আমরা দুই সন্তান নীতিই চাইছি।' ২০২২ সালে সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতও একই সুরে কথা বলেন। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, জনসংখ্যার ভারসাম্য না থাকার ব্যাপারটাকে আর উপেক্ষা কয়া যায় না। গত দুই দশকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে একাধিক নীতি পাশ করিয়েছে আরএসএস।

গত লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে রাজস্থানের বনসওয়াড়ায় প্রচারে গিয়ে নরেন্দ্র মোদি নাম না করে দুই সন্তান নীতি নিয়ে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের দিকে তোপ দেগেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের একটি বিবৃতিকে নিশানা করে মোদি বলেন, কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহার বলছে, কংগ্রেস নাকি মা-বোনেদের সোনা ও সম্পত্তির হিসেব করে সেসব ভাগ বাঁটোয়ারা করে দেবে। কাদের করবে? যাদের বেশি সন্তান আছে। যারা বহিরাগত। আপনারা কি চান, আপনাদের কষ্টের টাকা বহিরাগতদের দিকে যাক? বলা বাহুল্য, মোদির এই বিতর্কিত বক্তব্য নিয়ে চর্চা কম হয়নি। ধোপেও টেকেনি। বনসওয়াড়ায় জয়ী হয়েছেন ভারত আদিবাসী দলের প্রার্থী, ইন্ডিয়া জোটসঙ্গী রাজকুমার রোয়াত।

সুরেন্দ্র অবশ্য শুরুতে সরাসরি দুই সন্তান নীতি নিয়ে কোনও সম্প্রদায়ের দিকে আঙ্গুল তোলেননি। তবে মুসলিম মহিলাদের অধিকারের প্রসঙ্গ তুলে সুরেন্দ্র বলেন, 'যাঁরা এসব উদ্যোগে বাধা দেন, তাঁদের একটু চিন্তাভাবনা করা দরকার। আর কতদিন মুসলিম মহিলারা তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন ? যাঁরা আপত্তি করেন, তাঁরা আর কতদিন মুসলিম মহিলাদের নারকীয় জীবন যাপন করতে বাধ্য করবেন?'কিন্তু পরে সরাসরি মুসলিমদের নিশানা করে সুরেন্দ্র বলেন, 'আমরা দেখেছি, শাহ বানোর সঙ্গে কী হয়েছে। ওঁরা এটাকে ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। এটা কী করে সত্যি হয় ? কেউ কি ওঁদের প্রার্থনা করতে বারণ করেছে? কেউ কি বলেছে, মাথায় ফেজটুপি পরা যাবে না বা দাড়ি রাখা যাবে না ? ওঁরা আসলে দেশের গণতন্ত্র নিয়েই খেলতে চাইছেন। এটা সহ্য করা হবে না।'

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে বিজেপি ও সংঘের দাবি দীর্ঘদিনের। সুরেন্দ্র আরও একবার বললেন, 'অভিন্ন জনসংখ্যার নিয়ম সমস্ত সভ্য দেশে পালন করা হয়। ভারতেই বা হবে না কেন? আমাদের এখনই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করা উচিত। জনসংখ্যা নিয়েও অভিন্ন নীতি থাকবে। অসম বা উত্তরাখণ্ডে তো ইতিমধ্যেই রয়েছে।' কীরকম নীতি হবে? উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, 'যেমন ধরুন, কেউ যদি পঞ্চায়েত ভোটে লড়তে চান, তাহলে যাঁর দুয়ের বেশি সন্তান থাকবে, তিনি মনোনয়ন দিতে পারবেন না। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও দুইয়ের বেশি সন্তান থাকলে চলবে না। আমাদের জনসংখ্যার ভারসাম্যের দিকে অবিলম্বে নজর দিতে হবে।'

প্রসঙ্গত, চিনকে চাপিয়ে জনসংখ্যার বিচারে প্রথম স্থান দখল করেছিল ভারত। রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্টেও বলা হয়েছে, ২১০০-র পর ভারত প্রথম স্থানে থাকবে। বর্তমানে ভারতের জনসংখ্যা ১৪৫ কোটি।

২৫ এর বদলে ৪, সংবিধান হত্যা দিবসের জবাবে কংগ্রেসের মোদি মুক্তি দিবস

দিল্লি, ১৩ জুলাই— বিজেপির ২৫-র বদলে কংগ্রেসের ৪। গতকাল মোদি সরকার ২৫ জুনকে সংবিধান হত্যা দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা করেছে। এই ঘোষণার মাধ্যমে বিজেপি যে আদতে কংগ্রেসকে বিঁধতে চেয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না কারণ ১৯৭৫ সালের ওই দিনই ইন্দিরা গান্ধি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন। আর মোদির ঘোষণার ঠিক একদিন পরই কংগ্রেস ৪ জুলাইকে মোদি মুক্তি দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা করল। কারণ এ বছর ওই দিনে লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশিত হয়। চারশো পার দূরে থাক তিনশোর গণ্ডিই পেরতে পারেনি পদ্ম শিবির।

কংগ্রেস বিজেপির এই ফলকেই দেশের জন্য মোদি মুক্তি বলে মনে করছে। বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা প্রমোদ তিওয়ারির কথায়, কেন্দ্র একটা পুরনো ইস্যু নিয়ে রাজনীতির জলঘোলা করতে চাইছে। ২৫ জুন যদি সংবিধান হত্যা দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তাহলে মোদির শাসনকে কী বলা হবে? প্রবীণ নেতার কথায়, মোদির জমানাকে তো সংবিধান হত্যার দশক বলে চিহ্নিত করতে হয়। দলের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশের কথায়, নরেন্দ্র মোদি সরকার সংবিধান বদলে দেওয়ার চেষ্টায় ছিল। লোকসভা ভোটে মানুষ তাদের সেই চেষ্টা ভেস্তে দিয়েছে।

মোদি সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সদলবলে পথে নেমেছে কংগ্রেস। মুখ খুলেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

কাঠমান্ডুর কুর্সিতে ফের ফিরছেন 'চিনপন্থী' ওলি

কাঠমান্ডু, ১৩ জুলাই— ভারতের প্রতিবেশী দেশ নেপালেও যেন ভারতেরই প্রতিচ্ছবি। যদিও মাওবাদী নেতা পুষ্পকমল দহল ওরফে প্রচণ্ডের স্থানে নেপালের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন আর এক 'চিনপন্থী' নেতা কেপি শর্মা ওলি। তিনি কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (ইউনিফায়েড মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট)-এর প্রধান। শের বাহাদুর দেউবার নেতৃত্বাধীন নেপালি কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে তৃতীয় বার কাঠমান্ডুর কুর্সিতে ফিরতে চলেছেন তিনি। ভারতের মোদি সরকারের মতো জোটে ভর করে ওলি হতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী। শনিবারই আনুষ্ঠানিক ভাবে জোট সরকারের প্রধান হিসাবে সিপিএন (ইউএমএল) নেতা ওলির নাম ঘোষণা হল।

শুক্রবার নেপাল পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভসে আস্থাভোট পরাজিত হওয়ার পরে প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেন মাওয়িস্ট সেন্টারের প্রধান প্রচণ্ড। তার আগেই অবশ্য নেপালি কংগ্রেস-সিপিএন (ইউএমএল) জোটের কথা আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষিত হয়েছিল। তবে জল্পনা ছিল প্রধানমন্ত্রীর নাম নিয়ে। নেপালি কংগ্রেসের ৮৯ জন এবং সিপিএন (ইউএমএল)-এর ৭৮ মিলিয়ে মোট ১৬৭ জন সংসদের সমর্থন ওলির সঙ্গে রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের নভেম্বরে নেপালের সাধারণ নির্বাচনে নেপালি কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে লড়েছিল প্রচণ্ডের মাওয়িস্ট সেন্টার। কিন্তু ভোটে জেতার পরেই দেউবাকে ছেড়ে ওলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন প্রচণ্ড। ২০২৩-এর মধ্য পর্বে ওলির সঙ্গে মতবিরোধের সময় দেউবার সমর্থন নিয়ে কাঠমান্ডুর কুর্সি বাঁচিয়েছিলেন একদা গেরিলা যোদ্ধা। মোট চার বার জোট বদলে কুর্সি বাঁচালেও এ বার 'চিনপন্থী' ওলি 'জাতীয়তাবাদী' দেউবার সঙ্গে হাত মেলানোয় প্রচণ্ডের কুর্সি নড়ে উঠেছে।

শুক্রবার আস্থাভোটে ২৭৫ সদস্যের হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভসের ২৫৭ জন ভোট দিয়েছিলেন। প্রচণ্ডকে সমর্থন করেছেন মাত্র ৬৩ জন! ১৯৪ জন বিরোধিতা করেছেন। তবে আস্থা ভোটের আগে প্রচণ্ডের প্রস্তাব মেনেই চিনের সঙ্গে 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ'-এ বেজিং-কাঠমান্ডু রেল যোগাযোগ পরিকাঠামো গড়ে তুলতে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির বিষয়টিতে ঐকমত্য হয়েছে পার্লামেন্টে। সমর্থন করেছে ওলির দল।

মোদি-পুতিন সাক্ষাৎ, আমেরিকার ক্ষোভ মেটাতে আসরে ডোভাল

দিল্লি, ১৩ জুলাই— রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে কার্যতই দুই শিবিরে বিভক্ত গোটা বিশ্বের তাবড়-তাবড় দেশ। যদিও আমেরিকার মতো শক্তিধর দেশের কাছে রাশিয়া চক্ষুশূল নানা কারণে। সেই রাশিয়া সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে ভারতের এই রাশিয়া সফরকে খুব একটা ভালো চোখে নেয়নি ওয়াশিংটন। এখন প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কী দূরত্ব বাড়ছে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে? এই পরিস্থিতিতে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভানের সঙ্গে কথা বললেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল।

রাশিয়া সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদি আঞ্চলিক-আন্তর্জাতিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে। দুই 'বন্ধু' ধরা দেন বেশ খোশমেজাজে। কিন্তু এই মোদি-পুতিন সখ্য মোটেই ভালোভাবে নেয়নি আমেরিকা।

ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে সংঘাতে জড়িয়েছে আমেরিকা ও রাশিয়া। এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই অত্যাধুনিক হাতিয়ার দিয়ে কিয়েভকে সাহায্য করছে ওয়াশিংটন। যা নিয়ে রেগে লাল মস্কো। একাধিকবার আমেরিকা-সহ পশ্চিমা বিশ্বকে পরমাণু যুদ্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পুতিন। এই আবহেই গত সোমবার রুশ সফরে যান মোদি। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ আমেরিকা! ফলে এই সফরকে কেন্দ্র করে আগামিদিনে দিল্লি-ওয়াশিংটন সম্পর্ক কোনদিকে মোড় নেয় তা নিয়ে নানা জল্পনা চলছে কূটনৈতিক মহলে। এই পরিস্থিতিতে, গতকাল, অর্থাৎ শুক্রবার সুলিভানকে ফোন করেন ভারতের 'সুপার স্পাই' ডোভাল। এনিয়ে বিদেশমন্ত্রক বিবৃতি দিয়ে জানায়, দুদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা হয়েছে দুজনের মধ্যে। বিবৃতিতে বলা হয়, 'ভারত ও আমেরিকার মধ্যে কৌশলগত সহযোগিতা রয়েছে। যা খুবই মজবুত। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে, স্থিতিশীলতা আনতে ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এই দুদেশের সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'শহিদ দিবসে' গৃহবন্দির অভিযোগ মেহবুবা, ওমরের

শ্রীনগর, ১৩ জুলাই - জম্মু ও কাশ্মীরের 'শহিদ দিবসে' প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতিকে গৃহবন্দি করার অভিযোগ উঠল। ১৩ জুলাই শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরে 'শহিদ দিবস' পালন করা হয়। এদিন শহিদদের সমাধিস্থল মাজার-ই-শুহাদায় শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের রেওয়াজ রয়েছে। উপত্যকার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি এবং অন্য আর এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লারও সমাধিস্থলে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এদিন তাঁদের গৃহবন্দি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন খোদ পিডিপি নেত্রী মেহবুবা। মেহবুবা শনিবার এক্স হ্যান্ডলের একটি পোস্টে এই অভিযোগ করেন। আর এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার অভিযোগ, শহিদদের সমাধিস্থল মাজাই-ই-শুহাদায় যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

রাজধানীর সবুজ ধ্বংসে সুপ্রিম কোর্টের তোপে দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর

দিল্লি, ১৩ জুলাই - দিল্লির 'সবুজ ফুসফুস' বলে পরিচিত আরাবল্লি রেঞ্জের শুষ্ক পর্ণমোচী বনভূমি 'রিজ'। এর সবুজ ধ্বংস নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের তোপের মুখে পড়লেন দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভিকে সাক্সেনা। রিজ-এ সবুজ ধ্বংসের বিরোধিতায় দায়ের করা মামলা চলাকালীন কেন সেখানে নির্বিচারে গাছ কাটা হলো, কার অনুমতি নিয়ে এই নিধন --তা নিয়ে দিল্লি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের জবাব তলব করেছিল শীর্ষ আদালত। গাছ কাটার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। তা অমান্য করে দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর গাছ কাটার অনুমতি দিলেন কিভাবে --সে প্রশ্ন তুলেছে বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চ। ক্ষুব্ধ আদালতের প্রশ্ন, তিনি কি নিজেকে আদালত মনে করছেন? শুক্রবার শুনানিতে ডিডিএ-কেও তিরস্কার করেছে দুই বিচারপতির বেঞ্চ।

সুপ্রিম কোর্টে রিজ-সংক্রান্ত মামলার মধ্যে ডিডিএ কী করে আদালতের বদলে গাছ কাটতে এলজি'র অনুমতি চাইল এবং এলজি কী করে নিজেকে অনুমতি দেওয়ার অধিকারী মনে করলেন, তাতে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ শীর্ষ আদালত। এলজি, ডিডিএ এবং দিল্লির সরকার যে ভাবে একের পর এক আইন বিরুদ্ধ কাজ করেছে এবং তার পর শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা চালিয়েছে--তাতে প্রবল বিরক্ত সুপ্রিম কোর্ট। তথাকথিত 'উন্নয়ন' নিয়ে এলজি-সহ বিভিন্ন পক্ষের অতি-তৎপরতায় রীতিমতো সন্দেহ প্রকাশ করেছে আদালত । এলজি'র পক্ষ নিয়ে সওয়াল করতে গিয়ে বিচারপতিদের তোপের মুখে পড়েন ডিডিএ'র আইনজীবীও।

এলজি'র ভূমিকা নিয়ে আদালত যাতে কোনও সিদ্ধান্তে না আসে, সেই আর্জি জানান এজলাসে হাজির বর্ষীয়ান আইনজীবী মহেশ জেঠমালানি। তিনি কার প্রতিনিধি সে প্রশ্নও তোলে আদালত। কার অনুমতিতে ৪২২টি গাছ কাটা হলো শীর্ষ আদালতে মামলা চলাকালীন-ডিডিএ, দিল্লির সরকার এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের কাছে জবাব তলব করেছে আদালত। একই সঙ্গে দিল্লির সরকারের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে গাছ কাটার ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে তাদের পরিকল্পনা কি।

পেঁয়াজ কাঁদালেও আলু-টমেটো ফেরাবে স্বস্তি

মুম্বই, ১৩ জুলাই-- বর্ষার অনুপস্থিতিতে হু হু করে বেড়েছে সবজির দাম। এতো গেল বাংলার কথা। আবার বাংলার আশে-পাশের বেশ কিছু রাজ্যে বৃষ্টির প্রবেশ ঘটেছে ইতিমধ্যেই। আর সেই অজুহাতে সেখান থেকে আসা সবজির দাম ঊর্ধ্বমুখী। বাংলায় উৎপন্ন আলুও অবশ্য পিছিয়ে নেই। সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইতে নেমেছে পেঁয়াজও। এবারও গতবছরের মতো কাঁদাতে প্রস্তুত পেঁয়াজ। মধ্য ও নিম্নবিত্তের জন্য তবে একটা সুখবর এনেছে টমোটো। অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটকের হাইব্রিড টমোটো বাজার দখল করবে আর কয়েক দিনের মধ্যেই। কন্দ্রীয় সরকারি এক আধিকারিক জানিয়েছেন, টমেটোর মতো আলুও নাগালের মধ্যে আসবে খুব শীঘ্রই।

শনিবার সরকারি আধিকারিক বলেন, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশে অতিবৃষ্টি না হলে দুয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হাইব্রিড টমেটো উঠতে শুরু করবে। একইভাবে আলুর

সরবরাহেও স্থিরতা আসবে। উল্লেখ্য, কলকাতায় এখনই জ্যোতি আলু ৩৫ টাকা ও চন্দ্রমুখী ৪৫ টাকায় চড়েছে। ভোগ্যপণ্য বিষয়ক মন্ত্রকের ওই আধিকারিকের মতে, প্রথমে অতিরিক্ত গরম এবং তারপর হঠাৎ করে অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে বাজারে আলু, পেঁয়াজ ও টমেটোর দাম বেড়েছে। চাহিদা ও জোগানের হেরফের ঘটাই এর মূল কারণ। এবার জোগান ঠিকমতো হয়ে আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সুতরাং, দামও ধীরে ধীরে নামতে শুরু করতে পারে।

পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পেতে থাকায় আফগানিস্তান থেকে আমদানির ঘোর বিরোধিতা করেছেন নাসিকের কৃষকরা। গত কয়েকদিন ধরে আফগানিস্তান থেকে পেঁয়াজ আমদানি চলতে থাকায় মহারাষ্ট্রের চাষিরা কেন্দ্রীয় সরকারকে তা বন্ধ করার হুমকি দিয়েছেন। পেঁয়াজ উৎপাদক কৃষকেরা কেন্দ্রকে জানিয়ে দিয়েছে, আমদানি বন্ধ না করলে তাঁরাও রাজ্যের বাইরে পেঁয়াজ পাঠানো বন্ধ করে দেবেন। আর তেমনটা হলে এরাজ্যেও তার প্রভাব পড়বে।

মহারাষ্ট্র পেঁয়াজ কৃষক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বলেন, কেন্দ্র এই মুহূর্তে আমদানি বন্ধের নির্দেশ না দিলে দেশের অন্যত্র পেঁয়াজ পাঠানো বন্ধ করে দেব আমরা। এ বিষয়ে একটি সরকারি পত্র নাসিকের জেলাশাসককেও পাঠিয়েছে সংগঠন।

এদিকে, টম্যাটোর বিষয়ে সুখবর জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় এক অফিসার। তিনি জানান, দেশের বিভিন্ন শহরেই কিছুদিনের মধ্যে টম্যাটোর দাম বেড়েছে। যেমন দিল্লিতে প্রতি কেজি ৭৫ টাকা ছুঁয়েছে টম্যাটো। আগের বছর যা ছিল দেড়শো টাকা কেজি। মুম্বইয়ে গত ১২ জুলাই টম্যাটো ছিল ৮৩ টাকা এবং কলকাতায় এখনও ৮০ টাকা করে টম্যাটো।

আন্তর্জাতিক আঙিনায় শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

ঢাকা, ১৩ জুলাই-- বাংলা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক আঙিনায় এবার দেখা যাবে অভিনেতা শাশ্বতকে। বাংলাদেশের সিরিজে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি ওপার বাংলায় শুটিং সেরে কলকাতায় ফিরেছেন অভিনেতা। সম্পর্ক আর রহস্যের মিশেলে তৈরি এই সিরিজ, নাম 'গুলমোহর'। পরিচালনায় 'কারাগার' সিরিজ-খ্যাত সৈয়দ আহমেদ শাওকী। খবর, মাস দুয়েকের মধ্যে বাংলাদেশের ওয়েব প্ল্যাটফর্ম 'চরকি'তে মুক্তি পাবে 'গুলমোহর'।

জানা গিয়েছে, শাশ্বতকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে দেখা যাবে। সিরিজেরর শুটিং শেষ হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের প্রথম সারির

অভিনেতারাও রয়েছেন। সম্পাদনার কাজ চলছে জোরকদমে। সব ঠিক থাকলে খুব তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে এই সিরিজ।

সিরিজে তথাকথিত প্রেমের গল্প বলেননি শাওকী। সম্পর্কের আলো-আঁধারি আর রহস্য মিলেমিশে জায়গা করে নিয়েছে চিত্রনাট্যে। এ-ও জানা গিয়েছে, শাশ্বতের সঙ্গে কাজ করে পরিচালক অত্যন্ত খুশি। আগামী দিনে তিনি এ পার বাংলার অভিনেতাদের সঙ্গে আরও বেশি করে কাজ করতে চান।

আরও খবর, শাশ্বতের সঙ্গে অভিনয় করেছেন বাংলাদেশের অভিনেত্রী সুষমা সরকার। অভিনেতার সঙ্গে কাজ করে তিনি আপ্লুত। সমাজমাধ্যমে নিজস্বী ভাগ করে লিখেছেন, 'শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় আমার খুব পছন্দের একজন অভিনেতা। ওঁর সঙ্গে একই সিরিজে কাজ হবে কখনও ভাবিনি। কিন্তু হয়ে তো গেল!'

জীবন বিস্তৃত হোক মৃত্যুরও পরে

সুজন ভট্টাচার্য

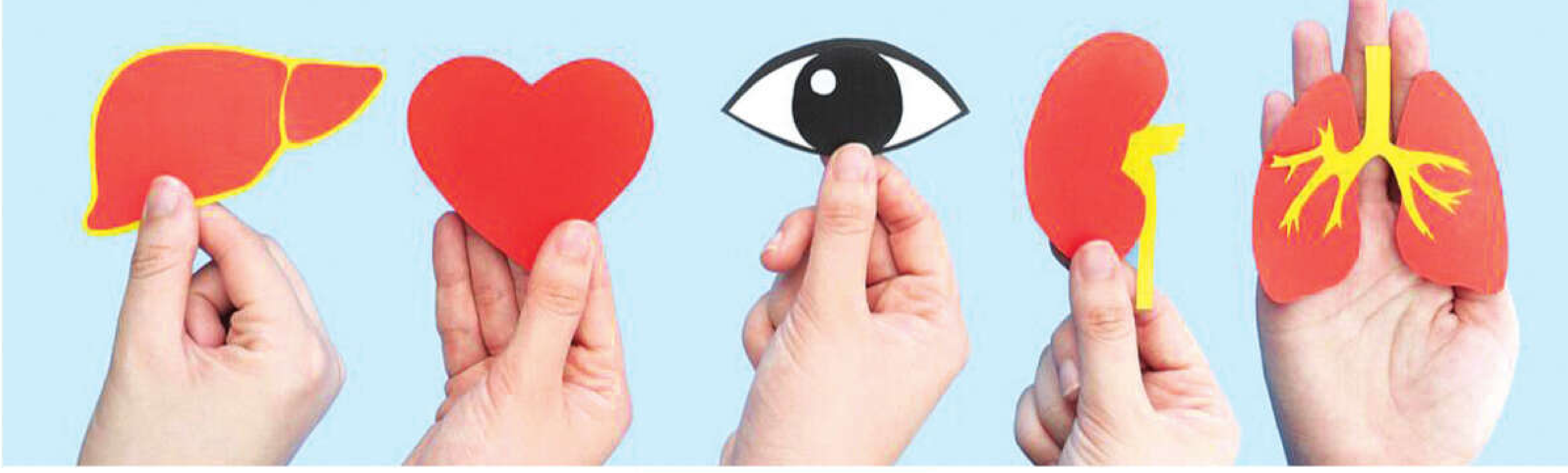

ফোনটা এসেছিল বছরদেড়েক আগে। করেছিলেন এক ভদ্রমহিলা। একমাত্র মেয়ের লিভার খারাপ। কলকাতার একটি নামী প্রাইভেট হাসপাতালে দেখিয়েছেন। লিভার ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট করতে হবে, খরচ ষোল লক্ষ টাকা। সঙ্গে লিভারের একাংশ দেবেন, এমন একজন সম্ভাব্য দাতা। পরিবারে বা আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ব্লাড গ্রুপ মিলছে, এমন কেউ নেই। 'আমাকে একজন ডোনারের ব্যবস্থা করে দিন দাদা', কাঁদতে শুরু করে দিলেন ভদ্রমহিলা, 'যা লাগবে, দেব'।

এমন অনেক ফোন বা মেল আসেই। কখনো কখনো মনটা খারাপও হয়ে যায়। তবুও নিজেদের কর্মপদ্ধতি এবং দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আপোষের কোনও প্রশ্নই নেই। তাই উত্তর দিলাম, 'অঙ্গব্যবসার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই দিদি। তবে যদি চান, আপনাকে বিকল্প রাস্তা বলতে পারি'। মহিলা সায় দিলে মরণোত্তর অঙ্গদানের কথা জানালাম। কলকাতার এক সরকারি হাসপাতালের নাম বলে বললাম, 'ওখানেই দেখান, ওদের বলুন আপনার পরিবারে লিভার দেবার কেউ নেই। ওরাই আপনার মেয়ের নাম তুলে নেবে লিস্টে। মরণোত্তর অঙ্গদান হলে ঠিক লিভার পাবেন'।

তারপর কী হল, খবর ছিল না। এই করতে করতে চলে গেল প্রায় এক বছর। মরণোত্তর অঙ্গদান হল কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। হাজির হলাম। দাতার পরিবারের সঙ্গে তৈরি হল ব্যক্তিগত সম্পর্ক। কয়েকদিন বাদে আবার ফোন। সেই মহিলা, উচ্ছ্বসিত গলায় বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ দাদা। মেয়ে লিভার পেয়েছে। এক পয়সাও লাগেনি অপারেশনে। কাল বাড়ি এসেছে। বেঁচে গেল মেয়েটা। তাই আপনাকে জানালাম'।

অঙ্ক মিলিয়ে বুঝলাম, মেয়েটি সেই মরণোত্তর অঙ্গদাতার লিভারটাই পেয়েছে। আশ্চর্য সমাপতন। একজন মানুষ পৃথিবীকে বিদায় জানালেন। কিন্তু যাবার মুহূর্তে নবজীবন দান করে গেলেন আরো কয়েকজনকে। মৃত্যুর মাধ্যমে তিনি তাই 'নেই' হয়ে গেলেন না, বরং ছড়িয়ে গেলেন বিভিন্ন মানুষের শরীরে। আর এভাবেই তিনি রয়ে গেলেন একাধিক নামে, বিভিন্ন পরিচিতির অন্তরালে।

মরণোত্তর অঙ্গদান

কিডনি ট্র্যান্সপ্ল্যান্টের কথা কমবেশি সবাই জানি। হালফিলে লিভার ট্র্যান্সপ্ল্যান্টের কথাও শোনা যায়। কিডনি বা লিভার একজন জীবিত মানুষ দান করতে পারেন। একটা কিডনি আর লিভারের খানিকটা। কিন্তু যদি কারো হার্ট ট্র্যান্সপ্ল্যান্টের দরকার পড়ে? কিংবা ফুসফুস! সে তো কোনো জীবীত মানুষ দিতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে তাঁর নিজের মৃত্যুই তো অনিবার্য। তাহলে যাঁদের হার্ট বা ফুসফুস খারাপ হয়ে গেছে, তাঁদের কি নবজীবন লাভের কোনো আশা নেই? ধুঁকতে ধুঁকতে মৃত্যুর দিনগোনাই কি তাঁদের একমাত্র অবলম্বন? না, তাঁদেরও আশা আছে নতুন জীবন ফিরে পাবার। আর সেই পথ হল মরণোত্তর অঙ্গদান। মরণোত্তর অঙ্গদানের মাধ্যমেই তাঁরা হার্ট আর ফুসফুস পেতে পারেন।

বিষয়টা অপেক্ষাকৃত নতুন, কাজেই জানাশোনার পরিধিও কম। ধরা যাক, কিডনি ট্র্যান্সপ্ল্যান্টের কথা। ডঃ পি কে সেনের দাবী, ১৯৬৫ সালে মুম্বাইতে তিনিই প্রথম এমন জটিল অপারেশন করেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন ১৯৭১ সালে ভেলোরে প্রথম সফল কিডনি ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট হয়। যেটাই সত্যি হোক, মরণোত্তর কিডনি প্রতিস্থাপন হতে কিন্তু আমাদের লেগে গেল ১৯৯৭ সাল। পথিকৃৎ ডঃ বৎসলা ত্রিবেদী, স্থান মুম্বাই। ২৬ বা ৩১ বছরের ব্যবধান সময়ের পাল্লায় খুব বড় কিছু নয়। তাতেও সমাজের বুকে এখনো তেমন দাগ কাটতে পারেনি মরণোত্তর অঙ্গদানের বিষয়টি। কিছু প্রাসঙ্গিক জটিলতা আছেই, আছে আরও কিছু আনুসঙ্গিক প্রতিবন্ধকতা। সেগুলোকে বোঝার জন্য মরণোত্তর অঙ্গদান বিষয়টা একটু বুঝে নেওয়া দরকার।

মৃত্যুর রকমফের

মরণোত্তর শব্দটার মানেই হল মৃত্যুর পর। তাহলে কি কোনো মানুষ মারা গেলেই অঙ্গদান করা যেতে পারে? না, আদৌ তেমন নয়। মৃত্যু বলতে আমরা কী বুঝি? হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ হয়ে গেল আর সঙ্গে নিশ্বাসপ্রশ্বাস। তাই কেউ মারা গেছেন কিনা বোঝার জন্য ডাক্তার এসে প্রথমেই দেখেন নাড়ি, আর তারপরে স্টেথোস্কোপ বসান বুকে। কোনো শব্দ না পেলে গম্ভীরমুখে বলেন, চার ঘণ্টা পরে আসুন, ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দেব। এই ধরণের মৃত্যুকে বলা হয় সার্কুলেটরি ডেথ বা কার্ডিয়াক ডেথ। মৃত্যুর এই চেহারাটার সঙ্গেই আমরা পরিচিত।

এছাড়াও আরেক ধরনের মৃত্যু হয়, যাকে বলা হয় ব্রেন ডেথ। মস্তিষ্কের একদম নিচের অংশ হল ব্রেনস্টেম যা শিরদাঁড়ার সঙ্গে যুক্ত। অনেকসময় দুর্ঘটনার কারণে মাথার পিছনে আঘাত লেগে অথবা ব্রেন স্ট্রোক বা সেরিব্রাল থ্রম্বোসিসের জন্য মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। বেশ খানিকক্ষণ রক্তপ্রবাহ বন্ধ থাকলে যে কোনো অঙ্গেরই মৃত্যু অনিবার্য। এক্ষেত্রে ব্রেনস্টেমের মৃত্যু হয়। ব্রেনস্টেমেই রয়েছে রেসপিরেটরি সেন্টার যা আমাদের শ্বাসকার্য পরিচালনা করে। কাজেই ব্রেনস্টেমের মৃত্যু মানেই শ্বাসকার্য বন্ধ হয়ে যাওয়া।

আর এখানেই একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। মানুষটার শ্বাসকার্য বন্ধ, অথচ হার্ট কাজ করে যাচ্ছে। হ্যাঁ, খানিকক্ষণ এভাবেই থাকলে অক্সিজেনের অভাবে হার্টও একসময় বন্ধ হয়ে যাবে। তাই তাঁকে রাখতে হবে ভেন্টিলেটরে। ভেন্টিলেটর বাইরে থেকে তাজা বাতাস ঢোকাবে শরীরে আর শরীর থেকে দূষিত বাতাস বার করে দেবে। কিন্তু ভেন্টিলেটর বন্ধ করলেই আবার যে কে সেই। এই অবস্থাটাই হল ব্রেন ডেথ। বোঝাই যাচ্ছে, ভেন্টিলেটরের সাহায্য না পেলে ব্রেন ডেথ সণাক্ত করা সম্ভবই নয়।

ব্রেন ডেথ: অমরত্বের দ্বার

একটা কথা খুব স্পষ্ট। ব্রেন ডেথ মানেই মৃত্যু, যদিও তখনো সেই মানুষটার হার্ট সচল রয়েছে। কিন্তু সুস্থ হয়ে ওঠার কোনো সম্ভাবনাই নেই। ভেন্টিলেটর বন্ধ করে দিলে কিছুক্ষণ পরে হার্টও আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। অর্থাৎ ব্রেন ডেথ কার্ডিয়াক ডেথে পরিণত হবে। আবার অনেকসময় ব্রেন ডেথ হওয়া মানুষটির ভেন্টিলেটরে থাকা অবস্থাতেই কার্ডিয়াক অ্যাটাক হয়ে যায়।

যাই হোক, ব্রেন ডেথ যাঁর হল, তাঁর হার্ট তো সচল। আবার ভেন্টিলেটরের সাহায্যে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। ফলে তাঁর শরীরে রক্তপ্রবাহ চলছে, আর তাই প্রতিটি কোষেই পৌঁছে যাচ্ছে অক্সিজেন। কাজেই তাঁর মৃত্যু হলেও সজীব রয়েছে প্রতিটি অঙ্গ। কিন্তু ততক্ষণই, যতক্ষণ তাঁকে রাখা হচ্ছে ভেন্টিলেটরে অথবা কার্ডিয়াক অ্যাটাক না হচ্ছে। এই অঙ্গগুলো তাঁর আর কোনো কাজে লাগবে না। অথচ এইসব অঙ্গ খারাপ হয়ে যাবার কারণেই অসংখ্য মানুষ তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এই অবস্থায় তাঁর পরিবার যদি মরণোত্তর অঙ্গদানের সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে সেইসব মানুষদের দেহে অঙ্গগুলো প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। কোন কোন অঙ্গ? হার্ট, ফুসফুস, লিভার, প্যাংক্রিয়াস, দুটো কিডনি আর অন্ত্র। আর এভাবেই আটজন মানুষ নতুন জীবন ফিরে পেতে পারেন। আর তাঁদের শরীরে বেঁচে থাকতে পারবেন সেই মানুষটি।

সুপার ডুপার থ্রিলার

ভুলক্রমে কীটনাশক খেয়ে ফেলেছিল ছেলেটি। প্রায় দমবন্ধ অবস্থায় তাকে আনা হল একটি হাসপাতালে। অতঃপর ভরসা একমো মেশিন। চিকিৎসকেরা বলে দিয়েছেন, নতুন ফুসফুস চাই। কিন্তু ফুসফুস তো আর দোকানে মেলে না, কিংবা তাকে ভালবাসেন এমন কোনো মানুষও দান করতে পারবেন না। তাহলে উপায়? অপেক্ষা, আর অপেক্ষা, কবে মরণোত্তর অঙ্গদানের মাধ্যমে ফুসফুস পাওয়া যায়। একমোর ভরসায় ছেলেটি রয়ে গেল প্রায় একমাস।

ইতিমধ্যে ছেলেটির কাকা ফোন করেছিলেন একদিন। তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলাম পিজি হাসপাতালে ROTTO-র সঙ্গে যোগাযোগ করতে। ROTTO-র উদ্যোগে দেশজুড়ে ফুসফুস চেয়ে জারি করা হল সতর্কতা-সঙ্কেত। আর তারপরই সেই আশ্চর্য ঘটনা। উড়িষ্যায় ব্রেন ডেথ হল একজনের। তাঁর স্ত্রী অঙ্গদানের সিদ্ধান্ত নিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ছেলেটির সঙ্গে ব্লাড গ্রুপ মিলে গেছে তাঁর। অতএব সেই মানুষটির ফুসফুস পাবে এই ছেলেটিই। কিন্তু ভুবনেশ্বর থেকে কলকাতা তো আর মুখের কথা নয়। আসবে কীকরে সেই ফুসফুস? আবার মানুষটির শরীর থেকে তুলে আনার ৬ থেকে ৮ ঘন্টার মধ্যে সেই ফুসফুসকে বসাতে হবে ছেলেটির শরীরে। নাহলে সব চেষ্টাই বৃথা।

কলকাতার টিম চলে গেল ভুবনেশ্বরে। ফুসফুস সংগ্রহ করা হল দাতার শরীর থেকে। ইতিমধ্যেই গ্রিন করিডরের ব্যবস্থা করা হয়েছে হাসপাতাল থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত। প্রতিটি সিগন্যাল সবুজ। বিশেষ বাক্সে সংরক্ষিত ফুসফুস নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছে গেল ভুবনেশ্বর বিমানবন্দরে। কলকাতাগামী একটি বিমানকে সেখানে আটকে রাখা হয়েছে। ফুসফুস নিয়ে মেডিক্যাল টিম ওঠা মাত্র দৌড়োতে শুরু করল সেই বিমান। কলকাতায় অন্য বিমানগুলোকে চক্কর খাইয়ে সবার আগে নামার ব্যবস্থা করে দেওয়া হল তাকে। টারম্যাকে দাঁড়ানো অ্যাম্বুলেন্স ফুসফুসের বাক্স নিয়ে লাগাল দৌড়। ফের গ্রিন করিডর। নির্ধারিত সময়ে সেই কিশোরের শরীরে বসে গেল ভুবনেশ্বর থেকে আসা ফুসফুস।

সাপলুডোর খেলা

ব্রেন ডেথ হল পুরো প্রক্রিয়ার সূচনাবিন্দু। ব্রেন ডেথ ঘোষণা হবার পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সেই মানুষটির পরিবারের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। তাঁদের মরণোত্তর অঙ্গদান সম্পর্কে বোঝানো হয়। অনুরোধ করা হয় অঙ্গদানে সম্মতি দিতে। যদি লিখিত সম্মতি মেলে, তাহলেই অঙ্গ সংগ্রহ এবং পরবর্তী প্রক্রিয়া চালু হবে। নচেৎ নয়। যদি সম্মতি মেলে, তাহলে সেই মানুষটির নামে হাসপাতালের বিল আর হয় না। আইসিইউ-তে রাখা আর নজরদারি বা ওষুধের পরবর্তী খরচ অন্যভাবে মেটানো হয়। তিনি তো সম্মতি দিলেন, তারপর! তার আগেই তো অনেক সমস্যা।

'মারা গেছে মানে!' প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এটাই হল প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া, 'এই তো হার্ট দিব্যি চলছে!' হ্যাঁ, এমনটাই স্বাভাবিক। কারণ সচেতনতার অভাব। সেই বিষয়ে পরে আসব। কেউ রাজি হন, কেউ হন না। কেউ আবার নানান ওজর ফেঁদে বসেন। আর এই দেশে আর যা কিছুরই অভাব থাক, প্রতিটি পাড়া বা পরিবারে একজন করে সবজান্তা থাকেনই। তিনি পরামর্শ দেবেন, কোমা থেকে অমন অনেককেই বেঁচে ফিরতে দেখেছি। হাসপাতাল আসলে ধান্দা করছে।

সবজান্তা মানুষটি সবই হয়তো জানেন। কিন্তু কোমা আর ব্রেন ডেথের পার্থক্যটা জানেন না। আপাতদৃষ্টিতে দুটো ঘটনাই হয়তো একইরকম লাগে। কিন্তু ফারাকটা আসলে ফুলস্টপ আর কমা-র। কোমায় থাকা রুগির ব্রেনস্টেম ডেথ হতেও পারে, আবার তিনি সুস্থও হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু ব্রেনস্টেম ডেথ হওয়া মানুষটির সুস্থ হওয়া তো দূরস্থান, কোমায় যাওয়ারও সুযোগ নেই। এমন বিজ্ঞের প্রকোপে পড়লে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুবলেট হয়ে যায়। আর তাকে সামলে কেউ হয়তো রাজি হলেন ঠিকই, কিন্তু এতটা সময় নিয়ে ফেললেন যে ইতিমধ্যে কার্ডিয়াক অ্যাটাক হয়ে গেল। ফলে মুখ থুবড়ে পড়ল পুরো প্রক্রিয়াটাই।

সবজান্তা দাদা

এই সবজান্তা দাদাদের মূল উদ্দেশ্যই হল নানান প্রশ্ন তুলে মানুষকে বিভ্রান্ত করা। আর সেই সূত্রে এমন কোনো প্রসঙ্গ নেই, যা তারা তুলতে পারেন না।

২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষভাগ। প্রবল ঠাণ্ডায় গোটা রাজ্য কাঁপছে। মরণোত্তর অঙ্গদান হল পিজি হাসপাতালে। রাত আটটা নাগাদ দাতার শবদেহ নিয়ে পরিবার রওয়ানা হল বাড়ির উদ্দেশে। বাংলাদেশ সীমান্তের ধারে সেই গ্রাম। কিন্তু গোটা পরিবার রীতিমত ভীত। কেন? গ্রামে রটনা শুরু হয়েছে, ২৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে দাতার অঙ্গগুলো বিক্রি করেছে তার পরিবার।

উপায় না দেখে ROTTO যোগাযোগ করল 'বারাসাত সামাজিক' সেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। সেই রাতে ঘটনাস্থলে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই তাঁরা টেলিফোনেই কথা বললেন পরিবারের সঙ্গে, তাদের আশ্বস্ত করলেন। যোগাযোগ করা হল স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির সঙ্গে। তিনি উদ্যোগ নিলেন, লোক পাঠিয়ে জমায়েত হাল্কা করালেন। আর কয়েকদিনের মধ্যেই বারাসাত সামাজিক সেই বাড়িতে গিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হল পরিবারকে। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় প্রশাসন, ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর এবং গ্রামবাসীরা। তারপর জট কাটল। সবাই বুঝলেন মরণোত্তর অঙ্গদানে আর যাই হোক ব্যবসার সুযোগ নেই। একই ঘটনা ঘটল ২০২৩ সালের মার্চে কাঁকিনাড়ায়। সেদিন অবশ্য সংগঠনের সদস্য-সদস্যারা শবদেহ বাড়িতে আসার আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন। আর সামাল দিতে পেরেছিলেন আগেই।

> একটা কথা খুব স্পষ্ট। ব্রেন ডেথ মানেই মৃত্যু, যদিও তখনো সেই মানুষটার হার্ট সচল রয়েছে। কিন্তু সুস্থ হয়ে ওঠার কোনো সম্ভাবনাই নেই। ভেন্টিলেটর বন্ধ করে দিলে কিছুক্ষণ পরে হার্টও আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। ... ব্রেন ডেথ যাঁর হল, তাঁর হার্ট তো সচল। আবার ভেন্টিলেটরের সাহায্যে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। ফলে তাঁর শরীরে রক্তপ্রবাহ চলছে, আর তাই প্রতিটি কোষেই পৌঁছে যাচ্ছে অক্সিজেন। কাজেই তাঁর মৃত্যু হলেও সজীব রয়েছে প্রতিটি অঙ্গ। কিন্তু ততক্ষণই, যতক্ষণ তাঁকে রাখা হচ্ছে ভেন্টিলেটরে অথবা কার্ডিয়াক অ্যাটাক না হচ্ছে। এই অঙ্গগুলো তাঁর আর কোনো কাজে লাগবে না। অথচ এইসব অঙ্গ খারাপ হয়ে যাবার কারণেই অসংখ্য মানুষ তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এই অবস্থায় তাঁর পরিবার যদি মরণোত্তর অঙ্গদানের সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে সেইসব মানুষদের দেহে অঙ্গগুলো প্রতিস্থাপন করা সম্ভব।

অঙ্গদানের হালচাল

ভারতে এই বিষয়ে আইন চালু হয় ১৯৯৪ সালে আর সংশোধন হয় ২০১৪ সালে। গোটা বিষয়টাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কেন্দ্রিয় স্তরে গঠিত হয় NOTTO বা ন্যাশনাল অর্গ্যান অ্যান্ড টিস্যু ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট অর্গানাইজেশন। গোটা ভারতকে ৫টি অঞ্চলে বিভক্ত করে সবক্ষেত্রেই গঠিত হল রিজিওন্যাল অর্গানাইজেশন বা ROTTO। আবার রাজ্য পর্যায়ে রইল SOTTO বা স্টেট অর্গানাইজেশন। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী অঙ্গ প্রতিস্থাপনে ভারত বিশ্বে তৃতীয়, আমেরিকা ও চিনের পরেই। কিন্তু প্রায় সবটাই জীবিত অবস্থায় দান। মরণোত্তর অঙ্গদানের ঘটনা তুলনায় খুবই কম। ২০২৩ সালে দেশজুড়ে মরণোত্তর অঙ্গদানের ঘটনা হাজারের সীমানা অতিক্রম করে। সেই প্রথম। অথচ চাহিদার তুলনায় সংখ্যাটা খুবই কম।

বিপরীতে অন্য একটা ছবিও কিন্তু আছে। আইন অনুযায়ী অঙ্গদানের জন্য দাতা কোনো অর্থ নিতে পারেন না। অথচ মাঝে-মধ্যেই অর্থের হাতবদলের খবর শোনা যায়। ইদানিং কালে পুলিশ নানা রাজ্যে হানা দিয়ে একটার পর একটা অঙ্গ-বাণিজ্যের চক্রের পর্দা ফাঁস করছে। এই রাজ্যও বাদ নেই। মুশকিল হল, আইনি প্রতিবন্ধকতা দিয়ে এই চক্রকে পুরোপুরি আটকানো যাবে না। কারণ, যাঁরা অঙ্গ কিনছেন, তাঁরা তো বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা থেকেই এই অন্যায় কাজটি করছেন। তাঁদের বেঁচে থাকার অধিকারকে তো সরাসরি বাধা দেওয়া যায় না, নিতান্ত মানবিক কারণেই। একমাত্র প্রতিষেধক হল মরণোত্তর অঙ্গদানের সংখ্যাটা ব্যাপক পরিমাণে বাড়ানো। আর তার জন্য চাই সচেতনতার প্রসার, সমাজে এবং চিকিৎসক মহলেও।

অঙ্গদান বা প্রতিস্থাপন চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কাজ। কিন্তু চিকিৎসক মহলে মরণোত্তর অঙ্গদান নিয়ে সাধারণভাবে একটা অজ্ঞতা রয়েছে। যাঁরা জানেন, তাঁদেরও অনেকেই তেমন উদ্যোগী নন। হ্যাঁ, তাঁদের সীমাবদ্ধতা আছে, আছে সংশ্লিষ্ট চাপ। তাই ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন সহ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গতবছর 'বারাসাত সামাজিক' দাবী তুলেছিল, এমবিবিএস কোর্সে ব্রেন ডেথ ও মরণোত্তর অঙ্গদানকে অন্তর্ভুক্ত করার। সদর্থক উত্তর এসেছে ঠিকই, কিন্তু কাজ খুব একটা এগোয়নি। আবার ব্রেন ডেথ যদি ঘোষণা না হয়, প্রক্রিয়াটাই শুরু হবে না। কিন্তু যতগুলো ব্রেন ডেথ হয়, তার সবগুলোই কি ঘোষিত হয়? সন্দেহ আছে। আর তাই NOTTO-র কাছে দাবী তোলা হয়েছিল ব্রেন ডেথ অডিটের। এপ্রিল মাসে সেই মর্মে একটি নির্দেশিকা অবশ্য জারি করা হয়েছে। কিন্তু দরকার আইনের সংশোধন করে বাধ্যতামূলক করা। সেই চেষ্টাও জারি আছে।

দেহদান বনাম অঙ্গদান

পশ্চিমবঙ্গের বহু সচেতন মানুষও দেহদান আর অঙ্গদানকে গুলিয়ে ফেলেন। তার একটা বাস্তবতাও আছে। প্রয়াত ব্রজ রায় এবং গণদর্পণ সংস্থার হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গে দেহদান আন্দোলনের জন্ম হয়েছে কয়েক দশক আগেই। সেই আন্দোলন বেশ পরিচিতিও পেয়েছে। আর সেই সূত্রেই আমাকে প্রায়শই শুনতে হয়, 'দেহদান করলেই তো অঙ্গদান হয়ে গেল। অঙ্গগুলো তো দেহের মধ্যেই থাকে'। পাটিগণিতের নিয়মে একদম ঠিক। কিন্তু সমস্যা অন্যত্র।

দেহদানের একমাত্র উদ্দেশ্য হল মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে অ্যানাটমি শেখানো। অন্যদিকে মরণোত্তর অঙ্গদানের উদ্দেশ্য হল কয়েকজন মৃতপ্রায় মানুষকে নবজীবন দান করা। যে মৃতদেহ দান করা হবে, তার থেকে অঙ্গ উদ্ধারের সম্ভাবনা নেই। আবার মরণোত্তর অঙ্গদান করা হলে সেই দেহটি দান করা যায় না। কারণ সেই শরীর থেকে বেশকিছু অঙ্গ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। অ্যানাটমি শিক্ষার প্রেক্ষাপটটাই সেই দেহের ক্ষেত্রে আর প্রযোজ্য নয়। ইদানিং আবার মৃতদেহের অনেকগুলো বিকল্প চলে এসেছে। যেমন সিলিকোন মডেল, থ্রি-ডি কম্পিউটার মডেল ইত্যাদি। কাজেই দেহদানের প্রাসঙ্গিকতা ক্রমশ কমছে। আর উল্টোদিকে মরণোত্তর অঙ্গদানের সম্ভাবনা কিন্তু অসীম।

সচেতনতা প্রসার

নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গে মরণোত্তর অঙ্গদানের সচেতনতার প্রসারের কাজ শুরু হয়েছিল গণদর্পণ সংস্থার মাধ্যমেই। সংস্থার কর্ণধার প্রয়াত ব্রজ রায় এক্ষেত্রে এক প্রবাদপ্রতিম চরিত্র। প্রয়াত শ্যামল চট্টোপাধ্যায়ের নামও অবশ্যই নিতে হবে। কিন্তু কোভিড পরিস্থিতির পরে যে কোনো কারণেই হোক গণদর্পণের সেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আর নেই। ইদানিং বিভিন্ন সংস্থা কিছু কিছু উদ্যোগ অবশ্যই নেন। কিন্তু তার মধ্যে কোনো ধারাবাহিকতা নেই। কোভিডোত্তর পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র বারাসাত সামাজিক সেবা প্রতিষ্ঠানই ধারাবাহিকভাবে সচেতনতা প্রসারে কাজ করছে। শহরের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত সভাকক্ষে নয়, তারা গ্রামেগঞ্জে দৌড়চ্ছেন, আবার সরকারি সংস্থার কাছে প্রয়োজনীয় দাবীও তুলছেন।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যে ধারাবাহিকভাবে সক্রিয় বেশকিছু সংগঠন অবশ্যই আছে। ন্যাটকো, মোহন ফাউন্ডেশন, অর্গ্যান ইন্ডিয়া, দধীচি, মাদার, আম্মা ইত্যাদি সংস্থা উল্লেখযোগ্য কাজ করে থাকেন। তবে এদের অনেকেই মরণোত্তর অঙ্গদানের পাশাপাশি জীবিত অবস্থায় অঙ্গদান নিয়েও সক্রিয়। ফলে কিছু পারিপার্শ্বিক সমস্যাও তৈরি হয়। মরণোত্তর অঙ্গদানের প্রসারের জন্য প্রয়োজন এমন আরও বহু সংস্থার যাঁরা কেবল এই বিষয়েই সক্রিয় হবেন। সঙ্গে অবশ্যই কর্নিয়া দান।

কর্নিয়া দান

কর্নিয়া দানে পশ্চিমবঙ্গ অবশ্যই পথিকৃৎ। মরণোত্তর অঙ্গদানে তো বটেই এমনকি কার্ডিয়াক ডেথের ক্ষেত্রেও কর্নিয়া দান করা যায়। অবশ্যই মৃত্যুর ৫-৬ ঘন্টার মধ্যে। এমনকি বাড়িতেও। অন্তত দু'জন কর্নিয়াজনিত অন্ধত্বের শিকার হওয়া মানুষ সেক্ষেত্রে দৃষ্টি ফিরে পেতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর কয়েকবছর আগেই একটি নির্দেশিকা জারি করে বলেছিল, মৃতের পরিবার কর্নিয়া দানে আগ্রহী হলে মৃত্যুর একঘণ্টা পরেই ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া বাধ্যতামূলক। প্রয়োজন কেবল সিদ্ধান্তটা নেওয়া এবং নিকটবর্তী আই ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল বা এই বিষয়ে সক্রিয় সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করা। বাকিটা তাঁরাই সামলে দেবেন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে চুঁচুড়ার সেই ছাত্রীটির কথা। নিজের কর্নিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, সবকিছুই ঝাপসা দেখত। সেইভাবেই পড়াশুনা চলছিল। কর্নিয়া ট্র্যান্সপ্ল্যান্টের পরে আর কোনো সমস্যা তার নেই। কিন্তু বিপর্যয় ঘটে গেল তার পরিবারে, মারা গেলেন তার বাবা। 'অন্যের কর্নিয়ায় আমি দেখতে পারছি; তাই বাবার কর্নিয়াও আমি দান করব। সেই কর্নিয়া নিয়ে অন্য কেউ ভাল থাকবে'। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেনি মেয়েটি। এইভাবেই ঘটে সচেতনতার প্রসার। আর সেটাই আমাদের অবলম্বন। তবে হাতপা গুটিয়ে ভবিতব্যের ভরসায় বসে থাকলে তো হবে না। নামতে হবে রাস্তায়, বোঝাতে হবে সবাইকে।

অঙ্গীকারপত্র

সচেতনতা প্রসারের অন্যতম হাতিয়ার হল মরণোত্তর অঙ্গদানের অঙ্গীকার। সংশ্লিষ্ট আইনের ভিত্তিতে NOTTO-র দায়িত্ব হল এমন একটি সর্বভারতীয় তালিকা প্রস্তুত করার। বর্তমানে NOTTO-র পোর্টালে আধারভিত্তিক অঙ্গীকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর সুবিধা হল, অঙ্গীকারকারী যদি কোনো হাসপাতালে ভর্তি হন, আধারের ভিত্তিতে সেই হাসপাতাল তৎক্ষণাৎ অঙ্গীকারের বিষয়টি জেনে যাবে। যদিও আইনে অঙ্গীকারের কোনো বিশেষ গুরুত্ব নেই। অঙ্গীকার করা থাকলেও নিকট আত্মীয়রা যদি আপত্তি করেন, অঙ্গদান হবে না। আবার অঙ্গীকার করা না থাকলেও আত্মীয়রা রাজি হলে অঙ্গদান অবশ্যই হবে।

গুরুত্ব যাই হোক, অঙ্গীকারের মাধ্যমে সমাজে সচেতনতার প্রসার নিশ্চিতভাবেই ঘটে। যিনি অঙ্গীকার করছেন, তাঁকে একজন মানুষের নাম ও ফোন নাম্বার দিতে হয়, পরবর্তীকালীন যোগাযোগের জন্য। সেই মানুষটির কাছেও বার্তা দেওয়া হয় যে তাঁর ঘনিষ্ঠ মানুষটি মরণোত্তর অঙ্গদানের অঙ্গীকার করেছেন। ফলে তিনিও আগ্রহী হতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, অনেক সংস্থাই বিষয়টিকে এইভাবে দেখেন না। তারা তাদের মত নিজস্ব কোনো আবেদনপত্রে সই করিয়ে যা হোক একটা কার্ড তুলে দিয়েই খালাস। সরকারি পোর্টালে সেই অঙ্গীকারের কোনো হিসাব থাকে না। তাই হাসপাতালেরও সুযোগ নেই আধারের ভিত্তিতে অঙ্গীকারকারীকে চিনে নেবার।

সীমান্তবিহীন পথ সুদূরে অসীম

২০২৩ সালের জানুয়ারি মাস। ভারতভ্রমণে এসেছিলেন স্পেনের নাগরিক তেরেসা মারিয়া ফার্নান্ডেজ। মুম্বাইতে থাকাকালীন ব্রেন স্ট্রোক হল তাঁর। ১২ জানুয়ারি চিকিৎসকেরা ঘোষণা করলেন ব্রেন ডেথ হয়ে গেছে। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হল না তাঁর পরিবারের। মরণোত্তর অঙ্গদান হল। ৫জন মৃত্যুপথযাত্রী নবজীবন ফিরে পেলেন। তাঁরা সকলেই ভারতীয় নাগরিক। আর এভাবেই প্রমাণ হয়ে গেল, মানবিকতার কোনো সীমান্ত নেই, নেই দেশ-জাতি-সম্প্রদায়ের বিভাজন। আর তাই তেরেসা মারিয়া ফার্নান্ডেজ এবং তাঁর পরিবার আমাদের আদর্শ। সেই মশাল হাতে হাতে ফিরুক, সময়ের দাবী এটাই।

লেখকদের উদ্দেশে:

লেখা অবশ্যই ইউনিকোড ফন্টে ই-মেল বডিতে লিখতে হবে অথবা ওয়ার্ড ফাইলে লিখে মেল বডিতে কপি-পেস্ট করে পাঠাতে হবে।

গল্পের শব্দসংখ্যা ১৬০০ থেকে ১৮০০-র মধ্যে বাঞ্ছনীয়। সম্পূর্ণ ঠিকানা ও ফোন নম্বর না থাকলে সে লেখা বাতিল করা হবে। লেখা প্রকাশের জন্য ছয় মাস অপেক্ষা করতে হবে।

বিচিত্রায় লেখা পাঠানোর ই-মেল
dainikstatesman.bichitra@gmail.com

গল্প

ফক্কর

নয়ন বসু

সুনীলদা লোকটা একেবারে ফালতু। প্রবীরদা কথায় কথায় ধমকে বলে, 'তুই একটা ফক্কর!' আমিও নিশ্চুপে মেনে নিই, ফক্করের থেকেও খারাপ কোনো বিশেষণ থাকলে সুনীলদার জন্য সেটা প্রযোজ্য। যে লোক নিজের বউয়ের সম্মান ডিফেন্ড করতে পারে না, সে একটা পুরুষ মানুষ নাকি!

সুনীলদার বয়স পঞ্চাশের আশেপাশে হবে। আমাদের অফিসের একেবারে নিচুতলার কর্মচারী। ওই ফাইল পেড়ে আনা, চিঠি সই করাতে স্যারের চেম্বারে যাওয়া, অফিসের নীচে থেকে ফ্লাস্কে করে চা এনে দেওয়া পর্যন্ত সুনীলদার কাজের দৌড়।

আমি এই সেকশনে বদলি হয়ে এসেছি বছর দুয়েক হলো। চার বছর অন্তর অন্তর আমাদের ট্রান্সফার হয়। প্রবীরদা সেকশনের সবচেয়ে সিনিয়ার, বছর দুয়েক পর রিটায়ারমেন্ট। রসের মানুষ, আদিরস মূলত। বাকিরা বলতে মৃন্ময়, অনিতাদি, রঞ্জনদা, আবিদ। মৃন্ময় আর আবিদ আমার সমসাময়িক। আমি সবচেয়ে জুনিয়র, সামনের নভেম্বরে আঠাশ হবে।

ধর্মতলায় এগারতলা বিল্ডিংটার ন'তলায় আমাদের অফিস। সেকশনের জানলা দিয়ে ফর্টিটু বিল্ডিংটা দেখা যায়, করিডোরের প্রান্তে বাথরুমের পাশের জানলাটা দিয়ে ইডেন, সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং এসব। একসঙ্গে অনেকটা আকাশও দেখা যায়।

প্রথম প্রথম অবাক লাগত। প্রবীরদা দিব্যি হাসতে হাসতে সুনীলদাকে ওর বউকে নিয়ে মজা করে কথা বলছে। সুনীলদাও দেখি দাঁত বের করে হাসছে। শুনে আমার কান মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করত। সেকশনে বাকিদেরও দেখি কোনো গা নেই।

প্রথম প্রথম বুঝতে পারতাম না। আমি চুপচাপ শুনতাম। না যজ্ঞে ঘি ঢালতাম, না আঁচে হাত গরম করতাম। কাজ করতে করতে ডানদিকের কাচের জানলা দিয়ে ফর্টিটু বিল্ডিংটা দেখতাম। ধর্মতলার জ্যামে দাঁড়ানো গাড়িগুলো দেখতাম। এতো দূর থেকে মনে হতো খেলনা গাড়ি বুঝি। মানুষগুলো এই এইটুকু এইটুকু।

আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম সুনীলদার একটু বেশি বয়সে বিয়ে। স্ত্রী কমবয়সী এবং সুন্দরী। বছরে একদিন সুনীলদা বৌদিকে নিয়ে আসত। ছাব্বিশে জানুয়ারি, ছাদে পতাকা তোলা হবে। ওইদিন প্যাকেট থাকে সবার জন্য।

প্রথম বছর সুনীলদার স্ত্রীকে দেখে সত্যি বলতে আমিও অবাক হয়েছিলাম। ভদ্রমহিলা সত্যিই সুন্দরী। ফর্সা দুধসাদা গায়ের রং, মুখটা পানপাতার মতো, চোখদুটো টানা টানা। সামান্য মনীষা কৈরালার মুখের আদল আছে যেন। যখন 'জন গণ মন' হচ্ছিল দেখছিলাম চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করছে।

তবে একটু গাঁইয়া ধরনের। মানে নিজেকে ঠিক ক্যারি করতে পারেন না। বয়স আন্দাজ তিরিশের আশেপাশে হবে। সুনীলদার ওই পঞ্চাশের এদিক ওদিক। পাশাপাশি দুজনকে একটুও মানায় না, বলাই বাহুল্য। মামা ভাগ্নি মনে হয় বড়জোর।

সুনীলদা হাসিমুখে সেকশনের সবার সঙ্গে আলাপ করাচ্ছিল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটা শুভম ভাই, নতুন এসেছে আমাদের সেকশনে। খুব ভালো ছেলে।'

আমি নিজেই একটু হেসে বললাম, 'আপনার কথা শুনেছি সুনীলদার মুখে।'

নিশ্চিত ছিলাম এই মেয়ে উল্টে জিজ্ঞেস করবে না, 'কী শুনেছেন?'

শুনলামও না। একটু কুণ্ঠিত হয়ে দুটো হাত চিবুকের কাছে ঠেকিয়ে নমস্কার করল। আমিও তাই করলাম। দেখি আমাদের স্যার প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে আলাপ করাতে নিয়ে যাচ্ছে সুনীলদা।

প্রফুল্ল সেন লোকটা ভালো ছিল। বস হিসেবে ভালো, লোকমুখে শোনা কথায় মানুষ হিসেবেও নাকি খুব ভালো। অনেক সমাজসেবা ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে শুনেছি। ওঁর স্ত্রী আর মেয়েও এসেছিল ছাব্বিশ তারিখ। মেয়ে কলেজে পড়ে দেখে মনে হয়েছিল।

সেদিন বুঝেছিলাম সুনীলদার বউকে নিয়ে সবাই কেন এরকম করে বলে। ভদ্রমহিলার সত্যিই আরো ভালো বিয়ে হওয়া উচিত ছিল। অন্তত যে আড়ালে ওর সম্মান রাখতে জানবে। দেখতেও অত সুন্দর। ওই সুন্দরের জন্যই সবাই মজা করা শুরু করে। তারপর যখন দেখে যার বউ তার কোনো মেরুদণ্ড নেই, তখন সেই মজা একটা সময় আর মজা থাকে না, অসভ্যতা হয়ে যায়। তখনও সুনীলদার মতো লোক সেই আদিরসের রসিকতার প্রতিবাদ না করে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

ওদের ছেলেপুলে ছিল না। প্রবীরদা সেসব নিয়েও রসিকতা করতে ছাড়ত না। ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট। আমি একদিন থাকতে না বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম, 'বৌদিকে নিয়ে এসব বলছে, তুমি কিছু বলতে পারছ না?'

সবার সামনেই বলেছিলাম। সুনীলদার একটা জিনিস ছিল। যখনই কথা খুঁজে পাবে না, নিজেই সেকশনে রাখা ফ্লাস্কটা নিয়ে কারুর কাছে গিয়ে বলবে, 'দাও দেখি কুড়িটা টাকা দাও, সবার জন্য ফালতুর চা নিয়ে আসি।'

ফালতু বলে আমাদের এখানে একটা চায়ের দোকান আছে। খুব বিখ্যাত দোকান।

ফ্লাস্কটা নিয়ে আমার সামনে এসে হেসে বলল, 'ও তো মজা খালি! দাও তো, কুড়িটা টাকা দাও, সবার জন্য একটু চা নিয়ে আসি!'

আমি কথা না বাড়িয়ে মানিব্যাগ থেকে কুড়িটা টাকা বের করে দিয়ে দিয়েছিলাম। প্রবীরদা ওই ঘটনার পর তিনদিন মতন আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলেনি। সুনীলদাকেও খুব কিছু বলেনি। তারপর আস্তে আস্তে আবার যে কে সেই।

সত্যি বলতে আমার কিছুই নয়। দু'বছর হলো এসেছি, আর দু'বছর পর আবার অন্য কোথাও বদলি হয়ে চলে যাব। তবু যখন সেকশনে প্রবীরদা কী অন্য কেউ সুনীলদার বউকে নিয়ে কিছু বলে, আমার মনে পড়ে যায় লাউড স্পিকারে 'জন গণ মন' বাজছে আর ফর্সা পানপাতার মতো মুখের একটা মেয়ে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। ঠোঁট কাঁপছে, মনে হচ্ছে যেন কোনো মন্ত্র উচ্চারণ করছে।

প্রবীরদার কথা শুনে সবসময় সিট ছেড়ে উঠে যাওয়া যায় না, দৃষ্টিকটু লাগে। আমি জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিই। ধর্মতলার মোড়ের এইটুকু এইটুকু গাড়ি দেখি, পিঁপড়ের মতন মানুষ দেখি, ছেঁড়া পোস্টারের টুকরো উড়তে দেখি

কোনো হোর্ডিংয়ের গায়ে, আকাশ দেখি।

বছরের মাঝখানে প্রফুল্ল স্যারের ট্রান্সফার হলো। দিন সবসময় সমান যায় না। প্রফুল্ল স্যারের জায়গায় এলেন অরুণাংশু রক্ষিত, এক্কেবারে মুদ্রার উল্টোপিঠ। প্রফুল্লস্যার ছিলেন বয়স্ক, রাশভারী, সম্মানজনক দূরত্ব রেখে সবার সঙ্গে মিশতেন। অরুণাংশু রক্ষিত মাঝবয়সী, চল্লিশের আশেপাশে হবেন। বউয়ের সঙ্গে ঝামেলা, বাতাসের খবর আলাদা থাকেন। বাচ্চা-কাচ্চা নেই, চরিত্রেরও নাকি ঠিক ঠিকানা নেই।

আসলে মানুষের আগে তার পরিচয়ের খবর পৌঁছে যায়। প্রবীরদা একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, 'সুনীল, নতুন স্যারের সামনে আবার বউকে নিয়ে এসো না কোনোদিন!'

সুনীলদা যথারীতি দাঁত বের করে বলেছিল, 'স্যারের কি আর গ্রামের মেয়ে পছন্দ হবে?' বলেই আবার একটা চূড়ান্ত দৃষ্টিকটু হাহা করে হাসি। আমার ইচ্ছে করছিল উঠে গিয়ে ঠাস ঠাস করে চড় মারতে লোকটাকে।

তারপর এই বছর ছাব্বিশে জানুয়ারি যথারীতি সুনীলদা বউকে নিয়ে এলো। আমার দেখে মনে হয়েছিল এক বছরে ওর বয়স একটা দিনও বাড়েনি। সেই একরকম সবকিছু। শুধু গতবছর একটা হলুদ ছাপা শাড়ি পরে এসেছিল, এই বছর কচি কলাপাতা রঙের।

যথারীতি 'জন গণ মন' হওয়ার সময় দেখলাম মুখে চোখে রোদ্দুর পড়েছে, ফর্সা রঙের ওপর থেকে যেন আভা ঠিকরে বেরোচ্ছে। চোখ বন্ধ, ঠোঁট নড়ছে। তারপর যখন 'জয় হে' শেষ হলো, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ খুলল সুনীলদার বউ।

আবার একবার পরিচয়পর্ব। আমার দিকে চেয়ে আবার সেই সামান্য কুণ্ঠিত হাসি, আমিও হেসে বললাম, 'ভালো আছেন?'

একটু ঘাড় নেড়ে কোনো কথা না বলে বোঝালেন, হ্যাঁ ভালোই সব। তারপর সুনীলদা অরুণাংশু স্যারের সঙ্গে আলাপ করাতে গেলেন।

খুব কানে লেগেছিল কথাটা। স্যার আলাপের সময় খুব অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'সুনীল, এটা তোমার বউ?'

সুনীলদা যথারীতি হেঁ হেঁ করে বলছে, 'হ্যাঁ স্যার, নাম মৌমিতা।' দেখলাম মনীষা কৈরালার মতো দেখতে বৌদি জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা দেখে মায়া লাগছিল। অনেকটা বলি হওয়ার আগে পাঁঠার দোকানের সামনে পাঁঠাগুলো যেমন করে দাঁড়িয়ে থাকে, সেরকম।

খবরটা যথারীতি প্রবীরদাই দিয়েছিল। সেদিন সুনীলদা চা আনতে ফ্লাস্ক নিয়ে নিচে গেছে। প্রবীরদা আমাদের সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, 'খবর শুনেছ তোমরা?' প্রবীরদা খুব রসিয়ে রসিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে।

—'সুনীলের বউয়ের নতুন ফ্রেন্ড দেখি আমাদের স্যার। ওর বউয়ের সব ছবিতে পোস্টে লাভ— কমেন্ট কী সব একেকটা! দেখে মুগ্ধ হলাম! চোখ ফেরানো যাচ্ছে না! এসব! সবার সামনেই নেই, আড়ালে আবডালে কী তাহলে ভেবে দেখ!'

আমি জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালাম। ফর্টিটু বিল্ডিংটা দেখা যাচ্ছে। রুক্ষ আকাশের মাঝখানে খাড়া উঠে গেছে। এখনও শীত বিদায় নেয়নি, ধর্মতলার মোড়ের পুতুলের মতো মানুষের রংবেরংয়ের সোয়েটারগুলো রংবাহারি ডট ডট লাগছিল।

সুনীলদার মধ্যে আমিও একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলাম। হয়তো সবাই করছিল, মুখে কেউ কিছু বলছিল না। প্রবীরদাও নয়। আমি তখনও জানি না গল্পটা কতটা একতরফা নাকি অন্য কিছু। তবে লোকটা যে ভালো নয়, এটা নিশ্চিত। অনিতাদির বয়স পঁয়তাল্লিশ মতন হবে। এমনি হয়তো কিছু নয়, বলে, 'লোকটার তাকানোটা ভালো নয়।'

সেকশনে সুনীলদার ভীষণ কাজ থাকত সবসময় সেরকম নয়। বরং অধিকাংশ সময় কাজ থাকত না। তখন কেউ ফাঁকা বসে থাকলে তার সঙ্গে রাজ্যের হাবিজাবি কথা, নোংরা রসিকতা সব চলত।

দেখলাম সুনীলদা চুপ করে যাচ্ছে। প্রবীরদা আগের মতোই রসিকতা করে, মাঝে মাঝে স্যারের প্রসঙ্গও তোলে। সুনীলদা তেড়ে যায় না। হাসেও। কিন্তু সেটা ঠিক আগের মতো চূড়ান্ত দৃষ্টিকটু সশব্দে হাসি নয়, ঠোঁটের কোণায় লেগে থাকা পলকা হাসি। অনেকটা সৌজন্যমূলক। মাঝে মাঝে দেখি জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রবীরদা আবার একদিন শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'সুনীল রে, তোর বউ তো দেখি স্যারের সব ফেসবুক পোস্টে গিয়ে লাইক দিয়ে আসছে রে। বলি ধরে রাখতে পারবি তো ঘরে?' সুনীলদা তখন একটা চিঠি জেরক্স করছে।

বলার ভঙ্গির মধ্যে মজা ছিল, নাটকীয়তা ছিল। এর থেকে ঢের খারাপ রসিকতা প্রবীরদা করে আসছে। সুনীলদা দেখলাম গম্ভীর মুখে জেরক্স করতে লাগল।

প্রবীরদার কথাটা শুনে আমার একটা ধাক্কা লেগেছিল। কেন লেগেছিল ঠিক জানি না। কিন্তু ওই পানপাতার মতন মুখ, পুরনো দিনের নায়িকার মতন টানা কাজল, 'জন গণ মন'-র সময় চোখ বন্ধ করে মন্ত্র পড়া, ওর সঙ্গে প্রবীরদার কথাটা যেন যায় না।

আমি সিট ছেড়ে উঠে চলে আসতে যাচ্ছিলাম। শুনতে পেলাম সুনীলদা বলছে, 'আমার বউ আমি ঠিক সামলে নেব। তোমার চিন্তা না করলেও চলবে দাদা।'

আমি আবার সিটে বসে পড়লাম। মুখ দেখা যাচ্ছিল না সুনীলদার। প্রবীরদা হাঁ হয়ে গেছে। সেকশনে কারুর মুখে কোনও কথা নেই। শুধু দেখলাম জেরক্স হয়ে গেলে সুনীলদা কাগজগুলো ঠুকে ঠুকে গুছিয়ে নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। অরুণাংশু স্যার চেয়েছিল। দরজা বন্ধ হওয়ার ধড়াম করে শব্দটা ঘরের নিস্তব্ধতা ভাঙল।

যে পরিবর্তনটা একটু একটু করে হচ্ছিল, সেদিন থেকে যেন তার গিয়ার বদলে গেল। দেখলাম সুনীলদা আর আমাদের সঙ্গে আগের মতন করে কথা বলে না। চুপচাপ হয়ে গেছে। সত্যি বলতে দুঃখী বলে আদৌ মনে হয় না। কিন্তু আগের যে আত্মবিশ্বাসহীনতা পরতে পরতে প্রকাশ পেত, তার জায়গায় একটা অদ্ভুত প্রশান্তি, একটা জোর।

যেমন প্রবীরদা বলছে, 'সুনীল তোর তো কপাল খুলে গেল রে!' এমনিই, হঠাৎ করে। ইঙ্গিতটা যদিও একটুও অস্পষ্ট নয়।

সুনীলদা মুখের ওপর বলল, 'তুমিও একদিন বৌদিকে এনে আলাপ করিয়ে দাও না।' শান্ত, কাটা কাটা কথা। একটুও উত্তেজিত নয়, একটুও গলার স্বর কাঁপল না।

প্রবীরদা উল্টে উত্তেজিত হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই সুনীলদা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আমি বরং বললাম, 'কেন ঝামেলা বাড়াচ্ছ প্রবীরদা, দেখছ পছন্দ করছে না লোকটা!'

সেকশন থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখলাম বাথরুমের পাশের জানলায় সুনীলদা চুপটি করে দাঁড়িয়ে। জানলার ওপাশ দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। স্লাইডিং ডোর জানলাগুলোর, একটা কাচের ওপর সুনীলদার হাত।

সুনীলদা দেখতাম আর সেকশনে বেশি থাকতই না। প্রবীরদাও কোনো কারণে আর ঘাঁটাত না। কাজের সময় ফোন করে ডেকে নিতাম। কোথায় থাকত, সত্যি বলতে জানি না। তবে মাঝে মাঝে দেখতাম বাথরুমের বড় জানলার সামনে একা একা দাঁড়িয়ে আছে।

সেদিন কোনো একটা ফাইল নিয়ে অরুণাংশু স্যারের চেম্বারে ঢুকছি। হাঁ হয়ে গেলাম। দেখি স্যার আয়েশ করে বসে সিগারেট খাচ্ছে, কিছু একটা বলছিল। আমায় দেখে থেমে গেল। দেখি স্যারের কথায় সুনীলদা খিলখিল করে আবার সেই দাঁত বের করা হাসিটা হাসছে। আমাকে দেখেও কোনো ভাবান্তর নেই। হেসেই যাচ্ছে হেসেই যাচ্ছে।

আমার কেমন জানি চূড়ান্ত রাগ হয়ে গেল। গম্ভীর মুখে ফাইল সই করিয়ে চলে এলাম সেকশনে। গুম হয়ে বসে রইলাম। সুনীলদা সেকশনে না বসে স্যারের চেম্বারে বসে? নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করছিলাম। জানলার দিকে তাকালাম। মে মাসের সাদা ফ্যাটফ্যাটে আকাশ। আগুন ঝরছে যেন। হলকা আসছে।

সেদিন করিডোরে একবার সুনীলদাকে দেখতে পেয়েই 'এই শোনো শোনো!' বলে এগিয়ে গিয়েছিলাম। আমায় কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই সেই অন্য সুনীলদা ভীষণ সাবলীলভাবে আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'শুভম ভাই, টুনির ঘরে যে ধন আছে, রাজার ঘরেও সেই ধন থাকলে লোকের তো চোখ টাটাবেই!'

আমি হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে রইলাম। সুনীলদা একটু রহস্য রহস্য হেসে আমায় ওভাবে স্ট্যাচু করে রেখে চলে গেল। আমি কিচ্ছু বলতে পারলাম না।

বাড়ি যেতে যেতে বারবার সুনীলদার হাসিটা মনে পড়ছিল। বুঝতে চাইছিলাম আজকের হাসিটা কোন সুনীলদার? সেই অসহ্য ফক্কর টাইপের লোকটা, নাকি যে শিরদাঁড়া উঁচু করে সিনিয়ার প্রবীরদাকে শান্ত গলায় জবাব দিতে পারে, সেই লোকটার? মেট্রোর টিভিতে কী একটা অনুষ্ঠানে 'জন গণ মন'-র মিউজিকটা বাজছিল। বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলাম।

আমাদের অফিস মোটামুটি এগারোটার আগে শুরু হয় না। নিজেরই একটা পেন্ডিং কাজের জন্য সেদিন সাড়ে দশটায় ঢুকেছিলাম। জানতাম তখন অরুণাংশু স্যার আর সুনীলদা ছাড়া আর কেউ আসবে না। অরুণাংশু স্যারের আর কিছু থাক না থাক, অফিসে সবার আগে ঢুকে যেত। আর সুনীলদা বরাবরই আমাদের আগে আসে। স্যার থাকলে তো আরোই। টুকটাক কাজ করার জন্য।

সেকশনের দরজাটা খুলে ঢুকতেই একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম। দেখলাম সুনীলদার হাতে চায়ের ফ্লাস্ক, ঢাকনি একটা হাতে ধরা। আরেকটা হাত দিয়ে খোলা ফ্লাস্কটা মুখের কাছে এনে থু-থু করে থুতু ফেলছে।

আমাকে দেখেই প্রথম ঝটকায় মুখটা পাণ্ডুর হয়ে গেল সুনীলদার। কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই নিজেকে সামলে নিল দেখলাম।

স্বাভাবিক হাতে ফ্লাস্কের কালো ঢাকনাটা ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'এই সকালে স্যার চা আনতে দিয়েছিল। যাই, কাপে ঢেলে দিয়ে আসি!'

কথাটা বলে আমার দিকে তাকিয়ে সেই অদ্ভুত রহস্যময় হাসিটা হাসল সুনীলদা। যে হাসিটার কোনো মানে আমি সেদিন বের করতে পারিনি।

আমার সামনে দিয়ে সুনীলদা দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। অরুণাংশু স্যারের চা ঢেলে দেবে বলে। ফাঁকা ঘরের দরজাটা ধড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল।

আমি দাঁতে দাঁত চিপে বলে উঠলাম, 'শালা ফক্কর!'

গল্প

হোগলার বাঁক

দীননাথ মণ্ডল

বাঁধটা পেরিয়ে মাঠ। তারপর থেকেই শুরু হয়েছে দীর্ঘ জলাশয়। নাম হোগলার বিল। বিলপাড়ের বাঁকে উঁচু ঢিবির উপর কয়েকটি ঝুপড়ি ঝুপড়ি ঘর এখানে ওখানে ছড়ানো ছিটানো। বাঁশের কঞ্চির উপর কাদা লেপা, টালির ঝাউনি। পুবমুখী ঘরের সামনে চাটাইয়ে বসে রোদ পোহাচ্ছে আটাত্তর বছরের শিবু বাগদি। গেল ভাদ্রে আটাত্তরে পা দিয়ে শরীরটা কেমন একটু নেতিয়ে গেছে তার। রাস্তা ঘাটে সেরকম ছুটাছুটি করতে পারে না আর। পাশে উঠানের উপর দুটি বাচ্চা ছেলে নারকেলের মালুয়ে ধুলো নিয়ে খেলা করছে। হুসমুস করে একজন বাঠুগোছের কালো লোক বুড়োর সামনে এসে তর্জনী উচিয়ে হুমকি দিয়ে বলল,

—বুড়ো লাতিদের সামলাও, এবির যদি দ্যাখি তো মেরি ঠ্যাং ভেঙি দিবু। হোদ্দিন হোদ্দিন বুলতে পারবো না, দ্যাখিয়ে দিবু। ঠ্যালা তো দ্যাখনি এখুনি বুঝিয়ে দিবু।

লোকটাকে বকতে দেখেই বাচ্চাদুটি ভয়ে ছুটে পালালো।

—পালি যাবি কোতি, এবির যাস, ধরতি পাইল্লে মেরি ঠ্যাং ভেঙি হাতে ধরি দিবু। চিৎকার করে বলে চলল সে। শিবু বাগদি রা না কেড়ে কথাগুলো শুনে চলল। কিছুক্ষণ পর লোকটা বকতে বকতে পালালো।

বুড়ো চাটাই ছেড়ে উঠে এক পা এক পা করে বাড়ির বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। সামনে বয়ে চলেছে বিশাল বিল। উত্তরের খানিকটা বাদে বাকি অংশে টলটল করছে কালো জল। চোখ যতদূর যায় শুধু কুচকুচে কালো জল আর জল। কয়েকটা পানকৌড়ি ডুব পাড়ছে জলে। উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে মাছরাঙাগুলো। জলপাড়ে কয়েকটি সাদা বক বসে আছে। লোকটা ছুটে গেল সেদিকে। জমি থেকে কয়েকটা ঠেলা তুলে ছুঁড়ে হা-আস, হা--আস, বলে চিৎকার করতে থাকল। বকগুলো উড়ে গিয়ে কিছুটা দূরে আবার বসল। সেদিকে আবার ছুটে গেল সে।

পুব আকাশের সূর্যের আলো এসে পড়ছে জলে। শিরশির বাতাসে জলের ঢেউয়ের ভাঁজগুলো ঝলমল করছে। বিলের উপর প্রকৃতির বেড়ে ওঠা এই অধিকার আর কদ্দিন চলবে ভাবতে ভাবতে বুড়োর দু'চোখ ভিজে গেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বিলের উত্তর দিকে এক মনে চেয়ে থাকল। বিলের উত্তর অংশটুকু কচুরিপানায় ভর্তি। ধার বরাবার আগাছা আর কলমি শাক। তারপর তাহির সেখের ইটভাটা। ইটভাটাটা খুব পুরানো নয়। বছর কয়েক আগের তৈরি। তাহির পঞ্চায়েতের প্রধান হবার পরেই। শীত পড়তেই বিভিন্ন পরিযায়ী পাখির আনাগোনা দেখা যেত এই বিলে। ইটভাঁটা হবার পর থেকে পাখিদের দেখা মিলে না। আর মিলবে বা কেন! তাহিরের পেয়াদা ওই বাঠু রহমতের জ্বালায় পাখিদের জলে বসার জো নাই। সারাদিন এধার ওধার ছুটে ছুটে বেড়ায়। বঁড়শিতে মাছ গেঁথে পাখি ধরে খায় ও বিক্রি করে। এই অত্যাচার নিরীহ পাখিরা আর কতদিন সহ্য করবে?

বক তাড়িয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে কচুরিপানার সামনে দাঁড়াল রহমত। দেখল দুটো ডাহুক পানার ভেতর থেকে বেরিয়ে উড়ে গিয়ে কিছুটা দূরে বসল। রহমতের চোখ আটকে গেল সেদিকে। মনে মনে বলল, দাঁড়া, ব্যাটা, দ্যাখাচ্ছি তুদের। ধইরি ইটভাঁটায় গ্যেয়ি ফিস্টি কইরি, জান ভরি খাবু। ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে একটু এগিয়ে বিলের ধারে একটা ছোট্ট পিঠিলি গাছের নীচে বসল। কোমরে লুঙ্গির গিঁট খুলে চিলমিলিতে জড়ানো বিড়ি এবং লাইটার বের করলো। বিড়িটার পেট আঙুল দিয়ে মুচড়ে দুপাক ঘুরিয়ে ফুঁ দিয়ে মুখে পুরে লাইটার জ্বাললো। কালো মুখের উপর থুবড়ানো নাকের বড়ো বড়ো ফুটে দিয়ে ছাড়তে লাগল ধোঁয়া।

কয়েক নিশ্বাসে বিড়িটা শেষ করে উঠে জলের ধারে গেল। দেখল একটা হোগলা ঘাস ফ্যানফ্যানিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে বাড়ছে। গোড়া ধরে একটানে সেটাকে তুলে ডাঙায় ছুঁড়ে দিয়ে বলল,

—কত বাড়বি, এবির, বাড়। রহমতকে তো চিনিস নি। তুদের বাড় জব্দ কোরি দিবে।

বুড়ো টিবির উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল বিলটাকে। এক সময় এই বিলের ধারে ধারে কত হোগলা ঘাস ছিল। টিবির উপর গড়ে ওঠা বাগদিপাড়ার মানুষদের এই বিলই ছিল মা। মাছ, কাঁকড়া, গুগলি, শামুক, ঝিনুক কত কী ধরে বাজারে বিক্রি করে আসত। হোগলা ঘাস কেটে রোদে শুকিয়ে রঙ করে মাকুতে গেঁথে গেঁথে শপ, পাটি বোনাত। শুধু কি বাগদিপাড়া, পাশের গ্রামের কত মানুষ সকাল হলেই চলে আসত হোগলা কাটার জন্য। মঙ্গলবার হাট থেকে সেই শপ, পাটি কিনে নিয়ে যেত দূর দুরান্তের কত লোক। তাহিরের বাঠু পেয়াদা রহমতের জ্বালায় বিলে একটা ঘাস জন্মাবার জো নাই। দুটো কলমি শাক তুলবে তার উপায় নাই। ভাবতে ভাবতে বুড়োর চোখ ছলছল করে উঠল।

পাড়ার দিকে তাকাতে চোখের জল নামতে লাগলো গাল বেয়ে। ঢিবির উপর হাতে গোনা ক'টা ঘর ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। ঢিবির দক্ষিণের মাটি কাটতে কাটতে ক্রমশ বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। এই ঢিবির মাটি থেকেই এখন ভাঁটার ইট তৈরি করছে তাহির প্রধান। বাগদিপাড়ার এই দুরবস্থা দেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল শিবু। কালো পাকানো পাকানো ধোঁয়ার শিস জটলা বেঁধে উত্তর থেকে দক্ষিণে ভেসে যাচ্ছে। বিন্দু বিন্দু কালির ফোঁটা পড়তে লাগল গায়ে এসে। বুড়ো মুখ নামিয়ে এগিয়ে চলল বাড়ির দিকে।

পরদিন খুব সকালে এক হাতে পাঠি অন্য হাতে একটা নাইলনের ঝোলা নিয়ে বিলের ধারে এল রহমত। কচুরিপানা উপর পাতা ফাঁস জাল সরাতেই চোখে পড়ল একটা ডাহুক দুটো বক ফাঁসে আটকে লটপট করছে। জালটা গুটিয়ে এগিয়ে যেতে আরেকটা কাইম পাখি আটকে আছে দেখল। জাল থেকে পাখিদের ছাড়িয়ে পাখা ও পা বেঁধে ঝোলায় পুরে জাল গুটিয়ে বিলের ধার দিয়ে চলল ইট ভাটার দিকে। ভাটায় ঝুকাই দিতে দিতে হবু জিজ্ঞাসা করল,

—রহমত ভাই, কইটা পাইক পেলি?

—বেছি না রে, চাইটি। বলেই কিছুটা এগিয়ে আবার বলল— হবু, ঝুকাই দিয়া হল্লি পুধানের বাইত্তে বক দুটো দিয়া আই। বাদবাকি ছাড়াস, ভাঁটায় ফিস্টি হবে।

—ঠিইক আইছে। বলেই সম্মতি দিল হবু।

অফিস ঘরের বারান্দায় ঝোলা রেখে আবার বিলের ধারে ফিরে গেল রহমত। দেখল বিলের দক্ষিণ দাঁড়িয়ে আছে ছেলে দুটো। রহমত হুসমুস করে ছুটে গেল তাদের কাছে। দেখল তাদের হাতে ছিপ বা লল কিছুই নেই। একটা পাটকাঠির মাথায় কলার ছোঠ দিয়ে আঁকশি বাঁধা। হাঁটুজলে নেমে পাটকাঠি জলে ফেলতেই রহমত চেঁচিয়ে উঠল।

—এহানে কি করছিস রে? রহমত কপালে চোখ তুলে জানতে চাইল।

থতমত হয়ে ছেলে দুজন জলের দিকে আঙুল দেখিয়ে একটা ভ্যাট ফুল দেখাল।

—ফির যদি আছিস মেইরে ঠ্যাং ভেঙি দিবু। গেলি... বলে তাড়া দিলেই তারা দৌড়ে পালাল।

পাটকাঠির আঁকশি দিয়ে হ্যাচকা টানে গাছটা ডাটা সহ ছিঁড়ে ফেলল রহমত।

—পানকইড়ি কইটা খুব বাড় বেড়েছে। দ্যাখ তুদের মজা দ্যাখাচ্ছি। বলে মাটির চড়া ভেঙে ছুঁড়ে মারতে সামনে ছুটল।

তাহির প্রধানের ভয়ে এলাকায় কেউ টুঁ শব্দ করতে পারে না। বিলের ধারে অনেক খাস জমি ক্ষমতা ও টাকার জোরে পাট্টা করে নিয়েছে। এই তো সেদিন ভাঁটার পাশে জলিল সেখের দখলি দশ কাঠা জমির কাগজ নিজের নামে করে লাঠিসোটা নিয়ে এসে দখল করে নিল। বাগদিপাড়ার উপর তার নজর অনেক আগে থেকেই। এই বাগদিপাড়াটা ছিল একসময়ের ভাগীরথী নদীর বাঁধ। বহুকাল আগে নদী ভাঙনের পর বাঁধের এই অবশিষ্ট অংশে গড়ে ওঠে পাড়া। তাহিরের ইটভাঁটা তৈরির পর বাগদিপাড়ার পরিসর কমতে কমতে কয়েকটা বাড়িতে ঠেকেছে। এই উঁচু ঢিবিটুকু আর কতদিন টিকে রাখতে পারবে সেকথা মনে এলে শিবুর চোখ ছলছল করে উঠে। চোখের সামনে পাড়ার বেশির ভাগ মানুষ পালিয়ে গেল। ভিটের মায়া থাকলে কী হবে, ক্ষমতার কাছে তা তুচ্ছ। তাহিরের উপর কথা বলা সাধ্যি কারো নেই। এই তো সেদিন বাঠু রহমত এসে বলে গেল— বুড়ো এবির চালা গুটাও, ফিরবার এই মাটিতে ভাঁটা চালাবু। এইভাবেই একে একে পাড়ার মাটি ইটভাঁটায় পুড়িয়েছে। ভেঙেছে বাগদিপাড়া। কেড়ে নিয়েছে বিলের মাছ, কাঁকড়া, গুগলি ধরা ও শাক তোলার অধিকার।

দিন কয়েক থেকে রহমতের গতিবিধি বেড়েছে বাগদিপাড়ায়। কারণে অকারণে এসে যাকে তাকে শাসিয়ে যাচ্ছে। বাচ্চাদের বিলের ধারে দেখলেই তাড়া করছে, ভয় দেখাচ্ছে। ঝুপড়ির পাশে উঁচু ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকছে ফ্যাল ফ্যাল করে। রহমতের এই গতি ভালো ঠেকছে না শিবুর চোখে। এপাড়ায় সবচেয়ে বয়স্ক মানুষ সে। বুকে করে আগলে ছিল পাড়ার মানুষদের। কিন্তু তাহির প্রধান হবার পর থেকে সব যেন বাঁধন ছাড়া হয়ে গেল। চোখের সামনে ছন্নছাড়া হয়ে সব পালাতে শুরু করল। এই ক'ঘর মাত্র অবশিষ্ট আছে। আর কতদিন থাকবে ভাবলে আশঙ্কা জাগে শিবুর মনে। তিনকাল পর শেষকালে এসে দাঁড়িয়েছে। শরীর আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়ছে। একমাত্র ছেলে ঘর ছেড়ে ফেরি করতে গিয়েছে বিহারে। বেশির ভাগ সময় বাইরে থাকে। দুই নাতির বয়স আর কত হবে, ছোটটা পাঁচে পড়ল, বড়োটা সাত। তাদের নিয়ে খুব ভয় করে। কী জানি রহমত কখন কী করে ফেলে! রাতে ঠিকমতো ঘুম আসে না। চোখে ভাসে দুঃস্বপ্ন। কানের কাছে বারবার ভেসে আসে রহমতের সেই কথাটা— 'বুড়ো এবির চালা গুটাও, ফিরবার এই মাটিতে ভাটা চালাবু।'

ফাল্গুন মাস। সকাল সকাল বিছানা ছেড়ে উঠে বাড়ির উত্তরে ঢিবির প্রান্তে দাঁড়াল শিবু। নীচে কচুরিপানা ভর্তি বিলের অংশ। তারপর সামনে ইটভাঁটা। যতদূর চোখ যায় শুধু ইটভাঁটার বিস্তৃত পড়ন চোখে পড়ছে। আগে বিলের ওই পাড়ে ধারে ধারে কত আম কাঁঠালের গাছ ছিল। এখন একটাও নাই। শুধু সারি সারি কাঁচা আর পুড়া ইটে খামাল ভর্তি। ভাঁটার তাপে ধূ-ধূ করছে সব। ধপধপ কয়লা ভাঙার শব্দ ভোর থেকে। ডানদিকে বিলের বিস্তৃত অংশে টলমল করছে আয়নার মতো কালো জল। আগে এই জলে কত শালুক পদ্ম ফুটে থাকতে দেখেছে শিবু। দুর্গা পুজোর সময় দূর দুরান্তের লোকজন এসে কত পদ্মফুল তুলে নিয়ে যেত। বাগদিপাড়ার ছেলেরা কত ফুল তুলেছে। বিক্রি করেছে। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না শিবু। মাটিতে থপ করে বসে পা-দুটো সামনে ছড়িয়ে দিল। মুখ তুলে এক পলকে চেয়ে থাকল ভাঁটার চিমনির উপরে। জটপাকানো কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া চিমনি থেকে ভলভল করে বেরিয়ে উপরে উঠে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। নীলাভ আকাশ একটু একটু করে ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে। পুবদিক থেকে উড়ে আসা সাদা বকের সারি ইটভাঁটার কাছে আসতে মিশে গেল কালো ধোঁয়ায়। রাঙা সূর্যের আলোর বুক চিরে কালো রাশি রাশি ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছে হোগলা বিলের উপর দিয়ে চারপাশ গ্রাস করতে করতে। কাঁকড়ার মতো নখ বের করে বকেট উচিয়ে গোগো শব্দে জেসিবি এগিয়ে আসছে বাগদিপাড়ার দিকে একটু একটু করে।

পূর্ব আফ্রিকার কবি কেটি নিভ্যাবন্দির লড়াই

তন্ময় কবিরাজ

রাষ্ট্রশাসন যতোই নির্মম হোক, যতোই সে নাগরিকদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করুক, প্রতিবাদের মশাল হাতে কেউ না কেউ দাঁড়িয়ে থাকবেই, যাকে ঘিরে বিশ্বাস জন্ম নেবে, আর সেই বিশ্বাসে নির্ভর করে একজোট হবে অসহায় মানুষজন। ইতিহাসের এটাই নির্যাস। ইতিহাস যখন পুরুষতন্ত্রের দাপট দেখাচ্ছে, তখন মেয়েরা প্রতিবাদ করছেন। পুরুষের সমকক্ষ দাবি করে ছিনিয়ে নিচ্ছেন নিজেদের অধিকার। দ্বিতীয় লিঙ্গের তকমা ঝেড়ে ফেলে সমাজের মূল চালিকা শক্তির দাবীদার তারা। রাস্তার গণআন্দোলনে মেয়েরা যেমন সোচ্চার হয়েছেন, তেমনই সাহিত্যের অলিন্দে প্রতিবাদ করেছেন বারবার। আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী থেকে শুরু করে মালালা ইউসুফজাই কিংবা ভিক্টোরিয়া যুগের লেখিকারা প্রতিবাদ অপেক্ষা নারী মনের খবর রেখেছেন বেশি, অনেকটা রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের নারীদের মত।

তবে বুরুন্ডির লেখিকা কেটি নিভ্যাবন্দির জীবনটা অন্যরকম। তাঁর জীবনে মিশে গেছে বাস্তব, যা প্রতিফলিত হয়েছে সাহিত্যে। তিনি দেখেছেন, গণতন্ত্রের পরাজয়, সংবিধানের চরম সংকট, পাশাপাশি নারী স্বাধীনতার লড়াই। তিনি তথাকথিত পুরুষশাসিত সমাজের প্রথাগত ধারণার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। কেটি নিভ্যাবন্দির জন্ম বেলজিয়ামে ১৯৭৮ সালে। বেড়ে উঠেছেন বুরুন্ডিতে আর প্রতিবাদ করার অপরাধে নির্বাসিত হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন কানাডায়।

বুরুন্ডি পূর্ব আফ্রিকার ছোট্ট একটি রাষ্ট্র। সরকারি নাম রিপাবলিক অফ বুরুন্ডি। পূর্বে ও দক্ষিণে তানজানিয়া, পশ্চিমে কঙ্গো। ১৯৬২ সালে স্বাধীনতা পাওয়ার আগে পর্যন্ত প্রথমে এটি জার্মানির এবং পরে বেলজিয়ামের উপনিবেশ ছিল। পৃথিবীর অন্যতম একটি দরিদ্র দেশ বুরুন্ডি।

কেটি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে পড়াশোনা করে কাজ করেছেন সাংবাদিক হিসেবে। ফরাসি ভাষায় লেখা তাঁর কবিতা 'ওয়ার্ল্ড লিটারেচার টুডে', 'ওয়ার্ল্ড উইদাউট বর্ডার'-এর মতো বিখ্যাত পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। ২০০২ সালে 'উই হ্যাভ ক্রস্‌ড্‌ মেনি রিভার্স্‌ : নিউ পোয়েট্রি' সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁর কবিতা। ২০১৫ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত 'পোয়েট্রি পার্নাসাস'-এ তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন।

শেষ চার দশকে বুরুন্ডিতে সমস্যা বাড়তে থাকে। ২০০০ সালের প্রথম দিকে অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল হলেও ২০১৫ সালের পর থেকেই অবস্থা আরও জটিল আকার ধারণ করে। বিক্ষোভ দেখা দেয়। বুরুন্ডির সাংবিধানিক সঙ্কটের সময় নারীদের নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন এবং নেতৃত্ব দেন কেটি। তিনি বালিকা আন্দোলনের সদস্য ছিলেন। আন্দোলনের পক্ষে বারবার সোচ্চার হওয়ার কারণে দেশ ছেড়ে তাঁকে আশ্রয় নিতে হয় কানাডায়। কানাডার হাউস অফ কমন্সে তিনি সাক্ষী দেন। ২০১৯-এ জেনেভার শীর্ষ সম্মেলন— জেনেভা সামিট ফর হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসি-তে বক্তব্য রাখেন তিনি। নির্বাসনের যন্ত্রণা কী, তিনি জানেন। তিনি লেখেন, 'আমি শুধু একা এই প্যাটার্নের শিকার হচ্ছি না। আরও অনেকেই হচ্ছেন।'

পরিবর্তনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন কেটি নিভ্যাবন্দি। তবে তিনিও মানুষ। মাঝে মাঝে তাই হারিয়ে যান শৈশবের স্মৃতিতে, যা আজও অমলিন। তিনি বলেছিলেন, 'ছোটবেলার বুরুন্ডির যেন সোনার পাথরবাটি।' দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তার রূপ রস গন্ধ কেটিকে নস্টালজিক করে তোলে। ছেলেবেলার কাঁচা আমের স্বাদ তিনি এতো বছর পরেও ভুলতে পারেননি। ইতিহাস, শৈশবের মুহূর্ত ধরা পড়েছে তাঁর বিখ্যাত 'ইজিমা' কবিতায়। কেটি একসময় চিঠি লিখতে ভালোবাসতেন। কেটি লিখেছিলেন, 'ভালবেসে/ ফুলের দেখা পেলাম/ মুক্ত— সামনে বিস্তীর্ণ পৃথিবী/ সূর্যমুখীর সুখে ধরা পড়ছে আকাশ।' মন খারাপ হলেই চলে যেতেন প্রকৃতির কাছে। প্রকৃতিকে তিনি লুসির মত ভালোবাসতেন। তিনি ভালবাসা দিয়ে জয় করতে চেয়েছিলেন সব কিছু। কেটি মনে করতেন, ভালোবাসা সুখের যন্ত্রণা নয়, বরং সমস্যার সমাধান। তিনি তাঁর কবিতায় লিখেছিলেন, 'all dying is not sad.'— করুণ জীবনের বিপরীতে সুখের আকুতি পূর্ণতা বয়ে আনে। আসলে অস্থির সময়ে দাঁড়িয়ে কেটি জীবনকে উপলব্ধি করেছিলেন। ছোটবেলায় ঔপন্যাসিক হতে চেয়েছিলেন। কবিতা লিখেছেন ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায়। কেটি নিজেই বলেছেন, 'ছোটোবেলা থেকেই অশান্তি দেখেছি তাই নিজেকে আর সংযত রাখতে পারিনি।' তাঁর কবিতায় শব্দ ও ছন্দের অপেক্ষায় প্রকট হয়েছে আবেগ, যা কাঁটাতার ভেঙে নারীমনে ঝড় তোলে। কেটি বিশ্বাস করেন, 'প্রতিবাদ করতে হলে তাগিদ থাকতে হবে।' বাধা আসবে, রাষ্ট্র আরও কঠোর হবে, কিন্তু প্রতিবাদের ধরন যদি সঠিক হয় তাহলে সফলতা একদিন আসবেই। তিনি লিখেছিলেন, 'I believe we all hear a calling inside of us ...।' কেটি রোনাল্ড রুগেরোকে নিয়ে চালু করেন সমন্দারি রাইটিং ওয়ার্কশপ। বর্তমান প্রযুক্তিকে তিনি যথাযথভাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। চেয়েছেন, সামাজিক মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে সাহিত্য প্রসারিত হোক। তিনি তাই লিখেছিলেন, 'social media has become the equivalent of the traditional fire: a space where stories and ideas can be shared, debated.'

বুরুন্ডি সাহিত্যকে নিয়ে গবেষণা করেছেন তিনি। দেশের ভাষার মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন গ্রীক ও লাতিন ভাষার মিল। কবিতাকে তিনি বাঁচার সহায়ক বলে মনে করেছেন। তাঁর প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর তাঁর কবিতা। তিনি বলেন, 'Poetry is the language of my heart.' তিনি সেই বাস্তবকে তুলে ধরেছেন, যেখানে বাস্তবের সঙ্গে মিশে গেছে নিজের অভিজ্ঞতা। কবিতা তাঁর কাছে নিজের প্রকাশ। তিনি মনে করেন, কবি নিজের কবিতায় ধরা দেন। কবিতা সমাজ থেকে দূরে সরে থাকবে, তিনি তা সমর্থন করেন না। বরং কবিতাকে আরও বেশি করে সমাজকেন্দ্রিক হওয়া দরকার বলেই তিনি মনে করেন। তাঁর কথায়, 'Art is the mirror', যেখানে সমাজের প্রতিফলন ঘটবে। 'My poetry has always been infused by what is happening in my country'. কবিতার ভেতরে বোধ থাকবে যা ঘুমন্ত বিবেককে জাগাবে। কেটি অ্যালিস ওয়াকারের দ্বারা ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হোন। ওয়াকার লিখেছিলেন, 'Whenever you are creating Beauty around you, you are resting your soul.' কেটিও তাঁর লেখায় সেই সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবিতা বাস্তবের ছবিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তাঁর 'আশা' কবিতায় তিনি লিখেছেন, 'ছাই হয়ে যাওয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রজাপতি উড়ে যায়।' ধ্বংসের শেষ প্রান্তে শান্তির সম্ভাবনা। সব শেষ এবার নতুন করে শুরু। কেটি যেন ইরানের নার্গিস। কেটি তাই লিখেছেন, 'মৃত সমুদ্র করে স্নান।' সমাজ আন্দোলন তাঁকে শিক্ষা দিয়েছে, মানুষের একতাবদ্ধ হওয়া দরকার। কবি অশান্তির মধ্যে দাঁড়িয়েও মুক্তির স্বপ্ন দেখেন। কেটি নিভাবন্দি বলেন, 'ঘুমন্ত ফুলের পাশে শ্বাস/ আর বাঁচার আশ্বাস।'

ক বি তা

জীবনানন্দ দাশ
মুহম্মদ মতিউল্লাহ্

জীবনানন্দ দাশ শূন্য ঘরে একাকী বসেছিলেন পাণ্ডুলিপি ছুঁয়ে
বাইরে বাতাস মৃদুমন্দ
সুচরিতা দাশ বাড়ি ঢুকে নির্লিপ্ত জীবনানন্দকে বললেন
'কাল অমন করে হন্তদন্ত হয়ে ও-বাড়ি গিয়েছিলে কেন!
কাউকে কিছু না বলে আবার নিশ্চুপ ফিরে এলে—
কোনো সমস্যা হয়নি তো, কিছু?'
জীবনানন্দ কি জানেন কোথায় সমস্যা তাঁর!
স্নেহময় স্বরে বিড়বিড় করে বলে চলেছেন
'কাল রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম একটা কোলাহল ভেসে এল।
কে যেন বলে উঠল তোদের ওখানে কোনো অ্যাকসিডেন্ট ঘটেনি তো,
মনে হল তোদের ওখানেই...
কাল আমার রেডিওতে কবিতা পড়তে যাওয়া...
তার আগে তোদের সবার কুশল সংবাদ জেনে যেতে হবে,
নিশ্চিন্ততা জেনে যেতে হবে।'...
সুচরিতা দেখলেন ঘামছেন জীবনানন্দ, অস্থির
ভেতরে ভেতরে

'সবাই ভালো আছিস দেখে ফিরে এলাম।'
এই সেই বোন সুচরিতা, দু-দিন বেড়াতে এলে ল্যান্সডাউনে
বরিশালের বাড়ির মতো সেই পুরোনো আবহাওয়া ফিরে আসে
সুচরিতা দাশ কিংবা জীবনানন্দ কেউই জানতেন না

ব্যথার গল্প
নৃপেন চক্রবর্তী

পাতার আড়ালে ছায়া জমে আছে
ছায়ার ভিতরে আছে একখানি মুখ!
সেইখানে জমে আছে অনেক না শোনা কথা,
মান-অভিমান নিয়ে ব্যথার গল্প!

সময়ের সাথে হেঁটে যেতে যেতে
নিজের ভিতরে প্রতিদিন অন্য এক নিজেকে
খুঁজেছি।
ভালো করে হয়নি দেখা
ছায়ার ভিতরে থাকা একখানি মুখ,
শব্দহীন সঞ্চিত ব্যথা, অভিমানে একান্ত গোপন!

নিজেকে খুঁজেছি শুধু, রাত্রি দিন শুধুই নিজেকে।
অথচ ছায়ার ভিতরে ছিলো অন্য এক ছায়ার গল্প!

সেই সব গল্প-কথা ছাড়া ছায়ারা কি বেড়ে ওঠে?
বৃক্ষে কি ফুল ফোটে?
নদীও কি খরস্রোতা হয়?
ভালো করে হয়নি দেখা
ছায়ার আড়ালে থাকা একখানি মুখ,
মান-অভিমান নিয়ে একখানি ব্যথার গল্প!

ঘোড়া
সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

এক ফোঁটা অশ্রুর ভিতর আমি,
আমার চোখের জলে ভেসে আছ তুমি
আমরা মুখোমুখি,
অথচ দেখো দুঃখ লেখা পাতাগুলো যে
খোলাই হল না!
কিছু খুচরো ভুল বোঝাবুঝি, অভিমান
এঁটুলির মতো সেঁটে রইল,
পলাশ হয়ে ফুটতে চাওয়া চৈত্রের বুকে।
চোখের বাসি কাজলের মত কিছু দাগ
দগদগ করে জেগে রইল,
তুমি আমলই দিলে না।
কোকিল ডাকুক আর নাই ডাকুক
যেভাবে বসন্ত আসে,
ঠিক সেইভাবে ফুলবতী তুমি আসো।

তুমি এসব জানো, আমিও জানি
তবুও সালিশি প্রস্তাব নিয়ে কোনো
নদী আমাদের নৌকাবিহারের গল্প
শোনাতে পারল না।
হৃৎপদ্ম হাতে বশীকরণের হাওয়ায়
কেমন ঝিম মেরে আছি,
অঞ্জলি শব্দটার শবদাহ দেখেও
তাপ উত্তাপ নেই, তুমিও কুঁকড়ে আছ।
কেবল আমাদের হাতের পাঞ্জা থেকে
অমিতবিক্রমে মহাকালের পথে ছুটছে
সুনীল দাসের ঘোড়া!

পথ
তন্ময় মণ্ডল

একসাথে সব হাঁটবে বলেও
পথ আলাদা
এমন তো হয় অহরহ।
কত মানুষ এল গেল,
কত মানুষ
আঁকড়ে আছে গাত্রদাহ।

এক জীবনে গুটিকয়েক
বুকের কাছে
রাখার মতো বন্ধু থাকে,
তারাই তো রোজ আগলে রাখে
জীবন নামক
স্পর্শকাতর আশঙ্কাকে।

করোনেশন সেতু
ছন্দা বিশ্বাস

ছুটির দিনে দূর দূর থেকে আসে প্রেমিক প্রেমিকারা
আমিও আসি বারে বারে
করোনেশন সেতুর নীচে বয়ে চলে তিস্তার বাঁকা স্রোত
উথাল পাথাল ঢেউ
প্রেমিক-প্রেমিকা যুগল হাতে হাত, কোমর জড়িয়ে পরস্পর
যেন এই সেতু একদিন তারাই বানিয়েছিল
তাকিয়ে থাকে দূরে পাহাড়চূড়োয়
সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজে সেবকেশ্বরী মন্দিরে
সেই শব্দে রাত্রি নেমে আসে
পাহাড় থেকে পিলপিল করে নামতে থাকে গাড়িগুলো
যেন বয়ে চলা আলোক নদী
সব ভালবাসা নদী হয়ে বয়ে যায়
আমাদের কথারাও—
যে ঢেউ একবার মিশে যায় স্রোতে, তাকে ফেরানো যায় না আর
আমাদের অতীত দিনগুলো এভাবেই হারিয়ে যায় কালস্রোতে
সব ভালোবাসা গতি পায়,
নদী বয়ে চলে কলোচ্ছ্বাসে
নিঃশব্দ প্রেমিক করোনেশন সেতু দাঁড়িয়ে থাকে
আমারই মতো একা, একাকী—

ফেরা একটা কৌশল
মৃণালেন্দু দাশ

ভেঙে যাচ্ছি

শব্দ
শূন্য

শূন্যস্থান থেকে গলগল দাহ্য ও ক্ষরণ

প্রস্তুত হচ্ছি, যুদ্ধের

প্রশ্ন, কার সঙ্গে কার যুদ্ধ
শত্রুই চিহ্নিত নয়, যদি নিজেই নিজের শত্রু
তাহলে, অস্ত্রের কতটুকু প্রয়োজন

সূচ্যগ্র মেদিনী তুচ্ছ, ওহে দুর্যোধন

ফিরে যাও
ফেরা, একটা কৌশল জানেন শ্রীকৃষ্ণ

প্রথম সেনাপতি
শান্তনু ভট্টাচার্য

তোমার ফেলে যাওয়া তির্যক দৃষ্টিগুলোকে
সোজা সরল করে বানিয়েছি শব্দভেদী বাণ

এখন আমার অঙ্গুলিহেলনে ঝরে পড়ে পাতা
আমার নির্দেশে চলাচল করে বাতাস
নদীর ঢেউ উঠে আসে পাড়ে...

আমি খুঁজি একাগ্র চিত্তে মৌটুসী পাখির চোখ
কিন্তু মাথার ওপর ঘুরতে থাকা
মাছের মণিতে দেখি তোমার চোখ!

আর সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সমস্ত
স্বয়ংবর মিথ্যে ক'রে
আমি কুরুক্ষেত্রে কৌরবপক্ষের
প্রথম সেনাপতি হয়ে যাই।

কবিতা
অস্মিতা মুখোপাধ্যায়

বাড়ি
চারটে দেওয়াল, একটা ছাদ, একটা ক্যালেন্ডার,
ক্যালেন্ডারে আমার মৃত্যুদিন স্পষ্ট।

মঞ্চ
লাল, নীল, সাদা আলো এসে পড়ছে আমার ওপর
আমি আরও অহংকারী হয়ে উঠছি।

মাউথ অর্গ্যান
অন্ধ হয়েও
তুমি খুঁজে নিতে পারো আশ্রয়,
সুরের এমনি মায়া।

সমুদ্র
সবকিছু শুষে নিয়েও
নিঃসঙ্গতায় ভুগছে সে।

সময়
জীবন ও মৃত্যুর মাঝে শুধু
একটি বৃত্তের ব্যবধান।

পত্রপত্রিকা

নোঙর

সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ক একটি নতুন পত্রিকা 'নোঙর' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে জয়দেব, কেন্দুলী থেকে। একটি নতুন লিটল ম্যাগাজিন, তাতে সম্পাদক সুদীপ্তা চৌধুরী ও তাঁর সহযোগীদের ভাবনাচিন্তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। কবিতার পাশাপাশি এতে রয়েছে অনুবাদ কবিতা, মুক্তগদ্য, নিবন্ধ, গল্প এবং গ্রন্থালোচনা।

কালীকৃষ্ণ গুহ, অরুণকুমার চক্রবর্তী, অনুরাধা মহাপাত্র, সমরজিৎ সিংহ প্রমুখ বরিষ্ঠ কবিদের সঙ্গে আছেন কস্তুরী সেন, রহিত ঘোষালের মতো তরুণ কবিরাও। দু'টি করে কবিতা রয়েছে পীযুষ রাউত, সুরঙ্গমা ভট্টাচার্য ও সুদীপ্ত চক্রবর্তীর। আর দু'টি দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন সৈকত রক্ষিত ও দেবাশিস চন্দ। সুব্রত সরকার সত্তর দশকের সুপরিচিত কবি। তাঁর পাঁচটি কবিতা একসঙ্গে রয়েছে এই সংখ্যায়। 'হরিমন্দিরের গন্ধর্বেরা' শীর্ষক একটি চমৎকার কবিতায় তিনি লিখেছেন— 'আমার ছোটবেলায় দেখা গন্ধর্বেরা এখন খুব বুড়ো হয়ে গেছেন। / তাদের মাখনের মতো ত্বকে বলিরেখার / কাঁথা সেলাইয়ের দাগ / জর্দা পানের সৌরভে / যে গান একদা সুরের মৌতাতে হাত জোড় করে বসে যেত / শতরঞ্চিতে, তার স্বর এখন / ভেঙে পড়ে থাকে পথের ধুলোয়'। সুন্দর কবিতা। তবে 'তারা গাইছেন' বা 'তারা', 'তাদের' জায়গায় 'তাঁরা', 'তাঁদের' লেখা বাঞ্ছনীয়।

ভালো লাগে সৈকত রক্ষিতের কবিতা— 'শোকে যে অন্তর ফেটে যাচ্ছে/ গৈরিক বিষাদ নিয়ে / আকন্দের তুলো দিব্য উড়ে যায় মন্থর বাতাসে।' দেবাশিস চন্দের কবিতা অ্যাবসার্ড এবং স্যুররিয়ালিস্ট ধারা মিলেমিশে যায়। চার্লস বুকোওস্কি ও ওয়াইস্টন হ্যূ অডেনের দু'টি অসাধারণ কবিতা অনুবাদ করেছেন অভিজিৎ পালচৌধুরী। খুব সাবলীল অনুবাদ। খুব ভালো লাগে কবিতা দু'টি।

পত্রিকাটিতে কবিতা নির্বাচন সম্পর্কে আরও একটু সচেতন সম্পাদনার অবকাশ রয়ে গেছে বলে মনে হয়।

মৃদুল দাশগুপ্ত তাঁর নিবন্ধে কবিতা ও ছড়ার সম্পর্ক নিয়ে খুব মূল্যবান কিছু কথা বলেছেন। তাঁর মতে, 'ছড়ায় যদি কবিতার স্পর্শ ঘটে, তাহলে ছড়া উন্নীত হয়। কিন্তু কবিতায় ছড়া ঢুকে গেলে, অর্থাৎ স্পর্শ লেগে গেলে, তা বিপদ, কবিতা তরল হয়ে যায়।'

মুক্তগদ্য লিখেছেন সুমিতাভ ঘোষাল। আর একটি বিশেষ গদ্য লিখেছেন ইন্দ্রজিৎ রায়। 'আমার স্বপ্নেরা' শীর্ষক একটি অসাধারণ গল্প লিখেছেন দেবর্ষি সারগী। দশটি স্বপ্নের কথা লিখেছেন তিনি অত্যন্ত মায়াময় গদ্যে এবং কোথাও কোথাও তা কবিতার মতো চিত্ররূপময়তায়। নিঃসন্দেহে একটি ভিন্ন স্বাদের গল্প।

'কোল্ড ওয়র : সিনেমা, টেলিভিশন, সাইবারস্পেস'— একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন ধীমান দাশগুপ্ত। তিনি সিনেমা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'সিনেমা পরিণত বুর্জোয়া জগতের মাধ্যম, উন্নত নগরসভ্যতার সৃষ্টি, বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত আবিষ্কারের ফল। অর্থাৎ তার কোনও প্রাক-বুর্জোয়া উত্তরাধিকার নেই, তা নব্য সাম্রাজ্যবাদী যুগের মাধ্যম, তার চেয়েও বড় কথা নব্য সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে সে নিজেকে ব্যবহৃত হতে দিয়েছে। সিনেমার প্রধান নান্দনিক বৈশিষ্ট্যগুলি— মায়া, বিমূর্তায়ন, বিচ্ছিন্নতা— সবই মূলত বুর্জোয়া বৈশিষ্ট্য।' প্রবন্ধটি মনোযোগী পাঠককে ভাবাবে। টেলিভিশন থেকে সাইবারস্পেস নিয়ে তাঁর সুচিন্তিত ভাবনা প্রবন্ধটির মূল সম্পদ।

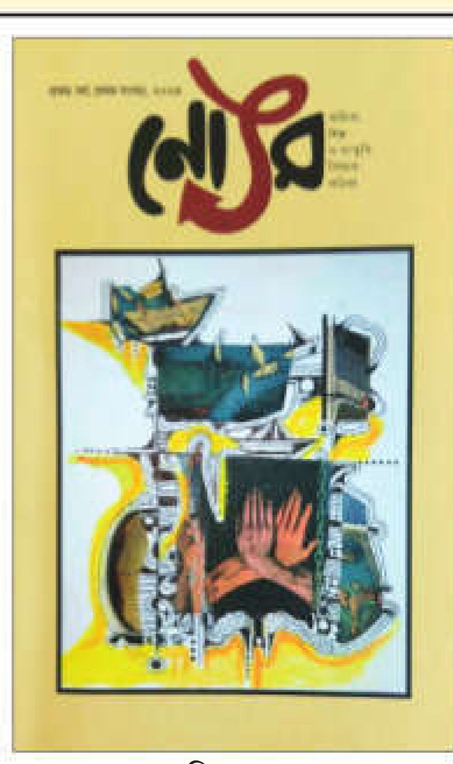

ফজলুল হক লিখেছেন কবি লিয়াকত আলিকে (১৯৫২-২০১৭) নিয়ে কিছু কথা। বাউলদর্শন-প্রভাবিত তাঁর জীবনযাপন, তাঁর কবিতা এবং তাঁর লেখা মরমিয়া গানের কথা। প্রয়াত লোকসংস্কৃতি-গবেষক ও প্রাবন্ধিক সুধীর চক্রবর্তী লিয়াকত আলির গান সম্পর্কে বলেছেন, 'তাঁর না আছে দুনিয়াদারীর পঙ্কিলতা, না আছে দেখনদারী, ঝাঁ চকচকে প্রচার কৌশল। তাঁর আছে এক সমৃদ্ধ একক জীবনবোধ— গান বেরোচ্ছে সেই যাপন গরবে।' লিয়াকত আলির কবিতা নিয়েও আলোচনা রয়েছে এই রচনায়। 'ভারতবর্ষ' কবিতায় লিয়াকত আলি লিখেছেন— 'গলায় সোনার দড়ি পরে দারুণ সেজেছ তুমি / আর ক্রমশ চেপে ধরছে তোমার হাত / তোমার গলাকেই। / নষ্ট হয়ে গেছে তোমার গর্ভ।/ গর্ভের ভেতর জ্বলছে তোমার শেষতম সন্ততি।' এই আলোচনা পাঠককে কবি লিয়াকত আলি সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলবে।

গ্রন্থালোচনা বিভাগে বিপ্লব নায়কের 'অহৈতুকী নিসর্গগুচ্ছ', 'অন্যতর পাঠ ও চর্চা' গ্রন্থ আলোচনা করেছেন রাণা গুপ্ত। দীর্ঘ প্রবন্ধের মতো একটি আলোচনা, যা পাঠকের আগ্রহ তৈরি করবে।

নোঙর। সম্পাদক: সুদীপ্তা চৌধুরী। মূল্য: ৮০ টাকা

বেলাভূমি

সাহিত্যের বেলাভূমি পত্রিকার গ্রীষ্ম ১৪৩১ সংখ্যাটি ফলতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি। প্রকৃত লিটল ম্যাগাজিন বলতে যা বোঝায়, কবি অরুণ পাঠক সম্পাদিত বেলাভূমি পত্রিকাটি ঠিক তাই। মাত্র ৩২ পৃষ্ঠার কৃশকায় একটি কবিতা, কিন্তু কবিতা ও কবিতা বিষয়ক ভাবনায় তা যথেষ্ট উন্নত। সম্পাদক একটি চমৎকার কথা বলেছেন— 'অনেকেই বলে থাকেন যে তাঁদের সব পত্রিকাই বিক্রি হয়ে যায় অথবা যে পত্রিকা বিক্রি হয় না, তা করে লাভ কী? এমন কথায় আমিও প্রভাবিত হয়েছি মাঝে মাঝে। কিন্তু তারপর ভেবেছি, সংস্কারের সবকিছুই আমরা বিক্রি করার অভিলাষে করিনি। আত্মক্ষয়ের অভিজ্ঞান নিয়ে তাই সে বারবার আসে। সে অর্থাৎ আমাদেরই অস্তিত্বের অংশ।' পার্থিব ক্ষয়-ক্ষতিকে অস্বীকার করেও চিন্তাচর্চার জগৎটিকে বাঁচিয়ে রাখে এইসব ছোট পত্রিকা। আয়তনে ছোট হলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা আদৌ ছোট নয়।

এই সংখ্যায় আছে রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক দু'টি গদ্য। দেবাশিস দাশ তাঁর 'ব্যক্তিগত রবীন্দ্রনাথ'-এ লিখেছেন— 'তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) কাছে শিল্প ছিল একক মনের সঙ্গে বৃহত্তর জগতের মনের মিলনের মাধ্যম। অথচ, প্রতি বছরের পালিত তিথিতে, জয়ন্তীতে, পরিকল্পিত সাংস্কৃতিক মঞ্চে আমরা কি একথা উচ্চারিত হতে শুনি? নাকি কেবল, বাণী বা সুরের বহিরাবরণে মজে গিয়ে ভুলেই থাকি জীবনের সারসত্য? নিজস্ব ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে ঝড়ের জয়ধ্বজা তুলে ধরার সাহস কি আমরা সত্যিই অনুভব করি রবীন্দ্রনাথের স্তুতিকালে? অথবা, দুঃখ পেরোনোর মন্ত্র হিসেবে বুঝতে পারি কি, জগৎজুড়ে উদার সুরে বেজে ওঠা আনন্দগানের অন্তর্নিহিত বার্তা?' অত্যন্ত সঙ্গত এই প্রশ্ন।

অরুণ পাঠক তাঁর রবীন্দ্র-বিষয়ক গদ্য 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু'-তে বলেছেন— 'রবীন্দ্রনাথ যে শুধু সাহিত্য-সংগীত-নাটকেই সীমাবদ্ধ, তা তো নয়। বরং তিনি আরও বেশি দেশের শিক্ষা, কৃষি, অর্থনীতি, সাম্প্রদায়িকতা ও অন্যান্য বৈষম্য ও নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে নিজের সুদীর্ঘ জীবনকে নিয়োজিত করেছেন। বিশেষ করে বাঙালি জাতির ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে কেউ হাত ধরে বলে দেবেন এই রবীন্দ্রনাথ, তবে আমরা চিনব তাঁকে, এই অবস্থায় আমরা পৌঁছলাম কবে? রবীন্দ্রমানসিকতার বীজ কি একটা জাতির মধ্যে এত তাড়াতাড়ি নিষ্ক্রিয় করা যেতে পারে?'

অনিমেষ মণ্ডলের 'এক অপার্থিব অনুভূতিপুঞ্জকে স্পর্শ করার নেশায়' শীর্ষক একটি মুক্তগদ্য প্রকাশিত হয়েছে এই সংখ্যায়। তাঁর মতে, 'কবিতার মহত্ত্বকে জানতে গেলে একটা ত্যাগ থাকা দরকার। কোনও ব্রত হিসেবে নয়, একটা স্বতঃসিদ্ধ ত্যাগ।' এ বিষয়ে ভিন্নমত থাকার অবকাশ নিশ্চয়ই নেই। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি কবি মণীন্দ্র গুপ্তের কিছু যুক্তিযুক্ত কথা উদ্ধৃতও করেছেন। তিনি বলেছেন— 'আজকাল কবিতা সেই ঝলমলে নগদ বিদায়ের অনুষ্ঠানের পাঠকও তদনুরূপ। তার আশা-আকাঙ্ক্ষা যেন কিছু প্রত্যাশা করে। আজকাল আর কেউ অপেক্ষায় বিশ্বাসী নয়।' এই সমস্ত প্রকৃত কবিতাপ্রেমীদের ভাবায় নিশ্চয়ই।

কবিতা বিভাগটিও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। দুই বাংলার ৩৪ জন কবির কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। সকলেই কম-বেশি পরিচিত কবি। রফিক উল ইসলাম তাঁর 'অস্তিত্বের ক্ষত' কবিতায় লিখেছেন— 'কথা বলো, কথা বলো / লুপ্ত জনপদ / ভাসতে ভাসতে এই / আমরাই একদিন / দাঙ্গাহীন সারিসারি শহর গড়ে দেব।' শ্যামল জানা তাঁর 'ষাটতম জন্মদিনে' কবিতায় বলেছেন— 'উড়তে গিয়ে বুঝতে পারছি— / মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে একটি ডানা। বিষণ্ণতায়! / অন্য ডানাটি তখনও আনন্দমুখর। লাল-নীল ছিটে...।'

বেবী সাউ লিখেছেন— 'পৃথিবী সবার হোক এই ভেবে দুলে উঠল গাছ / একটি শীতার্ত পাখি ডানা ভেঙে পড়ে গেল নীচে... / লোডশেডিং লোডশেডিং হাহাকার উঠে এল দীর্ঘশ্বাস হয়ে...।'

মজিদ মাহমুদ তাঁর 'একাকিত্ব' কবিতায় লিখেছেন— 'যারা বলে একাকিত্ব তাদের উপভোগ্য— তারা ঈশ্বরের মতো ভয়ঙ্কর একা / আমারই মতো তোমরাও একদিন একা হতে হতে পেয়ে যাবে তারা দেখা।' রিমি দে লিখেছেন— 'কয়েক বছর পর ফাটলের গায়েই গজিয়ে ওঠা / ভুল থেকে জন্ম নিল শ্যাওলামাখা বেসুরো গান / ফাটল এখন শূন্য / ফাটল এখন সংসার!'

দীপক হালদার, কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায়, অংশুমান কর, হেনরী স্বপন, সুদীপ্ত মাজি, বনানী চক্রবর্তী এবং আরও অনেকেরই কবিতা ভালো লাগবে পাঠকদের। খুব পরিচ্ছন্ন ও নির্ভুল ছাপা, যা ইদানীং বেশ বিরল।

বেলাভূমি। সম্পাদক: অরুণ পাঠক। মূল্য: ৫০ টাকা।

খেলার ময়দানে

ময়দানী রঙমশাল

তরুণদের উপরেই আস্থা

আগামী প্যারিস অলিম্পিক্স গেমস থেকে তরুণ অ্যাথলিটরাই পদক তুলে আনুক, এমনই কথা বললেন অলিম্পিয়ান জিমন্যাস্টস দীপা কর্মকার। অবশ্য দীপা নিজে এবারে অলিম্পিক্সে যাওয়ার টিকিট পাননি। এক আলোচনা সভায় দীপা বলেন, এবারে পদক সংখ্যা দশের বেশি হবে, নীরজ চোপরা, পি ভি সিন্ধু ও নিখাত জারিনের হাতে পদক থাকবেই। পাশাপাশি, দুই থেকে তিন তরুণ অ্যাথলিটস পদক আনবেনই। শুধু তাই নয়, অন্যান্য ইভেন্টেও ভারত পদক আনবে প্রতিপক্ষদের হারিয়ে। এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন অলিম্পিয়ান গুরুবক্স সিং, জয়দীপ কর্মকার, দোলা ব্যানার্জি, সোমা বিশ্বাস, রাহুল ব্যানার্জি ও কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দী।

বয়সভিত্তিক টেবলটেনিস

বি এম চট্টরাজ মেমোরিয়াল টেবলটেনিস প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে ১১ বছর বয়সী বিভাগে মুখোমুখি হয়েছিল আমলক দাস ও সঞ্চিনি গড়াই। আমলক ১২-১০, ৪-১১, ১১-৯ ও ১১-৬ পয়েন্টে সঞ্চিনিকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। অপর সেমিফাইনালে অর্ক মণ্ডল ৯-১১, ১১-৭, ১১-৮ ও ১১-৭ পয়েন্টে দেবাঙ্কর পাহাড়িকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছে। ১৩ বছর বয়সী বালক বিভাগে সেমিফাইনালে সৌম্যজিৎ কুণ্ডু ১১-৭, ১১-৮ ও ১৩-১১ পয়েন্টে পরমজিত দাসকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছে। অপর সেমিফাইনালে ইমন কুমার মণ্ডল ১১-৫, ১১-৫ ও ১১-৪ পয়েন্টে প্রিয়াংশু মণ্ডলকে পরাস্ত করে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পায়।

মেন্টর ঝুলন নতুন ভূমিকায়

এবার নতুন দায়িত্বে দেখা যাবে ঝুলন গোস্বামীকে। চলতি বছরে মহিলাদের ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ শুরু হওয়ার আগে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন তিনি। নতুন দায়িত্বের জন্য নাইট রাইডার্সের মালিক শাহরুখ খান ও সিইও বেঙ্কি মাইসোরের কথাও বলেছেন ঝুলন। ভারতের মহিলা দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বলেন, "কিং খানের সঙ্গে দেখা করা বিশেষ অভিজ্ঞতা। নাইট রাইডার্সের জন্য ওঁর সত্যিকারের আবেগ রয়েছে।

টাকার অঙ্কে প্রধান বাজি বি সেক কাপ

শিবনাথ দাস

রবিবার বেঙ্গালুরু ঘোড়দৌড়ে মোট ৯টি বাজি। প্রধান বাজি 'দ্য মেয়রস্ ট্রফি'। দ্বিতীয় শ্রেণির ১০টি প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করছে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে 'স্যানটিসইমো' এবং 'ফাস্ট পেস'-এর মধ্যে। 'ডিভালডো' ঘোড়াটি আপসেট করতে পারে।

মতামত

প্রথম বাজি--- দুপুর ১.৩০ মি., অ্যামাজিং স্ট্রাইড ১, আয়রন কিং ২, নিক্স ৩

দ্বিতীয় বাজি--- ২.০০টো, সুপার কাইন্ড ১, স্পিরিট ড্যান্সার ২, মেগা সাকসেস ৩

তৃতীয় বাজি--- ২.৩০ মি., জেড ১, ভারত ২, গোল্ড রাইড ৩

চতুর্থ বাজি--- ৩.০০টে, চিত্তক্স ১, জেনারেল প্যাটন ২, রিমনিটার ৩

পঞ্চম বাজি--- ৩.৩০ মি., জার্সি কিং ১, ম্যাজিকাল বে ২, ইবটসে ৩

ষষ্ঠ বাজি--- ৪.০০টে, স্যানটিসইমো ১, ফাস্ট পেস ২, ডিভালডো ৩

সপ্তম বাজি--- ৪.৩০ মি., হেলিওস ১, বার্বোনেয়ার ২, হাবিতি ৩

অষ্টম বাজি--- ৫.০০টা, ম্যাগনেটিক ১, মানসা মুসা ২, আর্ট অফ রোমান্স ৩

নবম বাজি--- ৫.৩০ মি., নেভার গিভ ইন ১, গ্লোবাল ইনফ্লুয়েন্স ২, ইসাবেল ৩

দিনের সেরা বাজি--- জেড

কলকাতা ফুটবল লিগের প্রথম ডার্বি ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের বাজিমাত

নিজস্ব প্রতিনিধি— কলকাতা ফুটবল লিগে ডার্বি ম্যাচ বলতেই উত্তেজনায় ভরপুর হয়ে থাকে সারা গ্যালারি। হোক না তরুণ ব্রিগেড দুই দলের হয়ে লড়াই করছে। তবুও দুই দলের জার্সির রং লাল-হলুদ ও সবুজ-মেরুন। জার্সিতেই বলে দেয় সমর্থকদের উন্মাদনা কোথায় গিয়ে পৌঁছয়। শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান সুপার জায়ান্টসের লড়াই দেখার জন্য ভিড় উপচে না পড়লেও ডার্বি ম্যাচের রং ফুটে উঠেছে স্টেডিয়াম জুড়ে। ইস্টবেঙ্গল ২-১ গোলে মোহনবাগানকে হারিয়ে বাজিমাত করল। এবারে কলকাতা ফুটবল লিগে ইস্টবেঙ্গল টানা তিনটি ম্যাচে জয়ের মুখ দেখল। আর প্রতিপক্ষ মোহনবাগান টানা তিনটি ম্যাচে জয়ের হাসি দেখতেই পেল না। স্বাভাবিকভাবেই খেলার প্রথম থেকেই দুই দলের কোচের মগজাস্ত্র কথা বলবে, এমন ধারণাই স্পষ্ট ছিল। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের কাচ বিনো জর্জের কৌশলের কাছে হার মানতে হল মোহনবাগানের বিদেশি কোচ ডেগি কার্ডোজকে। ইস্টবেঙ্গলের কোচ টেক্কা দিলেন মোহনবাগানের কোচকে। প্রথমার্ধে প্রায় টানা ৩৫ মিনিট দাপট দেখিয়ে খেলেছে ইস্টবেঙ্গল। গোল করার মতো সুযোগও তৈরি করে ফেলেছিল, কিন্তু সেই সুযোগ তারা কাজে লাগাতে পারেনি। মাঝেমধ্যেই মোহনবাগানের ফুটবলাররা ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণভাগে হানা দেওয়ার চেষ্টাও করে। কিন্তু সেই চেষ্টা কখনওই ফলশ্রুতি হতে পারেনি। খেলার ২০ মিনিটের মাথায় বক্সের বাইরে থেকে বল টেনে নিয়ে ডেভিড বলটি নিয়ে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন পি ভি বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে। চলতি বলে বিষ্ণু শট নিলে তা পোস্টে গিয়ে আঘাত করে। আবার মোহনবাগানের অভিষেক সূর্যবংশী ও সুহেল ভাট সম্মিলিতভাবে আক্রমণে উঠে এসেও ইস্টবেঙ্গলকে ভাট

দেখাতে পারেননি। তবে, দুই বড় দলের মধ্যে যে ধরনের খেলা আশা করা গিয়েছিল, সেই ছবি কখনওই স্পষ্ট হয়নি। ইস্টবেঙ্গলের গোলে দেবজিৎ মজুমদারকে খেলানো হয়েছিল। এই দেবজিৎকে বলা হত সেভজিত। এদিনও মোহনবাগানের ফারদিন আলি গোল করার মতো অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলেন কিন্তু দেবজিৎ এগিয়ে এসে তা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। খেলার প্রথমার্ধে কোনও পক্ষই গোল করতে পারেনি।

খেলার দ্বিতীয় পর্বে ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণভাগে গতি বাড়াতে তিনজনের পরিবর্তে চারজনকে ফরওয়ার্ডে নিয়ে আসা হয়। আবার মোহনবাগান প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য রক্ষণে খেলোয়াড় বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়রা নিজেদের মধ্যে বল দেওয়া নেওয়া করে আক্রমণ গড়ে তোলেন। ৫০ মিনিটের মাথায় ইস্টবেঙ্গল গোল পেয়ে যায়। ডেভিডের বাড়ানো বল থেকে বল পেয়ে গিয়েছিলেন পিভি বিষ্ণু। বিষ্ণু বক্সের মধ্যে প্রবেশ করেই দু'জন খেলোয়াড়কে ফাঁকি দিয়ে গোলের উদ্দেশ্যে দৌড়তে থাকেন। সেই সময় গোলরক্ষক রাজা বর্মণ একটু এগিয়ে এসেছিলেন। আর তখনই রক্ষণভাগের এক খেলোয়াড়ের পিছন থেকে বিষ্ণু শট নেন গোলে। গোলরক্ষক নিজের জায়গায় না থাকায় বল গোরে জালে জড়িয়ে যায়। বিষ্ণুর গোলে ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে যায়। গোল হওয়ার পরেই আবার ইস্টবেঙ্গল সহজ সুযোগ পেয়েছিল। মোহনবাগানের গোলরক্ষককে একা পেয়েও লাল-হলুদের সায়ন গোল করতে ব্যর্থ হন। ৬৪ মিনিটের মাথায় আবার গোল পেয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগান যেভাবে খেলছিল, তাতে মনে হয়েছে, তারা ডার্বি ম্যাচ খেলতে নামেনি। হয়তো পাড়ার কোনও আমন্ত্রণী ফুটবল খেলতে এসেছে। রক্ষণভাগের ভুল বোঝাবুঝিতে গোল পেয়ে ৬৪ মিনিটের মাথায় গোল পেয়ে গিয়েছিলেন জেসিন টিকে। জেসিন গোল করতে ভুল করেননি। ইস্টবেঙ্গল ২-০ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পরে আরও বেশি আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিতে থাকে। তারই মাঝে দ্বিতীয় বার হলুদ কার্ড (লাল কার্ড) দেখে মাঠের বাইরে চলে যেতে হয় জোসেফকে। খেলার শেষ ১৫ মিনিট ইস্টবেঙ্গলকে ১০ জনে খেলতে হয়। দ্বিতীয় পর্বের সংযুক্তির সময় একটি গোল পেয়ে যায় মোহনবাগান। অবশ্য এই গোল হওয়ার ক্ষেত্রে ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণভাগের ভুল ছিল। হঠাৎই মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা আক্রমণ শানাতে থাকেন। গ্লেন মার্টিনস ও সুহেল নিজেদের মধ্যে বল দেওয়া নেওয়া করে ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণভাগে তাঁরা প্রবেশ করেন। সুহেল ভাট দুর্দান্ত হেডে গোল করে ব্যবধান কমান। লিগের ডার্বি ম্যাচের চরিত্র দেখে কখনওই মনে হয়নি, দুই প্রধান মাঠে খেলতে নেমেছে। অনেকেই ভেবেছিলেন, ডার্বি ম্যাচ থেকে কোনও একজন তারকা ফুটবলারের উদয় হবে। কিন্তু তার কোনও ছবি কোনও মুহূর্তের জন্যই দেখতে পাওয়া যায়নি। *ছবি: মউল মণ্ডল*

মহম্মদ শামিকে দরকার ভারতীয় দলে

মুম্বই--- ভারতীয় ক্রিকেট দলে সদ্য প্রাক্তন বোলিং কোচ পরশ মামরে মনে করেন, মহম্মদ শামির মতো দ্রুতগামী বোলারকে অবশ্যই প্রয়োজন। এমনই বার্তা দিলেন বর্তমান কোচ গৌতম গম্ভীরকে প্রাক্তন বোলিং কোচ মামরে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই কোচ গৌতম গম্ভীর জানিয়েছেন, দলের প্রত্যেককেই প্রয়োজন রয়েছে তিনটি ফর্মেই খেলার জন্য। সেক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের সচেতন হওয়ার দরকার আছে। মহম্মদ শামির মতো খেলোয়াড়দের সঙ্গে আলোচনায় বসা উচিত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, একদিনের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের পরে মহম্মদ শামি গোড়ালিতে চোটের কারণে আর মাঠে ফিরে আসতে পারেননি। অস্ত্রোপচার হওয়ার পরেও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে এখনও পর্যন্ত খেলতে পারেননি। তাই শামির মতো ক্রিকেটাররা দল থেকে যদি ছিটকে যান, সেক্ষেত্রে দলের অবস্থান কিন্তু ভালো জায়গায় পৌঁছবে না। আশা করা যায়, শামি নিজেও অনুভব করবেন কীভাবে আবার খেলার মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারেন। অবশ্য মহম্মদ শামি তরুণ ক্রিকেটার নন। তিনি যদি খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন বা খেলার মতো জায়গায় থাকেন, সেক্ষেত্রে বয়সটা কোনও বাধা হবে না। তাই বর্তমান কোচকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে মহম্মদ শামিকে কীভাবে দলের মধ্যে রাখা যায়। পাশাপাশি, তাঁর কাছ থেকে সেরাটা কীভাবে আদায় করে নিতে হবে, সেটাও জানতে হবে।

প্রাক্তন বোলিং কোচ পরশ মামরে মনে করেন, ফিটনেস বজায় রাখতে পারলে মহম্মদ শামি আগামী দুই-তিন বছর ভালো খেলা খেলতে পারবেন। নিঃসন্দেহে শামি বিশ্বের অন্যতম সেরা বোলার। শামি নিজেই জানেন, মাঠে তিনি কী করতে পারেন। তবে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে প্রথম দিকে তিনি জায়গা না পেলেও, পরবর্তীতে জায়গা পাওয়ার

সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে প্রমাণ করে দিয়েছেন ভারতীয় দলকে কীভাবে জেতানো সম্ভব। মামরে এবার বলেন, শামির প্রতিভাকে কখনওই ছোট করে দেখার জায়গা নেই। আশা করব, আগামী অস্ট্রেলিয়া সফরে শামিকে সম্পূর্ণ ফিট অবস্থায় দেখতে পাওয়া যাবে। তবে বেশ কিছুদিন ক্রিকেটের সঙ্গে না থাকায়, শামিকে কয়েকটি খেলায় মাঠে নামাতে হবে। তারপরেই বুঝে নেওয়া সম্ভব হবে, শামিকে কীভাবে খেলানো যেতে পারে।

টেস্ট বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা রয়েছে ভারতের সূচিতে। টেস্ট এবং একদিনের ক্রিকেটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারবেন মহম্মদ শামি, এমন আশা করা যেতেই পারে। ভারতীয় দলে ভালো ফলাফলের জন্য ৩৩ বছর বয়সী শামিকে অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। বয়সের কথা যদি বলতেই হয়, তাহলে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা ও রবীন্দ্র জাদেজার মতো খেলোয়াড়রাও এখনও দাপট দেখিয়ে চলেছেন। তরুণ কয়েকজন বোলার ভারতীয় দলে উঠে এসেছে, এটা ভালো দিক। সেই তরুণদের গাইড করার জন্য মহম্মদ শামিকে মাঠে দরকার।

জিম্বাবোয়েকে ১০ উইকেটে হারাল শুভমানের ভারত

হারারে--- শুভমন গিলের ভারতীয় ক্রিকেট দল দুরন্ত জয় পেল জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে চতুর্থ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে। ভারত জিতল ১০ উইকেটের ব্যবধানে। একটা ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ জয় নিশ্চিত করে ফেলল শুভমন গিলরা। অর্থাৎ পাঁচ ম্যাচের খেলায় ৩-১ ম্যাচে এগিয়ে থাকল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সিকন্দর রাজার জিম্বাবোয়ে দল ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৫২ রান করে। জবাবে শুভমন গিলের ভারতীয় দল কোনও উইকেট না হারিয়ে ১৫.২ ওভারে ১৫৬ রান করে ম্যাচ জিতে যায়। জয়ের জন্য ভারতের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৫৩ রান। ভারতের ব্যাটসম্যানরা দ্রুত ওই লক্ষ্যে পৌঁছে যান। বিশেষ করে যশস্বী জয়সওালের আগ্রাসী ব্যাটিং সবার নজর কাড়ে। অপর দিকে অধিনায়ক শুভমন গিল দারুণ খেলেন। পাওয়ার প্লে'র ছয় ওভারেই ভারত কোনও উইকেট না হারিয়ে ৬১ রান করে। প্রথম দিকে অধিনায়ক শুভমন গিল উইকেটে

দাঁনিয়ে ধরে খেলছিলেন। কিছুতেই ভারতের দুই ওপেনারকে চাপে ফেলতে পারেননি জিম্বাবোয়ের বোলাররা। মাত্র ৭ রানের জন্য যশস্বী জয়সওয়াল শতরান থেকে বঞ্চিত হলেন। যশস্বী ৫৩ বলে ৯৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ১৩টি চার ও দু'টি ছক্কা। অন্যদিকে দাঁড়িয়ে, অধিনায়ক শুভমন করলেন ৫৮ রান। খেলেছেন ৩৯টি বল। অধিনায়কও অপরাজিত থাকেন। তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ছ'টি চার ও দু'টি ছক্কা।

প্রথম আট ওভারে জিম্বাবোয়ের কোনও উইকেট ফেলতে পারেননি ভারতীয় বেলাররা। নবম ওভার থেকেই জিম্বাবোয়ের খেলোয়াড়রা আউট হতে থাকেন। অভিষেক শর্মার নবম ওভারে ওপেনিং জুটিকে ভেঙে দেন। তিনি আউট করেন তাদিওয়ানাসি মারুমনিকে (৩২)। পরের ওভারে শিবম দুবে ফিরিয়ে দেন মাধেভারেকে (২৫)। প্রথম উইকেটের জুটিতে ৬৩ রান তোলার পর জিম্বাবোয়ের উইকেট পরপর পড়তে থাকে। অধিনায়ক রাজা ২৮ বলে ৪৬ রানের ইনিংস খেলেন। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ২০০০ রানের মাইলস্টোন স্পর্শ করলেন জিম্বাবোয়ের অধিনায়ক সিকন্দর রাজা। এদিন ভারতের হয়ে প্রথম মাঠে নামলেন তুষার দেশপাণ্ডে। অবশ্য তিনি সেইভাবে নজর কাড়তে পারেননি। একটি উইকেট পেয়েছেন। ভারতের হয়ে উইকেট পেয়েছেন খলিল (২), শিবম (১), অভিষেক (১) ও ওয়াশিংটন সুন্দর (১)। রবি বিষ্ণোই এদিন কোনও উইকেট পাননি।

কোপা আমেরিকা ফুটবল ফাইনাল

আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে সাহসী ভূমিকা নিতে চাইছে কলম্বিয়া

নিউইয়র্ক--- কোপা আমেরিকা ফুটবলের মেগা ফাইনালে সোমবার লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনার সামনে জেরফারসন লারমার কলম্বিয়া মুখোমুখি হচ্ছে। মেসির আর্জেন্টিনা এখন দুরন্ত ফর্মে রয়েছে। সেমিফাইনাল ম্যাচে প্রথম গোল পেয়েছেন মেসি। কানাডার বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জয় পায় আর্জেন্টিনা। তাই আত্মবিশ্বাস নিয়ে আর্জেন্টিনা মাঠে নামবে কলম্বিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানাতে। তবে, উরুগুয়ের মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়েছে সেমিফাইনাল ম্যাচে কলম্বিয়া। তাই কলম্বিয়ার ফুটবলাররা সাহসী ভূমিকা নিয়ে আর্জেন্টিনার সঙ্গে লড়াই করবেন। উরুগুয়ের বিরুদ্ধে যেভাবে লড়াই করে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে কলম্বিয়া, সেই কলম্বিয়ার ফুটবলাররা নতুন ভাবনায় অবশ্যই আর্জেন্টিনাকে বেগ দেবার জন্য চেষ্টা করবেন। দুই দলেই বেশ কয়েকজন তরুণ ফুটবলার রয়েছে, যাঁরা এবারে কোপা আমেরিকা ফুটবলে নজির গড়ার চেষ্টা করছেন। শুধু তাই নয়, প্যারাগুয়ের মতো দলকেও কলম্বিয়া হারিয়েছে। ওই খেলাতেই লারমা গোল পেয়েছন। অর্থাৎ তিনি গোলের মধ্যেই রয়েছেন। দলের অপর স্ট্রাইকার মুনজও সুযোগসন্ধানী। বক্সের মধ্যে বল পেলে গোল করতে ওস্তাদ। সেই কারণেই ম্যাচটা খুব সহজ হবে না, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে আর্জেন্টিনা দলে সবচেয়ে ভরসার নাম গোলরক্ষক মার্টিনেজ। কাতার বিশ্বকাপ ফুটবলে মার্টিনেজের জন্যেই আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব দেখিয়েছে। এমনকি, গ্রুপ লিগ থেকে শেষ চারের খেলা পর্যন্ত মার্টিনেজ নিজেকে প্রমাণ করে দিয়েছেন, এবারের প্রতিযোগিতায় তিনিই সেরা গোলরক্ষক। অবশ্য ফাইনাল খেলায় অতিরিক্ত সময় থাকছে। কোনও কারণে খেলা যদি ভেস্তে যায়, সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত একদিন রাখা হয়েছে।

লিওনেল মেসির পায়ের জাদুতে প্রতিপক্ষ কলম্বিয়া চাপে পড়বে কিনা, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। কানাডার ফুটবলাররা মেসির ছন্দকে নষ্ট করার জন্য প্রহরী হিসেবে একজন খেলোয়াড়কে ব্যবহার করবেন কোচ, তা বলা যেতেই পারে। মেসির পাশে আলভারেজ রয়েছেন। পজিটিভ ফুটবল খেলে গোল করতে তিনি সবসময় এগিয়ে থাকেন। সেই কারণেই প্রতিপক্ষ দল কিছুটা চিন্তায় থাকবে। আর্জেন্টিনার এনজো ফার্নান্ডেজ মাঝমাঠ থেকে আক্রমণে উঠে এসে সতীর্থ খেলোয়াড়দের সহযোগিতা করেন। এটা আর্জেন্টিনার কাছে একটা প্লাস পয়েন্ট। মেসি যেমন গোল করতে পারেন, আবার আলভারেজেরও পাখির চোখ থাকে গোলের দিকে। মেসি যেমন অপেক্ষা করবেন টানা তিনটি মেগা ফুটবল টুর্নামেন্টে জিততে। স্বাভাবিকভাবে মেসির কাছে এবারের কোপা ফাইনাল অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ।

THE STATESMAN AWARDS FOR RURAL REPORTING

In 1973; The Statesman instituted three prizes for excellence in rural reporting to encourage a better awareness of the social, political and economic challenges taking place in our villages

Three prizes are now ₹ 15,000 ; ₹ 10,000 and ₹ 7,500

We invite journalists to send in their investigative articles and reports concerning rural India, in English or any regional language (with or without translations into English), and published during 2023 in any newspaper or periodical in the country. Entries will be evaluated on the criteria of social relevance, factual accuracy, professional dedication and stylistic merit.

The competition is open to Indian journalists. All entries should be marked "Rural Reporting* and sent in the form of original clippings (photocopies will not be accepted) clearly showing the date and name of the publication to the address given below.

THE CUSHROW IRANI PRIZE FOR ENVIRONMENTAL REPORTING

The C R Irani Foundation, a not-for-profit body involved in improvement of journalistic standards, in 2011 set up an annual prize of ₹ 25,000 for environmental reporting, We invite journalists to send in their investigative articles and reports concerning the environment in English or any regional language (with or without translations in English), and published during 2023 in any newspaper or periodical in the country. Entries will be on the basis of content, accuracy, professional standards and quality of research. The competition is open to Indian journalists. All entries should be marked "Environmental Reporting" and sent in the form of original clippings (photocopies will not be accepted) clearly showing the date and name of the publication to the address given below.

THE AWARDS COMMITTEE

IMPORTANT

Journalists wishing to submit the same report(s) for both prizes are requested to send separate entries. Last Date for the 2023 awards is 10 August 2024

THE STATESMAN LIMITED
STATESMAN HOUSE,
4 CHOWRINGHEE SQUARE,
KOLKATA 700 001.

For any query please write to prasantob57@gmail.com

দ্য স্টেটসম্যান লিমিটেড-এর পক্ষে, চৌরঙ্গি প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪, চৌরঙ্গি স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং এল এস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। মুদ্রক ও প্রকাশক ·. বিনীত গুপ্তা। সম্পাদক ·. শেখর সেনগুপ্ত। Reg No. WBBEN/2004/13865.